রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত

১ খণ্ড।

রোম নগরের নির্ম্মাণাবধি প্রাকসদ্দয়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত
ইউট্রোপিয়স লাটিন গ্রন্থকর্ত্তার
ব্যাখ্যা।

অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত কথা
সম্বলিত।

কলিকাতা লালদীঘির নিকট রোজারিও সাহেবের
যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
ইং ১৮৪৬ শক ১৭৬৭

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা—নবরত্ন পণ্ডিত।

মহামহিম বিবিধ বিদ্যানুরাগি

শ্রীলশ্রীযুৎ স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ

গবর্ণর জেনেরল সাহেব

মহাবল প্রতাপেষু।

যথোচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

কোন মহোদয় পুরুষের আনুকূল্যে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে অতি ক্ষুদ্র রচকেরও স্বাভাবিক ইচ্ছা জন্মে আর আমি এই ব্যাপারে শ্রীযুতের নাম সংলগ্ন করিতে যে স্পৃহা করিতেছি

তাহার এতদ্ব্যতীত অন্য এক কারণ আছে, মহাশয় নিজ শাসনে সমর্পিত সমূহ লোকের বিদ্যা ও সুশীলতার উন্নতি করণার্থে অবিশ্রান্ত যত্নশীল হইয়াছেন, এতদ্দেশে শুভাগমনের কিয়ৎ দিবস পরেই মহাশয় হিন্দুকালেজ দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন এবং ১৮৪৪ শালের ১০ অক্তোবর তারিখে এক মহার্থক নিয়ম স্থির করিয়া রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণানন্তর তিন মাসের মধ্যে তাহা প্রচার করিলেন ইহাতেই ভারতবর্ষীয় মঙ্গলের প্রতি মহাশয়ের যত্ন জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল এবং হিন্দুস্থানের রাজধানীত্রয় সম্বলিত নিখিল ভাগে সকলের অবগতি হইল যে অবিদ্যা ও মিথ্যাজ্ঞান এবং দুর্নীতির শৃঙ্খল হইতে এই দেশীয় অসংখ্য লোককে উদ্ধার করিতে আপনি বাস্তবিক ব্যগ্রচিত্ত আছেন—রাজকর্ম্মকর্ত্তৃদের অলঙ্কার বলিয়া এই রূপে আদর পূর্ব্বক বিদ্যার প্রসঙ্গ করণে এবং অতি উচ্চ অবধি অতিনীচ পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মপ্রার্থিদের কার্য্য নৈপুণ্য ব্যতিবিক্ত বিদ্যাবিষয়ক ব্যুৎপত্তি পরীক্ষার বিধানে অবশ্য জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি হইবে, এবং ইহাতে সাধারণ লোক সমাজে অতি ব্যাপক রূপে প্রাজ্ঞতার বিস্তার সম্ভাবনা। ধনাঢ্য ভূম্যধিকারির অট্টালিকাস্থ ভদ্র লোকের যাদৃশ বিদ্যা দ্বারা চিত্তশোধন হইতে পারে দরিদ্র কৃষির পর্ণ কুটীরস্থ ইতর গণেরও তাদৃশ হওয়া অসাধ্য নহে, অতএব প্রধান বিদ্যালয়স্থ ছাত্রের বহুল পাণ্ডিত্যের ন্যায় যাঁহার বিবেচনাতে গ্রাম্য পাঠশালার দরিদ্র বালকের যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তিতেও মানো যোগ কর্ত্তব্য তাঁহার দয়া ও পরহিতৈষিতা সকল লোকের উপর অতি বিস্তারিতরূপে অবশ্য ব্যাপ্ত বটে। আপনি হিন্দু-কালেজে ব্যবস্থা শাস্ত্র ও সিবিল ইঞ্জিনিরি বিদ্যা বিতরণের

উপায় স্থির করিয়াছেন, এবং ন্যায়দর্শনে প্রগাঢ় দক্ষতা হেতুক ইউরোপে অরিস্ততিলের * ন্যায় সমস্ত বঙ্গভূমিতে খ্যাত্যা-পন্ন পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠান স্থল যে নবদ্বীপ তৎসন্নিধানেও এক নূতন কালেজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; আর বঙ্গ ভূমির বিবিধ প্রদেশে দেশীয় ভাষার অনুশীলনার্থে নানা পাঠশালার নিয়ম করিয়াছেন—তাহাতে এতদ্দেশে যাদৃশ ঐ২ কালেজের উন্ন-তিতে মহতী২ বিদ্যার চর্চ্চা আরও অত্যুৎকৃষ্টরূপে হইবেক তাদৃশ জল যেমত নদনদী দ্বারা বাহিত হয় তদ্রূপ এই২ অপর পাঠশালা দ্বারা যথার্থ জ্ঞানের বীজ অতি দূরস্থ গ্রাম্য লোকের পর্ণশালা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইবে, এই২ কার্য্যেতেও শ্রীযুতের শাসনাধীন সর্ব্বজাতীয় প্রজাব অবস্থা শোধনার্থে মহাযত্ন দেদীপ্যমান হইতেছে। অবিলম্বেই হউক বিলম্বেই বা হউক বিদ্যা বিতরণের এই সকল দৃঢ় যত্ন জ্ঞান ধর্ম্ম ও সত্যের জয় এবং প্রাবল্যে সফল হইবে, ইদানীন্তন লোকেরা সে শুভ দিন যদিও দেখিতে না পায় তথাপি লক্ষ২ ভাবিলোক যাহারা এখনও সংসারে জন্ম গ্রহণ করে নাই তাহারা অজ্ঞা-নের শৃঙ্খল হইতে সাধারণ লোক সমূহের বুদ্ধিকে মুক্তি পাইতে দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইবে আর যে মহৎ কার্য্যেতে লার্ড ক্লাইবের নাম উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ি হইয়াছে তদপেক্ষা বিদ্যা স্থাপনের মাহাত্ম্য ন্যূন নহে ইহা মনে করিয়া পুরুষানুক্রমে অবিদ্যার উপর বিদ্যার এই জয় স্মরণ করিবে।

এই২ বিষয় বিবেচনাতে মহাশয়ের নাম সংযুক্ত করিয়া

---

* অরিস্ততিল নামে এক মহা ন্যায় বেত্তা গ্রীক পণ্ডিত—নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা যেমত বঙ্গ ভূমিতে বিখ্যাত অরিস্ততিল তদ্রূপ ইউরোপের মধ্যে খ্যাত্যাপন্ন।

আমি আপন ক্ষুদ্র গ্রন্থ উজ্জ্বল করণে সাহস করিতেছি আপনকার মহৎ ব্যাপক নিয়মে সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির যে চেষ্টা সবল হইয়াছে তদ্বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ সহকারিতা করণার্থে উপস্থিত এই সঙ্কল্প করিয়াছি। গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও দর্শনাদি শাস্ত্রের বর্ণনা করা বহুদিবসাবধি আমার অভিপ্রেত ছিল, বাল্যাবস্থাবধি আমার বাসনা ছিল যে স্বদেশীয় বর্গের সুশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্তে যত্ন করিব পরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অবলম্বনে সে বাসনা আরও দৃঢ় ও পবিত্রীকৃত হয় অতএব দেশস্থ লোকের বুদ্ধি কি প্রকারে বিকসিত হয় এবং হিন্দু সমাজে চলিত ধর্ম্ম ও রীতিকরণক ঐ বুদ্ধি কি আকার ধারণ করে তাহা আমি অতি যত্ন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম—তাহাতে বিষাদ পূর্ব্বক বুঝিলাম যে পুরাবৃত্ত ও যথার্থ ঘটনায় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত সত্য পথে লোকের বুদ্ধি চেষ্টায় এমত ব্যাঘাত জন্মিতেছে যে মিথ্যা জ্ঞানের শৃঙ্খল হইতে কোন ক্রমে মুক্ত হইতে পারেনা, আর উইলবরফোর্স এবং ক্লার্কসন সাহেবেরা যে অসভ্য দাসত্ব* ব্যবহার লোপ করিতে বহু যত্ন করিয়াছিলেন এই অবিদ্যার শৃঙ্খল তদপেক্ষাও অধিক দুঃসহ—কেননা এতদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা না করিয়া প্রাচীন কথাতে এমত অসঙ্গত শ্রদ্ধা করে যে কোন প্রসিদ্ধ ঋষির বাক্যানুযায়ি না হইলে নূতন মত কিম্বা বচন তৎক্ষণাৎ *অগ্রাহ্য করে এবং পুরাবৃত্ত ও কল্পিত গল্প সত্য ও অসত্য বর্ণনা* সকলি এক পদার্থ জ্ঞান করে, ইহা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান

* আমেরিকাতে মনুষ্য ক্রয় করিয়া চিরদাসত্বে রাখিবার প্রথা ছিল তাহার লোপ করণার্থে উইলবরফোর্স ক্লার্কসন এবং অন্যান্য সাহেবেরা বহু যত্ন করিয়াছিলেন।

হইল যে যাহাতে সাধারণ লোকের মতিভ্রম নষ্ট হইতে পারে —যাহাতে ন্যায় ও অন্যায় এবং সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের পরস্পর প্রভেদ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে—যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে যে যাহা পদার্থ বিদ্যানুসারে বাস্তবিক মিথ্যা তাহা কোন ভাবে সত্য হইতে পারেনা সে সমস্ত উপায়ে অবশ্য দেশের পরম মঙ্গল হইবে কেননা ক্রমে২ অবিদ্যা ও ভ্রান্তিরূপ জঙ্গাল এই প্রকারে দূর হইলে আরও উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে পবিত্র তত্ত্বের পথ পরিষ্কার হইবে। বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থ বিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে কেননা অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে দুষ্ট শক্তি দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্তি পাইতে পারে কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত পদার্থ বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাণ জ্যোতিষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার পূর্ব্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।

যে২ গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি তাহা উক্ত বিষয়ক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া বরং নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্পনা করিতেছি এইরূপ সংগ্রহ করিলে দুই প্রকারে উপকার হইতে পারে ইহাতে

প্রথমতঃ ব্যাখ্যাকারক যথার্থ অনুবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া পাঠকের দুঃশ্রাব্য ও অসাধু শব্দ প্রয়োগের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবেন, এই উদ্ধারকে ব্যতিরেক ভাবে হিতকারি কহিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ এই রূপ সংগ্রহের বিধানে গৌড়ীয় পাঠকের বিশেষ ব্যবহারার্থে স্বদেশীয় ধারাতে কতিপয় গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে, ইহাকে অন্বয় মুখে শ্রেয়ঃ কহিতে হইবে কেননা গ্রন্থ কারক যে ভাষাতে লিখিতেছেন তাহাতে যদি আপনি মনের কল্পনা করিতে পারেন তবে মহা লাভের বিষয় বটে কিন্তু কেবল অনুবাদ মাত্রি করিলে এ প্রকার মানসিক ব্যাপার প্রায় থাকিতে পাবেনা। অপিচ যদি মহৎ চেষ্টায় অভিমুখ হইলে কোন অপরাধ না জন্মে তবে ভারতবর্ষীয় রচকেরা বিশেষতঃ যখন প্রজাহিতৈষি শাসন কর্ত্তার আনুকূল্য প্রাপ্ত হয় তখন রোমান বিচক্ষণ সিসিরোর ন্যায় স্বদেশীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষাতে হৃদয় প্রফুল্ল কবিযা আপনাদের ভাষাতে মূল গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক অন্যান্য দেশের বিদ্যা নিজদেশে সৃষ্টি করিতে কেন না যত্ন করিবে?

শ্রীযুতের নিকটে নিবেদিত এই বিদ্যা কল্পদ্রুম নামক গ্রন্থ সমূহের প্রতিজ্ঞাপত্রে এমত বহু সংখ্যক পুস্তক রচনার কল্পনা আছে যে জীবনের চপলতা ও শরীরের শুভাশুভ বিবেচনা করিলে কত দূর পর্য্যন্ত ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমি আপনি এ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিব তাহা এক্ষণে সাহস পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে পারিনা, তথাপি সৎ ও মহৎ কর্ম্মে উৎসাহ করিলে তাহাকে স্পর্দ্ধা বলে না, এবং যদি এই সংকল্পিত গ্রন্থ সমূহেতে সাধারণ লোকের বুদ্ধিচর্চ্চা যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়—যদি ইহাতে যথার্থ জ্ঞানের প্রতিপাদক অত্যল্প গ্রন্থও বঙ্গ ভাষায়

প্রস্তুত হয় তথাপি আমার পরমাপ্যায়িত হওয়া অসঙ্গত নহে যদি আমার সঙ্কল্প আপনার চেষ্টাতে যৎকিঞ্চিৎ সম্পন্ন হয় তবে গুরুতর লোক কর্ত্তৃক ইহার উদ্যাপন পরে হইতে পারিবে।

এ গ্রন্থ সমূহের রচনা সর্ব্বত্র সাধারণ ভাবে বিশেষতঃ পুরাবৃত্ত ও অন্যান্য বর্ণনাতে শব্দের সারল্য ও বাক্যের শুদ্ধতার ধারাতে নিষ্পন্ন হইবে এডুকেশন কৌন্সলের সভাপতির পশ্চাল্লিখিত উক্তির অন্তর্গত উৎসাহ বর্দ্ধক বচনানুসারে আমার অভিপ্রায় এই যে বঙ্গভূমির সমস্ত জাতিকে আমার শ্রোতা করি অতএব যে কেহ পাঠ করিতে পারে সকলের সুবোধক কথা ব্যবহার করিব তথাচ রচনার মাধুর্য্য দর্শাইয়া মনোরঞ্জক শিক্ষা বিস্তার করিতে সাধ্যক্রমে ক্রুটি করিব না কিন্তু রূপক অলঙ্কারাদি রচনার শোভা স্পষ্টতার বাধক হইলে তাহার অনুরোধে বাক্যের সারল্য নষ্ট করিবনা।

জ্যোতিষ্ পদার্থ ও নীতি বিদ্যাতে অনেক পারিভাষিক শব্দ ও তর্ক আছে এজন্য তাহা অবশ্য কিঞ্চিৎ কঠিন হইবে কিন্তু ব্যাখ্যা ও টীকা দ্বারা সহজ করিতে যত্ন করিব। ভূমিকা ও অনুবন্ধে সরল বর্ণনার ধারা অপেক্ষা কঠিন বিচারের ধারার প্রাবল্য প্রযুক্ত পাঠকবর্গ যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান্ না হইলে তাহার অধিকারী হইতে পারিবেন না তথাপি বঙ্গদেশীয় লোকের বোধগম্য করণার্থে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা যাইবেক।

এডুকেশন কৌন্সলের সভাপতি মহাশয়ের এই পশ্চাল্লিখিত উক্তি অনুবাদ করিয়া সাধারণ ভূমিকাস্বরূপ প্রকাশ করিতে আমি যে ভাগ্যক্রমে অনুমতি পাইয়াছি তাহা এই বিদ্যাকল্প দ্রুমের পক্ষে শুভ লক্ষণ বটে, সভাপতি মহাশয়ের এই উক্তিতে যে পরহিতৈষিতা অনুমেয় হইতেছে এবং ভারতবর্ষীয় লোক-

দের বুদ্ধ্যাদির সম্বন্ধে যে নির্ম্মৎসর কথা বর্ণিত আছে তদ্দর্শনে সকলের কৃতজ্ঞতা ও আমোদ অবশ্যই হইবে এবং আমাদের স্বদেশীয় পণ্ডিতগণ ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও বিদ্যাতে অনভিজ্ঞ হইলেও যাঁহারা বিবেচনা ও চিন্তাশক্তিতে কোনমতে উপে- ক্ষণীয় নহেন তাঁহারা এই উক্তি পাঠে এমত২ নূতন ভাব পাইবেন যাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির চর্চ্চা অবশ্য আরও বাহুল্য রূপে বিস্তারিত হইবে। সভাপতি মহাশয়ের উক্তির পরে পুরাবৃত্ত বিষয়ের যে পোষক রচনা আছে তাহাও বিচার ও তর্ক বুঝিতে যৎকিঞ্চিৎ সমর্থ এমত লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এ রচনার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে কল্পিত গল্প হইতে প্রভিন্ন এমত সত্য পুরাবৃত্তের প্রমাণ যেন প্রকাশ পায় এবং অধম পয়ার ও ব্যর্থ গল্প হইতে পুরাবৃত্তের অধ্যয়ন যে অতি গরিষ্ঠ তাহা যেন অঙ্কিত হয়, গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে যে রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত বর্ণিত আছে তাহা আবাল বৃদ্ধ সকলের বোধগম্য হইবে এমত আশা করিতেছি।

শ্রীযুতের নিকট আর বাক্যের বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে এই বিদ্যা কল্পদ্রুম গ্রন্থ সমর্পণ করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিবেন।

অবশেষে প্রার্থনা যে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রসাদে শ্রীযুত যেন দীর্ঘায়ু হইয়া মনুষ্য জাতির অবিরত হিতকারী হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়স্য

কলিকাতা ১৪ মাঘ

শক ১৭৬৭

কৌনসল আব এডুকেশনের শাসনে স্থিত ছাত্রদের প্রতি ঐ মহা সমাজের সভাপতির উক্তি।

(এই উক্তি কার সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত বেকনের নবম অর্গেনম নামক গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়া বঙ্গভাষাতে অনুবাদিত হইল)

বেকন বিরচিত নবম অর্গেনম নামক গ্রন্থের এই অনুবাদ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুৎ কার সাহেব কর্ত্তৃক সটীক মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এক্ষণে শুভ লক্ষণের সহিত প্রকাশ পাইতেছে।

যেহেতুক এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইতেছিল এমত সময়ে ১৮৪৪ সালের ১০ অক্তোবর তারিখের গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে প্রকাশ পাইল।

বক্ষ্যমাণ মহানিয়মের প্রকাশ্য ও গম্ভীর ঘোষণা হেতু তোমরা স্বয়ং স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ সাহেবের নিকট ঋণী হইয়াছ যথা "রাজকীয় কর্ম্ম প্রাপ্তেচ্ছুদের মধ্যে যাহারা গবর্ণমেণ্ট অথবা অন্যান্য ব্যক্তি বা সভা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত সাধারণের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে বিশেষতঃ যাহারা উক্ত স্থানে অসাধারণ গুণ ও জ্ঞানোপার্জনে বিখ্যাত হইয়াছে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি সাধ্যানুসারে অগ্রে মনোনীত করা যাইবে"।

বিদ্যার এতাদৃশ আদর দর্শনে তোমরা কৃতজ্ঞ হও, এবং আরো চতুর্গুণ পরিশ্রম করিয়া তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর —আর এই কারণে বরং অধিক যত্নশীল হও যে গবর্ণর জেনেরল সাহেব এবম্ভূত উৎসাহ যেরূপ তোমাদিগকে দিয়াছেন

সেরূপ কেবল তোমাদিগকে না দিয়া অন্যকেও দিয়াছেন, কেননা তোমরা ইহাতে এই বিদ্যাক্ষেত্রের ধাবনে তোমাদের সমস্ত স্বদেশীয় ছাত্রবর্গ যে যেখানে অধ্যয়ন করুক সকলকেই সহচেষ্টক ও সহযাচক ভাবে প্রাপ্ত হইলা, এবং কোন বাক্তিভ বিষয় একাকী পাইলে লোকে যে অহঙ্কার ও আলস্যে পতিত-প্রায় হয় তাহা হইতে তোমাদের রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা হইল।

কিন্তু এমত মনে করিও না যে সাধারণ বিদ্যার একমাত্র বা মুখ্য অভিপ্রায় এই যে তোমরা দেশেব রাজকীয় কর্ম্মের উপযুক্ত হইবা—আর এমতও মনে ভাবিও না যে কেবল গবর্ণমেণ্ট আপিসে কর্ম্ম নির্ব্বাহ দ্বারাই দেশের উপকার করিতে পারিবা।

আমার মনের বাসনা এই যে তোমরা উক্ত নিয়মের নিমিত্তে কর্ম্মে নিযুক্ত হওনাদি যে বিদ্যার পুরস্কার তাহা না ভাবিয়া বরং এজন্য কৃতজ্ঞ হও যে ইহাতে বিদ্যার প্রতি তোমাদের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার মহা আদর সপ্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার তাহা যতোধিক হিতৈষী ও বিজ্ঞ হউন কোন শাসন কর্ত্তার দিবার শক্তি নাই।

মানব জাতির অর্থাৎ যাহারা আমাদের নিকটস্থ ও যাহাদের উপর আমাদের কোন শক্তি আছে এমত সমূহ লোকের শোধন, এবং এই শোধন সম্পন্ন করণার্থে যত্নশীলদিগের আন্তরিক শান্তি আহ্লাদ ও গৌরব, এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের যথার্থ উচ্চতম ও সম্পূর্ণ পুরস্কার।

তোমাদের মধ্যে যাহাদের মন এমত বাসনাতে উৎসাহিত তাহারা আপনাদের অবস্থার বিশেষ সুযোগ প্রযুক্ত ভূরি২

মনুষ্যবর্গের শোধন বৃদ্ধি করিতে অসাধারণ রূপে সমর্থ এবং সে সামর্থ্য অবশ্য সকলের লোভনীয় বটে।

এক প্রকারে তোমরা ইউরোপীয় বিদ্যা ও স্বদেশীয় লোক সমূহ এই উভয়ের মধ্যস্থলে আছ অতএব যাহা ইংরাজিতে শিখিয়াছ তাহা দেশীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া অসীম রূপে তাহাদের হিতকারি হইতে পার।

এই বিষয়ে তোমরা ইউরোপীয় বিদ্যার পুনঃস্থাপন কালের পণ্ডিতগণের তুল্য অবস্থাতে আছ।

কিন্তু তোমাদের এবং ঐকালের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এক বিশেষ প্রভেদ আছে, যথা—গ্রীস ও রোম দেশীয় বিদ্যা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপ যে অজ্ঞান রূপ অচৈতন্য হইতে পুনর্জীবিত হন তাহা ঐ বিদ্যাদির মূল প্রথমতঃ বিকৃত পরে শুষ্ক ও অবশেষে যেন এক ভূমিকম্প দ্বারা মগ্ন ও নষ্ট হইবার পূর্ব্বে হয় নাই; কিন্তু ভারত বর্ষের লোকেরা ইউরোপীয় বিদ্যা ও সভ্যতার প্রবাহ উৎস হইতে অখণ্ড পূর্ণতা ও নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধতাতে বহনশীল থাকিতে২ তাহার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে।

অতএব উক্তসময়ে ইউরোপে বিদ্যার্থিদের জন্যে বিদ্যার যে দুই পথ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা যেমন শীঘ্র চিত্তাকর্ষণ শক্তি-হীন ও নিষ্ফল হইতে লাগিল তাদৃশ তোমাদের সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত পথ দ্বয়ের ঐরূপ হইবার সম্ভবনা নাই।

ঐ সময়ে লাটিন ভাষা লোপ পাইয়াছিল অর্থাৎ আর চলিত ছিল না, অতএব যে২ নূতন প্রস্তাব মুহুর্মুহুঃ বিবেচনা ও চিন্তার বিষয় হইতে লাগিল তাহা কেহ ঐ ভাষায় প্রাচীন

ধারানুযায়ি শুদ্ধতা ও মাধুর্য্যে বর্ণনা করিতে সাহস করিল না— মাতৃ ভাষাতে পণ্ডিত লোকের সহিত কথোপকথনে যাদৃশ বিশেষ জ্ঞান জন্মে তাদৃশ বিশেষ ব্যুৎপত্তি ঐ ভাষাতে কাহারও হইল না।

আর কোন স্থানে পণ্ডিত ভিন্ন অপর লোকে লাটিন বুঝিত না অতএব যে ব্যক্তি লোক সমূহের মধ্যে আপন উপদেশ গভীররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহিত সে ঐ ভাষারূপ যন্ত্রদ্বারা আত্ম অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত না; কোন জাতির সাধারণ সভা মধ্যে তখন লাটিন ভাষায় বক্তৃতা হইতে পারিত না সুতরাং এক সমস্তজাতিকে শ্রোতা না করিলে যাহার তৃপ্তি জন্মিত না, সে মনের ভাব নিঃসরণার্থে লাটিন ভাষাকেও অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট হইত না।

বেকন আপন রচনাতে পাণ্ডিত্যের পরিচ্ছদ দর্শাইতে ত্রুটি করেন নাই বটে তথাপি অধিকাংশ গ্রন্থ প্রথমতঃ ইংরাজিতে লিখিয়াছিলেন*।

স্যার তামস ব্রোন লাটিন ও ইংরাজি ইহাব মধ্যে কোন্ ভাষাতে রচনা করিবেন তদ্বিষয়ে কিয়ৎকাল দ্বৈধমনা ছিলেন†

---

* বোধ হয় যোসিফস ও ফাইলো আপনাদের গ্রন্থ এইরূপে গ্রীক ও স্বদেশীয় হিব্রি ভাষা উভয়ে লিখিয়াছিলেন। এ প্রকার সাদৃশ্য দর্শনে বহু আমোদ জন্মে।

† যে বচনে আমরা এ শিক্ষা পাইতেছি তাহা তাঁহার "লৌকিক ও সাধরণ ভ্রমের বিবেচনা" নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে আছে, সে বচন এমত আশ্চর্য্য এবং হৃদ্বোধক যে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা পরামর্শ সিদ্ধ।

"সত্যের সাধারণ ব্যাপার বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ লাটিন

কিন্তু অবশেষে স্বদেশীয় বাক্যেতেই লিপির নির্দ্ধারণ করিলেন। এবং মিলটনের পর বোধ হয় এমত কোন গুরুতর গুণ বিশিষ্ট গ্রন্থ হয় নাই যাহা কোন ইংরাজ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সাধারণ পাঠকের নিমিত্তে লাটিন গদ্যতে রচিত হইয়াছিল।

লাটিন ভাষা সর্ব্বত্র পণ্ডিতদের ব্যবহার্য্য হওয়াতে বিদ্বান লোকের পাঠার্থে অপর নূতন ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল তথাপি ঐ ভাষাতে গ্রন্থরচনার প্রথা শীঘ্র লোপ পাইল ইহার অবশ্য অন্যান্য কারণ আছে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কএক কারণ প্রধান জানিবা।

পরে যে মহার্ঘ্য বিদ্যার প্রচুর অথচ পরিমিত রাশি গ্রীক ও লাটিনে সংগ্রহ হইয়াছিল তাহা যখন একবার সাধারণ লৌকিক ভাষাতে ব্যাখ্যা হইল তখন ঐ পাণ্ডিত্য পোষক ভাষার আর প্রয়োজন রহিল না।

ভাষাতে ইউরোপের সমস্ত ন্যায় বিচারকের নিকট প্রস্তাব করিতে আমার মনস্থ হইয়াছিল কিন্তু আপনাদের দেশের প্রতি বিশেষতঃ আমাদের সুশীল ভদ্র লোকের প্রতি প্রথমতঃ এইরূপ কর্ত্তব্য অতএব যে ভাষা তাহারা উত্তম বুঝে তাহাতে নিজ মত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি তথাপি লিখিত বিষয়ের মাহাত্ম্য প্রযুক্ত এমত২ বাক্যের প্রযোগ করিতে হইবে যাহা কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন লোকেরা বুঝিতে পারিবে না; ফলতঃ মাধুর্য্য রচনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে এবং অনেক ইংরাজি রচকদের মধ্যে সম্প্রতি যে ধারা দেখা যাইতেছে তাহা অবিশ্রান্ত বহনশীল থাকিলে আমাদিগকে অল্পকালের মধ্যে ইংরাজি পুস্তকের অর্থ বুঝিবার জন্য লাটিন শিখিতে হইবে এবং এউভয় ভাষাই তখন সমান সহজ হইবে।

ইংরাজ যে আমরা আমরা অদ্য পর্য্যন্ত গ্রীক ও লাটিন শিক্ষা করি এবং আমি ভরসাকরি যে কোন কালে এ শিক্ষা হইতে ক্ষান্ত হইব না, কেননা ইহাতে আগাদের বুদ্ধির চালনা উত্তমরূপে হয় ও আমরা প্রাচীন পণ্ডিতদের অনুপম রচনার শোভা ভোগ করিতে পাই।

কিন্তু লাটিন ভাষাতে আমরা আর রচনা করিনা যদি কখন করি সে কেবল ব্যুৎপত্তি পরীক্ষার্থ; এবং সকলবিষয়েব অনু-বাদ হওয়াতে প্রাচীন কালের সমস্ত বিদ্যা এক্ষণে নূতন চলিত ভাষাদ্বারা প্রাপ্য হইয়াছে; পরন্তু ইংরাজি ভাষার সম্বন্ধে তোমাদের অবস্থিতি ঈদৃক্ নহে, এ ভাষা এখন চলিত, আর ইহা কখন লোপ পাইবে এমত সম্ভাবনা নাই।

সুতরাং এতাদৃশ কাল আসিবার সম্ভাবনা নাই যখন ইংরা-জিতে বক্তৃতা করত এ ভাষা শৈশব অবস্থাবধি জানিয়াছে এমত কোন জাতিকে তোমরা শ্রোতা করিতে পাইবা না।

এবং সমস্ত ইউরোপের পণ্ডিতেরা যে২ নূতন বিষয় দিনে২ প্রকাশ করিতেছেন তাহা ইংরাজ রচকদ্বারা বর্ণিত হইতেছে অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা পরহিতেচ্ছাতে স্বদেশীয় লোকের বিদ্যা বৃদ্ধি করিতে বাঞ্ছা করে, তাহাদের সম্মুখে এক অনন্ত পথ আছে যাহাতে পদে২ শুদ্ধ এবং মহৎ পুরস্কার পাইবা।

আর কোন নূতন ভাব সৃজনার্থ বুদ্ধির প্রয়োজন না থাকাতে সামান্য ব্যুৎপত্তিদ্বারাও তোমরা পরিশ্রমি হইলে এস্থলে স্বদেশিদের অগণনীয় উপকার করিতে পারিবা, গ্রীক ও রোমান দেশে যে২ বিদ্যার সৃষ্টি এবং অনুশীলন হইয়াছিল,

এবং ঐ দুই রাজ্য লোপানন্তর যাহার সৃষ্টি ও চর্চ্চা হইয়াছে, আর ইহার পরও হিমসাগর অবধি মেদিতরেনিন সমুদ্র পর্য্যন্ত ইউরোপস্থ নানা তেজস্বি জাতিসমূহ বিদ্যা শিল্প ও সভ্যতায় পরস্পরের মধ্যে এক জন অন্যের উপর প্রাধান্য ও উৎকর্ষ পাইবার চেষ্টাতে যাহার নূতন সৃষ্টি অথবা অনুশীলন করিবে সে সকল তোমরা তোমাদের দেশীয় লোকের নিকট প্রচার করিতে পারিবা।

ভারত বর্ষের মধ্যে ইংরাজি ভাষাতে পরিপক্ব লোকেরা যাহাদের কেবল মূল ও প্রথমাবস্থা এক্ষণে দেখা যাইতেছে ইহারা এতদপেক্ষা আরো কোন গুরুতর কর্ম্ম করিতে পারিবে কি না এ বিষয়ের আলোচনা আমার অত্যন্ত আমোদ জনক, কিন্তু আমি স্বীকার করি যে ইহার কোন স্পষ্টরূপ নির্ণয় করা কঠিন।

বোধ হয় জ্ঞান চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি যে পরে এ দেশে বিদ্যানুশীলন ও সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ ইংরাজিতেই হইবে, মাতৃ ভাষা ভিন্ন২ হইলেও বিদ্বান লোকেরা সকলে পরস্পর ইংরাজিতে আলাপ করিবে, এবং সেক্সপিব মিল্টন বেকনাদি গ্রন্থকর্ত্তা হইতে সকলেই এমত২ প্রগাঢ় ও চমৎকার সূত্র শিখিবে যাহার উল্লেখ মাত্রে অনেক কথার বিস্তার আবশ্যক হয় না এবং ইতর লোকের পক্ষে সামান্য চলিত দৃষ্টান্ত কথার ন্যায় যে সূত্র বিদ্বানের পক্ষে বোধনীয়, অধিকন্তু তাহারা উক্ত গ্রন্থ সমূহে এমত২ তেজস্কর বচন পাঠ করিবেক যাহা একবার হৃদয়ঙ্গম হইলে কখন বিস্মৃত হয় না এবং যদ্দ্বারা মন উত্তম জ্ঞানেতে ও হৃদয় উত্তম ভাবেতে এক কালে পূর্ণ হয়।

এই সকল ঘটনার বর্ত্তমান কারণ সত্ত্বে এক্ষণে তাহা

আমার প্রায় প্রত্যক্ষ হইতেছে কিন্তু এ দেশীয় লোকেরা ইংরাজি অথবা নিজভাষাতে কোন নূতন সৃষ্টি করিতে পারিবে কি না, ইহারা বিদ্যা কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানে অথবা বিচার শাস্ত্র ও সভ্যতাতে কোন নূতন ও সর্ব্বদেশের মনোযোগার্হ বিষয় উৎপন্ন করিতে পারিবে কি না তাহা আমি এক্ষণে মীমাংসা করিতে সমর্থ নহি।

কিন্তু যদিও আমি ইহার মীমাংসা করিতে অক্ষম তথাপি এ বিষয়ের চিন্তনে ক্ষান্ত হইতে পারি না ফলতঃ এই ২ প্রশ্ন ধ্যান করিতে ছিলাম এমত সময়ে ডাক্তর আর্ণল্ড সাহেবের ইতিহাস বিষয়ক উৎকৃষ্ট উপদেশের মধ্যে এই বক্ষ্যমাণ বচন আমার নয়ন গোচর হইল; যথা

"এক্ষণে আধুনিক ইতিহাসের বিষয়ে আর এক কথা বক্তব্য আছে তাহা একেবারে অতিদৃঢরূপে বিশ্বাস্য বলিয়া প্রচার করা যায় না বটে তথাপি তাহার সত্যতা মনেতে সপ্রমাণ না হইলেও অনুভব সিদ্ধ হইতে পারে, সে কথা এই যে আধুনিক ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস হইতে কেবল একপদ মাত্র অগ্রগত তাহা নহে কিন্তু ইহাই সর্ব্বশেষ পদ; আধুনিক ইতিহাসে কালের পুর্ণতার লক্ষণ এমত দেখাযায় যে বোধ হয় ইহার পর ভবিষ্যৎ কোন ইতিহাস আর হইবে না। গত অষ্টাদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত গ্রীশ আপন বিদ্যাতে মানব চিত্তের এক প্রকার আহার দিয়া আসিতেছেন। রোম গ্রীশ দ্বারা প্রথমতঃ শিক্ষিত হইয়া পরে গুরূপদেশের আরো বৃদ্ধি ও শোধন করিয়া ব্যবস্থা রাজনীতি এবং সভ্যতার বীজ হইয়াছেন, এবং গ্রীশ ও রোম উভয়ের যাহা সাধ্য ছিলনা অর্থাৎ সদসৎ ও পারমার্থিক তত্ত্ব-

জ্ঞানের পূর্ণতা তাহা খ্রীষ্ট ধর্ম্মদ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। আর ইহার মধ্যে কোন২ বিষয় যে রূপান্তর হইয়াছে তাহার কারণ এই যে এ সকল বিদ্যাদির পদার্থ নূতন জাতীয় লোকদ্বারা গৃহিত হইয়াছিল, সে লোকেরা স্বভাবতঃ এমত প্রতাপবান্ যে বাস্তবিক পুরাতন বস্তু তাহাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া নূতন বস্তুর ন্যায় প্রতীত হইল; কিন্তু এ প্রকার ক্ষমতাপন্ন জাতি সৃষ্টি কালাবধি অল্প হইয়া আসিতেছে, সাধারণ মনুষ্য সমূহের এতাদৃক্ শক্তি নাই; তাহারা বিদেশীয় পদার্থের চিহ্নে হয়তো এমত সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হয় যে তাহাদের স্বজাতীয় বিশেষ লক্ষণ লোপ পায় এবং তাহাদের সমস্ত লক্ষণ বাহির হইতেই আইসে—কিম্বা উচ্চতর পদার্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া কোন বলবত্তর জাতির সহিত সংলগ্ন হইলে ক্রমে২ হ্রাস পাইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ লয় হয়; অতএব সম্প্রতি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যত্নপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে এমত কোন নূতন জাতির উদ্দেশ পাওয়া যায় না যাহারা আমাদের বর্ত্তমান ইতিহাসরূপ বীজ সম অথচ তেজস্কর ভূমিতে গ্রহণ করিয়া কোন ভবিষ্যৎ-কালের নিমিত্তে স্বরূপ অথচ নূতন ভাবে পুনরুৎপন্ন করিতে পারিবে, কেননা অখিল ধরাতল আমাদের গম্য হইয়াছে কিন্তু কোন২ জাতি জরাগ্রস্ত কেহ২ অক্ষম এতদ্ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না"।

আমার ভ্রম হইতে পারে কিন্তু মনে এমত প্রত্যয় জন্মিতেছে যে ইংরাজাধীন ভারতবর্ষীয় জাতিরা জরাগ্রস্তও নহে এবং অক্ষমও নহে।

ক্ষেত্র তত্ত্বাদিতে হিন্দুরা* যে বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে তাহাদের এপ্রকার জ্ঞানানুশীলনের ক্ষমতা যথেষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। মহাকাব্য নাটকাদিতে যে নূতন ভাব শক্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তাহা উৎকট বর্ণনাদিতে বিরাগ জন্মিলে এবং উত্তম রসদ্বারা শোধিত ও শাসিত হইলে মহৎ২ শিল্প অলঙ্কারাদির রচনা উৎপন্ন করিতে পারিবে, আর হিন্দু কাব্যাদিতে যে অনর্থক ও অসঙ্গত বর্ণনা আছে তাহার অনাদর গ্রীক জাতি ভিন্ন অথবা গ্রীক জাতিদের শিষ্য ভিন্ন অন্যত্র কোথাও দেখাযায় না—আমি শুনিয়াছি যে মনের ভাব প্রকাশার্থে সংস্কৃত ভাষা গ্রীক ভাষা হইতে কদাপি ন্যূন নহে অতএব যাহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করণার্থে এমত ভাষার প্রয়োজন ও উৎপত্তি হইয়াছিল তাহারা মনুষ্য জাতির বিবিধ বর্ণ মধ্যে কোন প্রকারে স্বভাবতঃ লঘু নহে।

এই জগতের স্বভাব নিয়ত ও সূক্ষ্ম পরীক্ষা না করিয়া এবং প্রাচীন কথাতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া হিন্দুরা কেবল চিন্তা শক্তিতে কি২ করিতে সক্ষম ছিল তাহা সংস্কৃত বিদ্যা ও দর্শনাদি শাস্ত্রে সপ্রমাণ হইতেছে; এবং এই বিদ্যা ও দর্শনাদির বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি এবং যে অল্পাংশ ইংরাজি ব্যাখ্যা দ্বারা পাঠ করিয়াছি তাহাতে আমার অনুমান হয় যে স্বভাব নিরীক্ষণে উৎপাদ্য জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইলে, ও ইংরাজি বড়২ গ্রন্থ কর্ত্তাদের বিচার দেখিয়া আপনারা মানসিক স্বাধীনতার্তে

---

* মোসলমানদের বিদ্যার বিষয়ে আমি এ স্থলে কিছু কহিতেছি না কেননা তাহা ভারত বর্ষীয় লোকের সৃষ্টি নহে।

তর্ক করিলে, হিন্দুদের বুদ্ধিতে অতি মহৎ ২ ক্রিয়া রচিত হইতে পারিবে।

কেহ ২ হিন্দুদিগের নিন্দার্থে কহিতে পারেন বটে যে সংস্কৃত কবিগণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের অভিমানে অসংখ্য প্রকার যমক লিখিয়া ও বৃথা এবং বিরস কঠিন প্রস্তাব কেবল স্বয়ং সাধিবার নিমিত্তে উল্লেখ করিয়া আপনাদের বুদ্ধি ও পরিশ্রম মিথ্যা ব্যয় করিয়াছে—এবং গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতেরা এ প্রকার নিষ্ফল রচনা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন বটে—কিন্তু এই দোষ হেতুক কেহ নিশ্চয় স্থির করিতে পারে না যে সংস্কৃত রচকেরা অথবা তাহাদের সন্তানেরা বিদ্যার অতি উচ্চতম ক্রিয়াতে অক্ষম, কেননা যাদৃশ সংস্কৃত পণ্ডিতেরা আপনাদের ভাষায় ঐরূপ বাল্যক্রীড়া করিয়াছিল তাদৃশ অন্ধনামে বিখ্যাত কালে ইউরোপীয় লোকেরাও লাটিন ভাষাতে ঠিক ঐপ্রকার অধম কৌতুকে মত্তছিল তথাপি পরে যাহারা ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণি ইতালি স্পেন এবং পর্ত্তুগালীয় বিদ্যার সৃষ্টি করে তাহারা সেই আদ্য ইউরোপীয় রচকগণের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

সৎস্বভাব ও সুশীলতার বিষয়েও হিন্দুরা ক্ষুদ্ররূপে গণনীয় নহে—ফকির ও গোস্বামিরা যে ধৈর্য্যাবলম্বন ও অবিশ্রান্ততা এবং ইন্দ্রিয় দমন নিষ্ফল ও অপকৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছে তাহা উত্তম নিয়মে শাসিত হইলে আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন করিবে এমত আশা অবশ্য করা যাইতে পারে।

হিন্দুরা যে চলিত ব্যবহারের অনুরাগহেতুক বিশেষরূপে চিহ্নিত সে অনুরাগ ব্যবহার শোধনের প্রয়োজন হওয়াতে

এক্ষণে ঐ শোধনের বাধক ও অপকারক হইলেও যখন উৎকৃষ্ট নিয়ম ও ব্যবহার একবার স্থাপিত হইবে তখন তাহাতেই সে নিয়ম চিরস্থায়ি হইবে এমত নির্ণয় করা যাইতে পারে।

অতএব আমার অনুমান হয় যে এই মহৎ দেশস্থ বসতিদের এমত স্বাভাবিক তেজ আছে অথচ ইউরোপীয় জাতি হইতে এমত বৈলক্ষণ্যও আছে যে ইহারা এক্ষণে মহাব্রিটেন রাজ্যের অধীন হইয়া তদ্দ্বারা যে বিদ্যার মূল শিখিতেছে এ সমস্ত ইহাদের বোধগম্য হইলে অনেক প্রকারে রূপান্তর হইবে এবং তখন "বাস্তবিক পুরাতন বস্তু ইহাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া নূতন বস্তুর ন্যায় প্রতীত হইবে"।

কিন্তু এ সকল ভবিষ্যদ্বিষয়ের দূর দৃষ্টি সুতরাং অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট। এক্ষণে নিকটস্থ ও স্পষ্ট বিষয়ের কথা কহি।

রাজকীয় কর্ম্ম এবং জ্ঞান ও বিদ্যার অনুশীলন ব্যতীত তোমাদের পক্ষে এই ২ বিদ্যাধীন ব্যবসায় প্রস্তুত আছে যথা ব্যবস্থা, বৈদ্যশাস্ত্র, এবং অধ্যাপকের অতি সম্ভ্রান্ত পদ, আর সম্প্রতি যাহা ব্যবসায় স্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ শিবিল এঞ্জিনিরি।

আমি জানি অনেকে মনে করেন যে কোন ব্যবসায়ি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বালকগণকে বিশেষ আবশ্যক শিক্ষা না দেওয়াতে আমাদের অত্যন্ত ত্রুটি হইতেছে।

ব্যবসায়ি শিক্ষার মহত্ত্ব আমি আমান্য করি না, কিন্তু যাঁহারা বলেন যে আমাদের বিদ্যা মন্দিরের সাধারণ উপদেশ খণ্ডন করিয়া-ব্যবসায়ি শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য তাঁহাদের কথাতে আমি সম্পূর্ণ অসম্মত।

তাঁহারা বলেন যে বেকন আদমস্মিথ সেক্সপির মিল্টন এ সকল পাঠ করিলে কেহ ব্যবস্থা শাস্ত্রজ্ঞ অথবা চিকিৎসক কিম্বা এঞ্জিনির বা বাণিজ্যকারী হইবে না।

সত্য বটে,—কিন্তু যাহা সকল ব্যবসায়ি লোকের হওয়া নিতান্ত আবশ্যক তাহা উক্ত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে হইবেক। উক্ত গ্রন্থেতে ছাত্রকে জ্ঞানি ও সুশীল করিবে।

উক্ত গ্রন্থে মনের শীর্ণতা দূর করিবে যে শীর্ণতা কেবল ব্যবসায়ি শিক্ষাতে একাগ্রচিত্ত হইলে অতি সম্ভাব্য;—এবং জীবনের সমস্ত পদে সারল্যের পথ হইতে বিমুখ করণার্থে যে২ লোভ আছে সে সকলের দমন নিমিত্তেও উক্তগ্রন্থ ছাত্রকে সজ্জিত করিতে পারে।

অতএব লার্ড উলিএম বেন্টিক এবং লার্ড অকলেণ্ডের নিকটে আমরা যেজন্য ঋণী আছি, অর্থাৎ মেডিকেল কালেজের কুশল ও উন্নতি, তজ্জন্য যাবৎ আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হইতেছে, এবং স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ সাহেবের শাসন যাহার স্থাপনে প্রজ্বলিত হইবে, অর্থাৎ ব্যবস্থা শাস্ত্র এবং সিবিল ইঞ্জিনিরি বিদ্যার উপায়, তদ্বিষয়েও যাবৎ আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া আশা করিতেছি—তাবৎ আমার আরো বক্তব্য যে এই২ ব্যবসায়ি শিক্ষার অনুরোধে যদি আমাদের জ্যোতিষ এবং বস্তু বিদ্যা ও নীতিতত্ত্ব এবং কাব্য ও পুরাবৃত্তের অভ্যাস ত্যাগ হয় তবে তাহাতে আমার ঘোরতর খেদ হইবে।

এইক্ষণেই আমি মনঃক্ষুণ্ণ আছি কেননা আমাদের বৈদ্য শাস্ত্রের ছাত্রেরা ঔষধ ও শরীর বিদ্যাতে সমস্ত কাল যাপন করিতে মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করণের পূর্ব্বে সাধারণ

বিদ্যাতে আরো অধিক ব্যুৎপন্ন হয় না—এ কালেজের বর্ত্তমান অবস্থাতে এমত ছাত্রের গ্রহণ আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু যদবধি আমরা ইউরোপের ন্যায় সাধারণ বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন চিকিৎসক প্রস্তুত করিতে না পারিব তদবধি আমার পূর্ণ তৃপ্তি হইবে না।

আমার আপনার ব্যবসায় বিষয়ে আমার এ প্রকার মনের ভাব আরো দৃঢ়তর। ভারতবর্ষে হিন্দু মহাশয়েরা সভ্যতা পোষক বিদ্যাতে উন্নত ও উৎকৃষ্ট হইয়া এবং কর্ম্মিষ্ঠ ও বর্দ্ধমান লোক সমাজের নানা ব্যাপারে ব্যবস্থা ও ন্যায় বিচারের মহাহিতকারি নিয়ম প্রয়োগ করিতে শিক্ষিত হইয়া বিচারাগারে যে বিবিধ প্রকারে বাদি প্রতিবাদির কৌন্সলত্ব কর্ম্ম করিবেন তদ্দর্শনে আমার পরম আহ্লাদ হইবে—কিন্তু এ শুভদৃষ্টিতে যাদৃশ আমার পরম আহ্লাদ জন্মিবে তাদৃশ নিয়ম ও ধারা ব্যবস্থা ও আজ্ঞাতেই কেবল ব্যুৎপন্ন কিন্তু বিদ্যা পাণ্ডিত্যে শূন্য এমত অধম উকিলে আমাদের সমস্ত আদালত পূর্ণ দেখিলে আমার ঘোরতর খেদ হইবে—কেননা এ প্রকার উকিল কুতর্কে চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম প্রভেদ সর্ব্বদা অনুসন্ধান করত তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইয়া আপনাদের অর্থলোভে লোকের মধ্যে আদালতি বিবাদ উঠায়, অথবা যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কখন বিবেচনা করে তবে কেবল আপনাদের নিয়োজক মওক্কেলের লাভই গণনা করে—কিন্তু সত্য ও ন্যায় স্থাপনার্থে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সমুদয় বিস্মৃত হয়।

অতএব এক্ষণে তোমাদের নিমিত্তে প্রস্তুত লার্ড বেকন বিরচিত নবম অর্গেনম গ্রন্থের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। হইতে পারে কেহ ২ জিজ্ঞাসা করিবেন এ পুস্তকে কি প্রয়োজন?

এবং ইহা পাঠ করিলে কি উপকার হইবে? বটে, এ কথা কহিতে পারেন—আমিও তোমাদিগকে এমত আশা দিই না যে এ গ্রন্থ হইতে প্রাপ্য জ্ঞানদ্বারা তোমরা কোন উপজীবিকার সংস্থান করিতে পারিবা। এ বিদ্যা অর্থকরী নহে বটে—ইহাতে তোমরা টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবা না, কিন্তু আমি ভরসা করি যাহারা মনে করে যে কেবল ধনলাভের জন্য ভারত বর্ষের লোকেরা ইংরাজি বিদ্যার অনুশীলন বাসনা করে তাহা-দের এ বিষয়ে মতিভ্রম আছে।

আমি এমতও কহিতে পারি না যে আধুনিক ইউরোপের বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে উপনীত হইবার নিমিত্তে বেকনের নবম অর্গেনম গ্রন্থ আবশ্যক প্রবেশন পত্র। আমি ইহাও স্বীকার করি যে এক্ষণে মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্তে প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক নির্ণ-য়ের ধারা অতি সম্পূর্ণ প্রকরণেও নিতান্ত আবশ্যক নহে ইহা তোমাদিগকে অবগত করা কর্ত্তব্য।* এইহেতু এ বিষয় স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে জান ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেবের ন্যায় দর্শন নামক এক অতি প্রগাঢ় এবং বিস্তারিত গ্রন্থ হইতে কএক বচন উদ্ধৃত করিব। যথা

"প্রত্যক্ষ পদার্থের সামান্য ও স্থূল নিরূপণ হইতে অনু-মিতিদ্বারা বিশেষ নিরূপণের অবগতি ও নিষ্পত্তির কথা আমি বিস্তার করিয়া উদাহৃত করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে আমি অনুমিতির ধারা স্পষ্টরূপে তাহার উপযুক্ত গৌরবে বর্ণনা করিতে বাঞ্ছা করি, কেননা আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই সময়াবধি ঐ ধারা বিদ্যার অনুসন্ধানে অবশ্যই প্রবল হইবে।

"দর্শনশাস্ত্রে বেকনীয় নামে খ্যাত যে নূতন রীতি তাহার বিপর্য্যয় ধীরে২ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ঐ মহাপণ্ডিত বিদ্যার ধারাকে অনুমিতি হইতে পরীক্ষা পূর্ব্বক নির্ণয়ে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ধারা এরূপ নির্ণয় ত্যাগ করিয়া পুনশ্চ ঐ অনুমিতিতে দ্রুত ফিরিতেছে, কিন্তু বেকন যে অনুমিতির লোপ করিয়াছিলেন তাহা ঝটিতি স্বীকৃত এবং স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গৃহীত অর্থাৎ অসিদ্ধ ও দুষ্য হেতু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহার পদার্থ পরীক্ষাপূর্ব্বক বিহিত নিয়মে নিশ্চয় হয় নাই এবং তাহার নিষ্পত্তিও অনুমিতির যথার্থ ধারার যে আবশ্যক লক্ষণ অর্থাৎ বিশেষ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তথ্য স্থির তাহাতে সপ্রমাণ হয় নাই।

"অনুমিতির প্রাচীন ধারা এবং আমি যে ধারার লক্ষণ করিয়াছি এ উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে—অর্থাৎ অরিস্ততিলের পদার্থ বর্ণন ও নিউটনের খগোল কল্পনার মধ্যে যত প্রভেদ আছে তৎসমস্ত ঐ ধারা দ্বয়ের মধ্যেও জানিবা।

"পদার্থ বিদ্যাতে বিশেষতঃ মানসিক ও নীতি বিদ্যাতে পরে যে২ বৃদ্ধি হইবে তাহা প্রায় সর্ব্বতোভাবে অনুমিতি সিদ্ধ কল্পনাধীন হইবে, ইহা পূর্ব্বোক্ত বিবেচনাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

"যথার্থ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে যাহা২ (প্রত্যক্ষ দর্শনের অনুক্রম অদ্য পর্য্যন্ত কোন নিরূপিত ও পরিচিত নিয়মানুযায়ি না হওয়াতে) এখনও অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত অবস্থাতে আছে, তাহা প্রায় সকলি অত্যন্ত জড়িত প্রকার, তাহার মধ্যে বহুবিধ কারণ একত্র আছে এবং তৎকার্য্যও সদা পরস্পর মিলিত ও মিশ্রিত হইতেছে—এই কার্য্য কারণের তন্তুজাল মুক্ত করিয়া

প্রভেদ করা অত্যন্ত কঠিন, এবং তাহা কেবল অনুমিতির লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সাধ্য হইতে পারে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের নিমিত্তে অনুমিতিই বিদ্যার মহৎ ব্যাপার হইবে। বিদ্যার ব্যাপারের মধ্যে ইহার পর যে অংশ বিশেষ প্রত্যক্ষার্থে অবশিষ্ট থাকিবে তাহার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে যেন তদ্দ্বারা অনুমিতি সাধকের অনুবর্ত্তনের নিমিত্তে যথার্থ পরামর্শ ইঙ্গিত হয় এবং যেন তাহাতে তাহার উপপত্তি ন্যায় সিদ্ধ হইলে দার্ঢ্য হয় ও ন্যায় বিরুদ্ধ হইলে ব্যাঘাত পায়”।

তোমরা যে এ বিষয় অবগত হও ইহা যথার্থ বটে এবং লার্ড বেকনের গ্রন্থে যাহা নাই তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান হইতে তোমাদিগকে পূর্ব্বে নিবৃত্ত করাও উচিত।

কিন্তু তথাপি আমি কার সাহেবকে এই পুস্তক প্রস্তুত করণের ভার লইতে উৎসাহ দিয়াছি, এবং ইহাতে তিনি বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া আমার বিবেচনাতে সফল হইয়াছেন আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ সাহস ও অত্যন্ত ব্যগ্রতাপূর্ব্বক তোমাদিগকে এগ্রন্থ সমুদয় অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিতেছি।

দর্শনশাস্ত্রে বেকনের মহৎ গুণ এই যে তিনি প্রগাঢ় বিচার এবং মহৎ গুরুতর বাক্‌পটুতা দ্বারা সকলের মনে এমত প্রবোধ দিলেন ও বিশ্বাস জন্মাইলেন যে বিদ্যাতে বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্তে স্বভাব জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই, এবং এই স্বভাব জিজ্ঞাসা সার্থকরূপে করিতে হইলে বিদ্যার ধারাতে করা আবশ্যক।

বেকন যে বিদ্যার ধারা অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহা দোষ রহিত নহে এবং তিনিও এ ধারাতে বহু কৃতার্থ ও সফল

হন নাই বটে ; তথাপি মনও দ্রব্য উভয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানধারিণী যে স্বাভাবিক দর্শনশাস্ত্র তদ্বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক অনু-শীলনের মধ্যে যে মহা বৈলক্ষণ্য আছে সে সমস্ত বেকন কর্ত্তৃক শাসিত বুদ্ধি চেষ্টার নূতন গতিতে উৎপন্ন হইয়াছে এ কথা কহিলে অতিশয় দোষ হইবে না। বুদ্ধি চেষ্টার এই নূতন গতি কেবল বেকন কর্ত্তৃক হয় নাই বটে, কিন্তু অন্যান্য লোকাপেক্ষা বেকন দ্বারা, এবং অন্যান্য পুস্তকাপেক্ষা এই পুস্তক দ্বারা অধিকরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এই পুস্তকরূপ ভেরির শব্দে ইউরোপ সুসুপ্তি অবস্থায় নিশ্চল না থাকিলেও বৃথা ও কল্পিত স্বপ্ন হইতে জাগৃত হইল, যে প্রকার স্বপ্নাবস্থাতে এস্যা এখনও আছে এবং যাহা হইতে তাঁহার জাগরণ অদ্যাপি হয় নাই।

আমি শুনিয়াছি কেহ২ কহেন যে যদি নবম অর্গেনম বিদ্যা লয়ে পাঠ করিবার উপযুক্ত হইত তবে ইংলণ্ডে তাহার প্রথা অবশ্য থাকিত। বোধ হয় এ প্রথার অভাবের কারণ এই যে ইহার লাটিন ভাষা রোমদেশীয় অগস্তুস রাজার কালীন প্রাচীন রীতি সদৃশাপেক্ষা বরং গ্রন্থ কর্ত্তার প্রগাঢ় এবং মহা ভাবুক বুদ্ধি সঙ্গত লক্ষণে অধিক অঙ্কিত হইয়াছে।

কিন্তু এ পুস্তক ব্যবহারের অভাব যে কারণবশতঃ হউক, নব্য লোকের শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে ইহার অধ্যাপনের পক্ষে অতি গুরুতর লোকের সম্মতি আছে।

প্রফেসর ডুগল্ড ষ্টুয়ার্ট মেষ্টর হালাম ডাক্তর আর্ণল্ড সাহেবেরা ইহার স্বাপক্ষ্যে উক্তি করিয়াছেন এবং এমত তিন ব্যক্তির সম্মতি বিপরীত প্রথা হইতে গুরুতর মান্য।

কিন্তু যদিও এই ২ মহৎ লোকের সম্মতি আমার পক্ষে সহায় না থাকিত তথাপি আমাদের বিদ্যালয়ে এ গ্রন্থ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওনে আমি সঙ্কোচ করিতাম না, কেননা আমি নিশ্চয় জানি যে যে ব্যক্তি নবম অর্গেনমের সূত্র প্রগাঢ় রূপে ধ্যান করিয়া বুঝিয়াছে এবং তদাত্মক মতি প্রাপ্ত হইয়াছে সে ব্যক্তির মন সত্যের অন্বেষণে পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে; তাহার প্রতি কোন বুদ্ধির চেষ্টা বহুকাল পর্য্যন্ত কষ্ট দায়িকা হইলেও অবিদ্যা ও ভ্রান্তির স্বীকারের ন্যায় বিরস বোধ হয় না।

সি এচ কেমরন।

কলিকাতা জুন ১৮৪৫।

ভূমিকারূপে পুরাবৃত্ত অধ্যয়নের পোষক উক্তি।

১ এই পৃথিবী কত কোটি২ জীব জন্তুতে পূর্ণ আছে। ভূচর জলচর খেচর এমত অসংখ্য প্রাণী ধরা মণ্ডল অবলম্বন করিয়া স্বভাবতঃ আপনাদের সুখানুভবের চেষ্টাতে অহর্নিশি প্রবৃত্ত আছে। এ সমস্ত জন্তুর শরীর নির্ম্মাণে সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম জ্ঞান ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। প্রকাণ্ড মকর ও বৃহৎ হস্তী অবধি এবং পরমাণু তুল্য প্রায় অদৃশ্য কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক জন্তু নিরীক্ষণ করিলে চমৎকারের বিষয় বোধ হয়। কিন্তু অন্যান্য জন্তুর গঠন আশ্চর্য্য হইলেও প্রত্যক্ষ সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও প্রধান। কায়িক পরাক্রম

এই শ্রেষ্ঠতার বিশেষ কারণ নহে বটে, তথাপি শরীরের ঋজুতা ও মহত্ত্ব হেতুক মনুষ্য কায়িক বিষয়েও নীচ ও অধোমুখ পশু হইতে উৎকৃষ্ট। কিন্তু বুদ্ধিবল ইঁহার প্রাধান্যের বিশেষ ও মুখ্য কারণ; এই বলদ্বারা তিনি চতুর্দ্দিকস্থ সকলকে আপন বশীভূত করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন; অতএব আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সিসিরো নামক রোমাণ বিচক্ষণের পশ্চাল্লিখিত বচন সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ, যথা প্রথিবীস্থ সকল জন্তু মনুষ্যের ব্যবহারের জন্যে সৃষ্ট হইয়াছে।

২ প্রত্যক্ষ সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যের এই প্রাধান্যের মুখ্য কারণ বুদ্ধি বল ও বিবেক শক্তি বিশিষ্ট আত্মা। কেবল শারীরিক বলের উপর নির্ভর রাখিলে মনুষ্য অনেক জন্তুকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না; সিংহের এমত পরাক্রম আছে যে সমস্ত মানব কুলকে সহজে সংহার করিতে পারে; হস্তির এমত শক্তি আছে যে ভূরি ২ লোক সমূহকে পদতলে দলিত করিতে পারে; তথাপি এ উভয় পশুর মধ্যে কেহ মানুষিক শক্তিকে খর্ব্ব করিতে পারে না। তাহাদের কায়িক শক্তি ও প্রতাপের ক্রটি নাই, কিন্তু বুদ্ধির অভাবই দুর্ব্বলতার হেতু জানিবা। আমাদের প্রাধান্যের মূল বুদ্ধি। বুদ্ধি ও কৌশল কায়িক প্রতাপকে শাসন ও দমন করিতে পারে।

৩ অতএব জগতের মধ্যে মনুষ্যের প্রাধান্যের কারণ বুদ্ধি ও বিবেক শক্তি বিশিষ্ট আত্মা। মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয় দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান করিতে পারেন। মনুষ্য আপাততঃ যাহা বোধগম্য নহে তাহাকে নানা প্রকার গণনা দ্বারা বোধগম্য করিতে পারেন। মনুষ্য ধরাতলে বদ্ধ হইলেও

শনি শুক্রাদি মহাগ্রহ ও অন্যান্য অপর গ্রহের গতি ও পরিমাণ বুদ্ধিদ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন, এবং তাহাদের সকলের মধ্যস্থ যে প্রচণ্ড সূর্য্য তাহারও পরিমাণ গণনা করিতে পারেন। মনুষ্য এক কালে পৃথিবীর কেবল অত্যল্প ভাগ দৃষ্টি করিতে পাইলেও বিবেচনা শক্তিতে সমস্ত ভূগোল নির্ণয় করিতে পারেন। মনুষ্য বাক্য দ্বারা আপন মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, এবং লিপির দ্বারা দূরস্থ অপ্রত্যক্ষ বন্ধুব সহিত আলাপ করিতে পারেন। মনুষ্য বিদ্যার কৌশলে ভূত পদার্থকেও তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম নির্ব্বাহে সহকারি করিতে পারেন, এবং জলের পরিণাম যে বাষ্প তদ্দ্বাবা স্থল পথে অশ্ব বিনা শকট এবং সমুদ্রে দাঁড় কিম্বা পালি বিনা নৌকা প্রায় বায়ুর ন্যায় বেগে চালাইতে পারেন। মনুষ্য বিস্তারিত পক্ষ বিশিষ্ট না হইলেও সূক্ষ্ম বায়ুতে স্ফীত বেলূন দ্বারা পবনকে অবলম্বন করত ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পাবেন। মনুষ্য ইলেক্ট্রিক নামক বিশেষ পদার্থ শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিমিষের মধ্যে অসংখ্য দূর পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন। কালিদাস রচিত মেঘ দূতে* দূরীকৃত ও উৎকণ্ঠিত যক্ষের বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তাহা আমরা উৎকট কল্পনা মাত্র জ্ঞান করিয়া থাকি, কিন্তু ঐ যক্ষ মেঘ দ্বারা যে রূপ সংবাদ পাঠাইতে বৃথা বাসনা করিয়াছিল তাহা সম্প্রতি ইলেক্ট্রিক

---

* কালিদাস মেঘ দূতে লিখিয়াছেন যে এক জন যক্ষ আপনার প্রভুর শাপে গৃহ হইতে দূরীকৃত হইয়া মেঘকে প্রার্থনা করিয়াছিল যেন তাহার স্ত্রীর নিকটে তাহাব কুশলের বার্ত্তা লইয়া যায়।

শক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে আরো আশ্চর্য্যরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে।

৪ যে শক্তিতে মনুষ্য এ সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতে সক্ষম তাহাতে মনোযোগ করা আমাদের সকলের আবশ্যক। বিবেক শক্তি স্বভাবতঃ সকলেরি আছে, তবে যে ব্যক্তি আলস্য প্রযুক্ত ইহার চর্চ্চা না করে সে মানব জাতি হইলেও মানব নামের যোগ্য নহে, সে স্বভাবতঃ বিবেক শক্তি বিশিষ্ট হইলেও যাহা পশুদের সহিত সমান ভাবে ধারণ করে, অর্থাৎ রক্ত মাংস বিশিষ্ট শরীর, তাহারি সন্তোষ চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার স্বভাবের অতি উৎকৃষ্ট অঙ্গ, অর্থাৎ মন ও আত্মা, যদ্দ্বারা চতুষ্পদ গণের উপর সে প্রভুত্বকরণে সমর্থ, তদ্বিষয়ে যত্ন করে না; অতএব যে২ মনুষ্য এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টির মধ্যে আপনাদের স্বাভাবিক প্রভাব রক্ষা করিতে চাহে, তাহাদের কর্ত্তব্য যে জ্ঞান ও বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা নিজ অবস্থার শোধন করে। উর্ব্বরা ভূমিকে কর্ষণ বিনা মরু ভূমির তুল্য করিয়া রাখিলে কেমত খেদের বিষয় হয়! বিদ্যাহীন মনুষ্যের মন তদ্রূপ জানিবা। উত্তম রত্নকে যত্ন পূর্ব্বক উজ্জ্বল ও পরিষ্কারভাবে না রাখিয়া ধূলী ও ক্লেদেতে মলিন করিলে কেমন দুঃখের বিষয় হয়! মূর্খতা ও দুর্ব্বৃত্তিতে কলঙ্কিত আত্মাও তাদৃশ বিষাদ জনক। তবে আমাদের উচিত যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঐহিক এবং পারত্রিক বিষয়ের জ্ঞান ধারণ করিতে সমর্থ যে মন ও আত্মা, যদ্দ্বারা আমরা এই ভূমণ্ডলে অন্যান্য জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হই, তাহার অযত্ন না করিয়া বরং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও বিদ্যাতে বিভূষিত করিতে চেষ্টা করি; আর মনুষ্য হইতেও প্রধান এক

জন উপদেশক দ্বারা আমরা অবগত হইতেছি যে "আত্মার জ্ঞানহীন থাকা শ্রেয় নহে"*

৫ কিন্তু বিদ্যা নানাবিধ। এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টির মধ্যে এমত বস্তু নাই যদ্বিষয়ে ধ্যান চিন্তা ও মনোযোগ দ্বারা আমরা মহৎ২ উপকারক ও আমোদ জনক জ্ঞান প্রাপ্ত না হই। যদি আমরা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করি তবে কত২ গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য মেঘ আকাশ আমাদের নয়ন গোচর হয়!—এসমস্ত বস্তুর বিষয়ে মনোরঞ্জক বিদ্যা আছে। গ্রহাদির পরিমাণ গতি সংক্রমণ সমস্ত আমরা গণনা দ্বারা নিরূপণ করিতে পারি; মেঘের উৎপত্তি স্থিতি ও বর্ষণ আমরা নির্ণয় করিতে পারি; বায়ুর বেগ ও বহন এবং অন্যান্য অনেক বিষয় আমরা বিবেচনা দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি। কে এই সকল গণনার মূল সূত্র জানিতে চাহিবেনা? এবং তাহা বোধগম্য হইলে কাহার অন্তঃকরণ হৃষ্ট হইবে না?

যদি স্বর্গের নীচে পৃথিবীতে দৃষ্টি করি তবে সেখানেও কত২ অসংখ্য দ্রব্য দেখিতে পাই! কত২ জরায়ুজ এবং অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্য দেহ আমাদের নয়ন গোচর হয়! এসকলের সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ বিদ্যার দ্বারা নিরূপণ হইযাছে, ও ইহার সম্বন্ধে অনেক চমৎকার বর্ণনা আছে; অতি ক্ষুদ্র কীট এবং অতি সামান্য বৃক্ষেতেও অদ্ভুত নির্ম্মাণ শক্তি দেখা যাইতে পারে; পশু পক্ষ্যাদি ও বৃক্ষাদির বিষয়ে কত ভূরি২ পুস্তক রচনা হইয়াছে; পৃথিবীর পরিমাণ ব্যাস পরিধি ইত্যাদির কেমন সূক্ষ্ম নির্ণয়

---

* হিতোপদেশ ১৯. ২

ও গণনা হইয়াছে, ক্ষেত্রতত্ত্বাদিতে কেমত চমৎকার বিদ্যা আছে, এবং আমাদের আপনাদের শরীর ও আত্মার সম্বন্ধেও কেমত অপূর্ব্ব জ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে।

অপিচ, যদি পৃথিবী খনন করি তবে তাহাতেও ধৈর্য্য পূর্ব্বক বিচার করিবার কেমত বিস্তারিত বিষয় পওয়া যায়! মৃত্তিকার নীচস্থ ধাতু দ্রব্যাদি নানাবস্তু আমাদের বিদ্যার এক স্বতন্ত্র ও আমোদজনক পদার্থ হইয়া বিজ্ঞ লোকের মনোযোগ ধারণ করিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কাব্যসাহিত্যাদি কত প্রকার আমাদের অধ্যয়নের উপযুক্ত বিদ্যার শাখা আছে, তাহাতে রস এবং ভাবের উৎকর্ষ ও উচ্চতা দ্বারা মনের সন্তোষ জন্মে ও মনুষ্য সমাজে সভ্যতার বৃদ্ধি হয়।

৬ কিন্তু এই সমস্ত বিদ্যার মধ্যে ইতিহাস অর্থাৎ পুরাবৃত্ত সর্ব্ব সাধারণের গ্রাহ্য ও উপকারি। কোন২ বিদ্যাতে বহু পরিশ্রম ও মনোযোগের প্রয়োজন থাকাতে অনেকে সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া সকল বিষয়ে পারদর্শি হইতে পারেনা; আর কোন২ বিদ্যাতে অধিক অর্থব্যয়ের আবশ্যক হওয়াতে তাহা ব্যবসায়ি লোক ব্যতীত ধনাভাব প্রযুক্ত অন্যের দুষ্প্রাপ্য। যথা বৈদ্যশাস্ত্র ব্যবসায়ি লোক ভিন্ন কেহ শেষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে অবকাশ ও সুযোগ পায়না; রাজ ব্যবস্থা শাস্ত্র যদ্দ্বারা উকিল কৌনসলেরা বাদি প্রতিবাদির প্রতিনিধি হইয়া বিচারাগারে বক্তৃতা করেন তাহাতেও ঐ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত লোক ভিন্ন অন্য ছাত্র পরিপক্ব হইতে পারেনা। কিন্তু যাহাতে সভ্যতা ও সুশীলতার বৃদ্ধি হয় এমত পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হইতে সাধা-

রণের চেষ্টা কর্ত্তব্য। ইতিহাস অর্থাৎ পূর্ব্ববৃত্তান্ত এইরূপ সভ্যতা পোষক বিদ্যার অঙ্গ হওয়াতে সকলেরি শিক্ষা করা উচিত। পৃথিবীর অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্তি যেমত মনোরম্য, মানব জাতির বৃত্তান্ত জানা ততোধিক বাঞ্ছনীয়। সৃষ্টিকালাবধি মনুষ্য কোন্ দেশে কেমন ব্যবহার করিয়াছে, কোন্ শাসনে কেমন রূপে কাল যাপন করিয়াছে, কি প্রকার নিয়মে সচ্চরিত্র ও কি প্রকার নিয়মে দুশ্চরিত্র হইয়াছে, কেমন অবস্থাতে সুখ ভোগ করিয়াছে ও কেমন অবস্থাতে দুঃখ ভোগ পাইয়াছে এই ২ বিষয় জানিলে সকলেরি অগণনীয় উপকার হইতে পারে। কিন্তু এ জ্ঞান কেবল পুরাবৃত্ত দ্বারা পাওয়া যায়, অতএব মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্র উত্তম রূপে বুঝিবার জন্য পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করা আবশ্যক। যেমত দেশ বিদেশ পর্য্যটনকারিদের ও সমুদ্রে নৌকারূঢ় লোকদের বর্ণনা অগ্রাহ্য করিলে আমরা ভূগোল বৃত্তান্তের অত্যল্প কথা জানিতে পারিতাম—কেননা কে কেবল নিজ চক্ষুতে পৃথিবীর সমস্ত দীর্ঘ প্রস্থ সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিতে পারে?—তদ্রূপ মনুষ্য জাতির চরিত্রাদি উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্তে পূর্ব্ববৃত্তান্ত অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

৭ পুরাবৃত্ত বিদ্যার বিষয়ে আমাদের স্বদেশীয় নৃপতিবর্গের যে অনুরাগ বর্ণিত আছে তাহা মনে রাখা আবশ্যক, তাঁহারা নিজ সভাস্থ পণ্ডিতগণের নিকটে কোন নূতন দেশ কিম্বা নূতন রাজার নামোল্লেখ শুনিলেই বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে সর্ব্বদা বাসনা করিতেন। এইরূপে পরীক্ষিৎ জনমেজয় প্রভৃতি ভূপতিরা শুক বৈশম্পায়নাদি ঋষিদের নিকট

অতীত বিষয়ের কত শত২ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—যদিও পুরাণোক্ত কথা কাব্য রসে পূর্ণ হইয়া পুরাবৃত্ত বিষয়ে উৎকৃষ্ট রূপে আমাদের প্রত্যয়ের যোগ্য নহে, এবং যদিও বোধ হয় পুরাণ রচকেরা স্বয়ং আপনাদের সমস্ত বর্ণনাকে সত্য বলিয়া প্রচলিত করিতে বাঞ্ছা করেন নাই, তথাপি তাঁহারা এপ্রকার রচনাতে রাজাদের অনুরাগ দেখাইয়া পুরাবৃত্তের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন।

৮ অতএব পুরাবৃত্ত বিদ্যাতে সকলের যত্ন ও পরিশ্রম করা আবশ্যক;—ইহাতে আপনাদের জাতির রীতি ও চরিত্র মনোগোচর হওয়াতে আমরা পরম আহ্লাদ পাইতে পারি;—ইহাতে পূর্ব্বকালে বাস্তবিক কি২ হইয়াছিল তাহা অবগত হইয়া আমরা অনেক বিষয়ের যথার্থ অনুভব প্রাপ্ত হইতে পারি এবং আমাদের বহুদর্শিতার বৃদ্ধি হইতে পারে। আর যদিও কালচক্রের গতির মধ্যে আপনাদের চক্ষে অতি ক্ষুদ্রাংশ দেখিতে পাই, তথাপি পুরাবৃত্ত বিদ্যাতে পরিপক্ক হইলে সৃষ্টিকালাবধি ঐ চক্রের প্রায় সমস্ত গতি নিরীক্ষণ করিতে পারি। পুরাবৃত্ত বিদ্যা এক কাল এবং এক পুরুষকে অন্য কাল ও অন্য পুরুষের সহিত সংযুক্ত করে, যে পণ্ডিত এ বিদ্যাতে পারদর্শী তিনি যেন এক জন অমরের ন্যায় সকল কালে বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্য জাতির আদ্য অবস্থাবধি সকল কালের লোককে জ্ঞান চক্ষুতে দেখেন, এবং প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত লোকের সহিত যেন এক প্রকারে আলাপ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজা বহুকাল হইল পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, কিন্তু যে ইতিহাসবেত্তা তাঁহার ও তাঁহার পশ্চাৎগত

হিন্দু মোসলমান ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের বৃত্তান্ত যত্ন পূর্ব্বক অবগত হইয়াছেন, তিনি যেন বিক্রমাদিত্যের কালে জন্মিয়া অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া সেই সময়াবধি ভারতবর্ষীয় সকল রাজাদের রীতি ও চরিত্র দেখিয়া আসিতেছেন।

৯ এক্ষণে পুরাবৃত্ত বিদ্যার মূল কি তাহা বর্ণনা করিব— নৈয়ায়িকেরা কহেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূল বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়; ইহা যথার্থ বটে; যাহা চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা এবং ত্বকের সহিত কোন রূপে সংযুক্ত হয় নাই, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অবগতি হইতে পারে না। কিন্তু এই রূপে আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয়াপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ বিষয় বহুবিধ জানিবা। নিজ চক্ষু কর্ণাদিতে আমরা অত্যল্প বিষয় অবগত হইতে পারি—চীন দেশে যে যুদ্ধ সম্প্রতি হইয়াছিল তাহা আমাদের মধ্যে কত জন স্বচক্ষে দেখিয়াছে? সেখানকার অস্ত্র ক্ষেপের ধ্বনি অথবা রণ স্থলে ম্রিয়মাণ লোকের চিৎকার কয় জন স্বকর্ণে শুনিয়াছে? তথাপি আমরা সকলেই জানি এবং বিশ্বাস করি যে ঐ যুদ্ধ সত্য হইয়াছিল। আফ্‌গানিস্থানে যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা আমাদের কয় জনের নয়ন গোচর হইয়াছে? আক্‌বার খাঁ যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাহাকে কয় জন স্বচক্ষে দেখিয়াছে? তথাচ এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

১০ ইহার সমাধি এই যে যাহা এক জনের অপ্রত্যক্ষ তাহা অন্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এবং প্রত্যক্ষ দর্শির কথা প্রমাণ আমরা অপ্রত্যক্ষ বিষয় জানিতে পারি ও বিশ্বাসও করি— চীনের যুদ্ধ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় নাই বটে, কিন্তু এখনও বর্ত্তমান এমত অন্য অনেকের হইয়াছিল; তাহাদের কথা প্রমাণ;

আমরা ঐ বিষয় জানি এবং বিশ্বাস করি। আক্‌বার যাঁহাকে আমরা স্বয়ং দেখি নাই বটে, কিন্তু যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের বচনানুসারে আমরা অবগত হইয়াছি—এরূপে প্রত্যক্ষ দর্শির সংবাদে জ্ঞান পাইলে শ্রোতার স্বয়ং দর্শনের আর নিতান্ত অপেক্ষা থাকে না।

১১ অতএব প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ব্যতিরিক্ত জ্ঞানের অন্য এক মূল আছে যাহাতে আমরা স্বচক্ষে না দেখিয়া ও স্বকর্ণে না শুনিয়াও অনেক বিষয় জানিতে পারি—জ্ঞানের এই মূলকে আমাদের নৈয়ায়িকেরা শাব্দ প্রমাণ কহেন। এই শাব্দ প্রমাণ দ্বারা সংসারের মধ্যে বহুবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, ইহা ব্যতীত সকল কার্য্যে সদ্য ব্যাঘাত জন্মিত ও কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিত না—এই প্রকার প্রমাণে বাণিজ্য কারিরা কোন্ দেশে কোন্ সময়ে কোন্ দ্রব্য দুর্ম্মূল্য কোন্ দ্রব্য সুমূল্য তাহা বুঝিয়া তদনুসারে দ্রব্য প্রেরণ করে, তাহাতে মাহার্ঘ্যে বিক্রয় করিয়া ধনাঢ্য হয়—ঐ প্রমাণে আমরা দূরস্থ বন্ধুর কুশল শুনিয়া অন্তঃকরণে সান্ত্বনা পাই—ঐ প্রমাণে এক দেশে থাকিয়া অন্য দেশ না দেখিয়াও তাহার সংবাদ পাই, এবং ভূমণ্ডলের এক বিন্দু মাত্র অবলম্বন করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে কি হইতেছে তাহা জানিতে পাই—ঐ প্রমাণে পুত্র পিতার পরিচয় পায় এবং তদ্দ্বারা সংসারের মধ্যে গুরুলঘু সম্বন্ধ সমূহ অখণ্ড ভাবে স্থির থাকে।

১২ শাব্দ প্রমাণ বিশ্বাসাধীন হইয়া থাকে। পরস্পর বিশ্বাস না থাকিলে এ প্রমাণের প্রয়োগ হইতে পারিতনা। এ বিশ্বাসের মূল এই যে কোন কুপ্রবৃত্তি জনক বিষয় অবিদ্যমানে

কেহ জানিয়া শুনিয়া প্রবঞ্চনার্থে মিথ্যা কহে না এমত বোধ আমাদের সকলেরি আছে—এক জন বিচক্ষণ যথার্থ কহিয়াছেন যে মন সত্যপ্রেমি, এবং যেমন আপনি সত্য বলিয়া না বুঝিলে কোন কথা গ্রাহ্য করেন না, তদ্রূপ সারল্যের পথ হইতে বিমুখ করণার্থে কোন বিশেষ কুপ্রবৃত্তি পোষক কারণ না থাকিলে অন্যকেও মিথ্যা জ্ঞান দিতে চাহেন না—অতএব আমরা পরস্পর এক জন অন্যের কথা বিশ্বাস করি, এবং প্রবঞ্চনা উৎপাদক বিশেষ কুপ্রবৃত্তি না দেখিলে অবিশ্বাস করি না।

১৩ শাব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রথমতঃ যাহা আমরা বক্তার প্রমুখাৎ প্রাপ্ত হই ও স্বকর্ণেতে শুনি—দ্বিতীয়তঃ যাহা প্রত্যক্ষ দর্শী দূরস্থ কিম্বা পরলোক গত হইলেও লিপির দ্বারা অবগম্য—উভয় প্রকারই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগ প্রথম প্রকার হইতে অধিক—কেননা কাহারো প্রমুখাৎ যাহা শুনি তদপেক্ষা সংবাদ পত্রে অথবা লিপির দ্বারা যে২ বিষয় অবগত হই তাহা আরো অধিক।

১৪ বর্ত্তমান কালে যাহা আমাদের অপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং অতীত কালে যাহা হইয়াছে, তাহা কোন প্রসিদ্ধ ও নিরূপিত বিষয় হইতে অনুমান দ্বারা প্রমেয় না হইলে, কেবল ঐ শাব্দ প্রমাণে আমরা অবগত হইতে পারি—নবাব সেরাজদ্দৌলা যৎকালে ইংরাজদিগকে ব্লেক হোল নামক প্রসিদ্ধ স্থানে বদ্ধ করিয়াছিল তৎকালের প্রায় কেহই এক্ষণে বর্ত্তমান নাই—তথাপি সেকালীন লোকের লিপি আছে, সেই লিপি দ্বারা তাহাদের প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয় আমরা

জানিতে পারি—তৃতীয় জার্জ নামক রাজা যখন ইংলণ্ডীয় সিংহাসনে প্রথম আরোহণ করেন সেকালের লোক প্রায় সকলেই অতীত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের লেখন এখনো আছে, তাহাতে আমরা ঐ সময়ের সমস্ত বিষয় জানিতে পারি—ইলিসাবেৎ নাম্নী ইংলণ্ডীয় মহারাণীর সময়ে স্পেনরাজের সহিত ইংরাজদের সমুদ্রে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও শ্রোতা এক্ষণে নাই, কিন্তু তাহাদের লিখিত বর্ণনাতে আমরা সে কালের কথা জানি।

অতএব ইতিহাস বিদ্যার প্রধান মূল পূর্ব্বোক্ত শাব্দ প্রমাণ, অর্থাৎ দ্রষ্টা ও শ্রোতাদের লিপি—পূর্ব্ব কালে যাহা হইয়াছিল তদ্দর্শকেরা যে ২ বিষয় লিপির দ্বারা বর্ণনা করিয়াছে তাহা এক্ষণে পাঠ করিয়া আমরা ঐ ২ বিষয় অবগত হই। এই রূপে ক্লারেণ্ডনের রচিত গ্রন্থ দ্বারা ইংরাজদের স্বদেশীয় ঘোর সংগ্রামের বৃত্তান্ত অবগত হই—জেনফনের উক্তিতে আমরা দ্বিতীয় সাইরস সম্পর্কীয় পারস যুদ্ধের কথা জানিতে পারি—পোলিবিয়সের রচনাতে পুনিক মাসিদনীয় প্রভৃতি যুদ্ধের অনেক কথা জ্ঞাত হই—যোসিফসের পুস্তক পাঠ করিয়া যিরুশালেম নগর সংহারের বিবরণ বুঝিতে পাই—ইউসিবিয়সের রচনাতে কনস্তান্তিন রাজার চরিত্র আমাদের বোধগম্য হয়—তদ্রূপ অন্যান্য অনেক স্থলেও বুঝিবা।

১৫ লিপি দ্বারা যে শাব্দ প্রমাণ তাহাও পুনশ্চ দুই খণ্ডে বিভক্ত—প্রথমতঃ সাক্ষাৎ দর্শকের আপনার লিপি, যাহার উদাহরণ উপরে লিখিলাম; দ্বিতীয়তঃ সাক্ষাৎ দর্শকের লিপি হইতে অন্যের সংগৃহীত বর্ণনা, যাহার উদাহরণ এক্ষণে লিখি—

লিবি নামক এক ব্যক্তি রোম দেশের নির্ম্মাণাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন—কিন্তু তিনি স্বয়ং রমুলসাদি রাজাদের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না, তদ্বিষয়ে যাহা ২ পূর্ব্বে লিখিত ছিল তাহা আলোচনা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—হিউম ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু যে২ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কখন স্বয়ং দেখিতে পায়েন নাই,—প্রাচীন রচিত গ্রন্থ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন।

১৬ শাব্দ প্রমাণ আরও এক প্রকার হইতে পারে, অর্থাৎ ঐতিহ্য কথা, যাহার লিখিত বর্ণনা না থাকিলেও পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক হইয়া আইসে—এ প্রকার প্রমাণ পুনঃ২ সন্দেহ স্থল হয়, কেননা কোন কথা পরম্পরা একজন হইতে অন্য জনের প্রতি উক্ত হইলে নানা প্রকার ভ্রম জন্মিতে পারে,—এবং ইহার সূত্র নিশ্চয় করা দুষ্কর হওয়াতে আমরা বারম্বার নির্ণয় করিতে পারিনা যে কাহা হইতে অমুক কথা উঠিয়াছে সুতরাং আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

১৭ আর শাব্দ প্রমাণ গ্রহণ কালে বিবেচনা করিতে হইবে যে যিনি সাক্ষ্য দিতেছেন তিনি আপনি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন কি না, এবং সত্যবাদী হইয়া বর্ণনা করিবেন এমত সম্ভাব্য কি না। যদি তিনি আপনি অবগত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার চরিত্রও সত্যবাদির ন্যায় হয় তবে তাঁহার কথা অবশ্য গ্রাহ্য বটে—নচেৎ তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে। যিনি আপনি উত্তম অনুসন্ধান না করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করেন তাঁহার বর্ণনাতে ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা থাকে এবং তাহাতে নিশ্চয় বিশ্বাস করা যায় না—অথ

যিনি কোন অধম অভিপ্রায় বশতঃ সত্য হইতে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন ও যাঁহার বিষয়ে মিথ্যা কথনের প্রবর্ত্তক কোন কারণ থাকে তিনিও বিশ্বাস্য নহেন। যথার্থ তথ্য না বুঝিয়া লিখিলে গ্রন্থকর্ত্তা আপনি ভ্রান্ত হইয়া অন্যেরও ভ্রান্তি জন্মাইতে পারেন—কিম্বা কোন অধম পুরুষার্থের লোভে মুগ্ধ হইলে সত্যের সরল পথ হইতে মিথ্যার কুটিল পথে পদার্পণ করিতে পারেন, তাহাতে জ্ঞাতসারে অন্যের সম্বন্ধে মিথ্যা-বাক্যের উপদেশক হয়েন।

১৮ পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ বিশ্বাস্য কি না তাহার আলোচনা করিতে হইলে এই ২ বিষয় বিবেচনা করিতে হয়—যথা গ্রন্থকর্ত্তা যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিব ইহা তাঁহার আপনার তাৎপর্য্য কি না? তিনি আপনি এমত সত্যপ্রেমী ও মিথ্যাদ্বেষী কি না যে সত্য ঘটনার বিষয়ে যৎপরোনাস্তি অনুসন্ধান করণে সদা উদ্যত ছিলেন? যাহা সত্য বলিয়া জানেন তাহা খণ্ডিত অথবা বিবর্ণ কিম্বা বিকৃত করিলে তাঁহার আপনার কোন লাভালাভ কিম্বা জাতি সম্প্রদায়ের কোন ইষ্টাপত্তি হইতে পারিত কি না? যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার তথ্য জানিবার বহুবিধ সুযোগ তাঁহার ছিল কি না? লোক সমাজে তাঁহার অবস্থিতি এমত ছিল কি না যে স্বকীয় বর্ণনা সত্যের বিপরীত হইলে শীঘ্র টের পাইতে পারিতেন? এবং যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার আপনার চতুর্দ্দিক্স্থ লোক কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল? এ সকল প্রশ্ন প্রত্যেক গ্রন্থকর্ত্তার বিষয়ে সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়রূপে মীমাংসা হইতে পারে না তথাপি যখন কোন গ্রন্থ-

কারকের এমত অসাবধানতা অথবা নিজ পক্ষপাতিতা বোধ না হয় যে তাহার বিবেচনা ও সুশীলতায় দোষ আইসে, তখন তাহার বাক্য সামান্যতঃ বিশ্বাস্য হইতে পারে।

১৭ এই জন্য ইতিহাস ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত কবিতাতে রচিত হইলে সন্দেহ জন্মিতে পারে। আমাদের অলঙ্কারবেত্তারা কাব্যকে রসাত্মক বলিয়া লক্ষিত করিয়াছেন—তাঁহাদের মতে কেবল ইতি বৃত্তং ইতি বৃত্তং লিখিলে কাব্যেতে দোষ জন্মে, সুতরাং কবির বর্ণনাতে এমত রসের কথা থাকিবে যাহাতে বাস্তবিক ঘটনা বিরূপ ও বিবর্ণ হইতে পারে। যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছে কেবল তাহাই জ্ঞাপন করা যাঁহার অভিপ্রায় তিনি সামান্য গদ্যতে মনের ভাব প্রকাশ করেন—পদ্য রচনাতে সত্যের বর্ণনা ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অনেক তাৎপর্য্য থাকে, ছন্দের মিলন ও পাঠকের মনোরঞ্জন এবং আপনার কাব্যশক্তি ও রস বিস্তার এ সকলেরি চেষ্টা প্রত্যেক কবির নিতান্ত আবশ্যক, অতএব তাঁহারা কখন২ ছন্দ ও রস বিস্তারের অনুরোধে পাঠকের প্রিয় ও মনোরঞ্জক বাক্য বিন্যাস করিবার ইচ্ছাতে প্রায় অজ্ঞাতসারে সত্যকে অসত্য করিতে পারেন।—কিন্তু গদ্য লেখকের পক্ষে এ প্রকার সত্যের সরল পথ ছাড়িয়া মিথ্যার কুটিল পথের অভিমুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যথা বৃত্ত তথা স্পষ্ট ও সরলতা পূর্ব্বক লিখিতে পারেন। হোমের নামক গ্রীক দেশীয় মহা কবির ইলিয়দ্ সংজ্ঞক গ্রন্থে দীর্ঘছন্দ ও কাব্যরসের পূর্ণতা হেতুক তাহার সমস্ত বর্ণনা কেহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেনা, আর বোধ হয় হোমের আপনি এমত ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তাঁহার মহৎ৫

পাঠকেরা সত্য বিবরণ অপেক্ষা রচনার অলঙ্কারে অধিক মনোযোগ করুক।

২০ আমাদের ঘোর দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থ সকলি উক্ত হোমেরের ইলিয়দের ন্যায় কবিতাতে রচিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের বিবরণে অনেক প্রকার সন্দেহ জন্মে। সে সকল মহাকাব্য অনাদরের বিষয় নহে বটে—তাহাতে নানা প্রকার মনোরম্য ভাব আছে এবং তাহা আমাদের বিদ্যার শোভা ও অলঙ্কার—পাঠ করিলে তাহার মাধুর্য্য চিত্তকে উত্তর২ অধিক আকর্ষণ করে,—আর নব্য কবিদের গ্রন্থে যে পাণ্ডিত্য অভিমান ও বাল্য ক্রীড়ার চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ ব্যর্থ যমক ও অন্যান্য দোষ আছে তাহা ব্যাস বাল্মীকি রচিত পুরাণাদিতে নাই—তথাপি সে পুরাণাদির বর্ণনা আমরা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারিনা, সুতরাং তাহাকে ইতিহাসের মূল বলিয়া স্বীকার করা যায় না—কিন্তু যদিও ইহার সমস্ত বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে না পারি তথাপি এমত কহিতে পারি না যে তাহাতে পূর্ব্ব কালের কোন প্রকার সত্য বর্ণনা নাই—কেননা প্রাচীন আচার ব্যবহার রাজ নীতি ইত্যাদির বিষয়ে উক্তগ্রন্থ হইতে অনেক জ্ঞান পাওয়া যায়; এবং চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় রাজাদের মধ্যে সকলেরি নাম যে কবির কল্পনামাত্র এমত নহে—অনেকে বাস্তবিক বর্ত্তমান ছিলেন এবং এ দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রধান২ ঘটনা বোধ হয় সত্য হইয়াছিল, যথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, লঙ্কা দাহন, কংস বধ ইত্যাদি; কিন্তু তদ্ব্যতীত যে সকল উৎকট ও অসম্ভব বর্ণনা আছে তাহা কাব্যালঙ্কার ও রস বিস্তারার্থক জানিবা,

এই হেতুক এ দেশের প্রাচীন বৃত্তান্ত নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন, কাব্যের ইতিহাসে প্রত্যয় জন্মে না, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ইতিহাস প্রায় নাই।

২১ কিন্তু ইউরোপে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ইতিহাসের উত্তমং মূল আছে—হিরদতস নামে এক জন বিচক্ষণ ইজিপ্ত, বেবিলন, পারস এবং গ্রীক দেশের বার্ত্তা লিখিয়াছেন—জেনফন নামে এক পণ্ডিত পারস, বেবিলন ও গ্রীশ রাজ্যের অনেক কথা বিস্তার করিয়াছেন—থুসিদিদস নামক এক গ্রন্থকারক গ্রীকদের স্বদেশীয় মহা বিবাদের বিবরণ রচনা করিয়াছেন—গ্রীক ভাষাতে অন্য অনেকে লিখিয়াছেন যাহা হইতে আমরা গ্রীশ পারস বেবিলন ইজিপ্তাদি দেশের অনেক বিবরণ বাহির করিতে পারি—রোম রাজ্যের ইতিহাসও অনেকে এই রূপ বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন—লিবি ইউত্রোপিয়স বিক্তরাদি গ্রন্থ কারকেরা রোম নির্ম্মাণাবধি অনেক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন,—সালস্ত জুগর্থীয় যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন, সুইতোনিয়স তাসিতস এবং অন্যান্য অনেকে মহারাজদের চরিত্র রচিয়াছেন,—অতএব রোমরাজ্যেরও ইতিহাস এই রূপে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, আর গ্রীক জাতীয় লেখকদের পুস্তকেও ইহার অনেক কথার দার্ঢ্য হয়, বিশেষতঃ গ্রীক ভাষাতেও রোম রাজ্যের বৃত্তান্ত মুখ্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা হেলিকার্ণেসসীয় দাইওনিসিয়স নামক এক জন রোমের পুরাবৃত্ত লিখিয়াছেন, পোলিবিয়স আপন সাধারণ ইতিহাসের মধ্যে পুনিক যুদ্ধাদি বর্ণনা করিয়াছেন, হিরদিয়ন কএক মহারাজদের চরিত্র লিখিয়াছেন।

২২ রোমীয় মহারাজ্যের পশ্চিমাংশ লোপ পাইবার কালে আধুনিক ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান রাজ্যসমূহের পক্ষে পুরাতন ইতিহাসের অবসান হইল। ইতিহাস দুইভাগে ভক্ত তাহা এস্থলে বক্তব্য—প্রথম ভাগ পুরাতন, দ্বিতীয় ভাগ আধুনিক—এ প্রকার বিভাগ কল্পিতমাত্র বটে কিন্তু ইহার প্রধান কারণ আছে—রোম রাজ্যের পশ্চিমাংশ লোপ পাওয়াতেই কেবল এ বিভাগ হয় তাহা নহে, কেননা যেমত রোম রাজ্যের ভ্রংশ হয় তদ্রূপ তাহার পূর্ব্বে গ্রীক রাজ্য এবং পারস রাজ্য এবং বেবিলন রাজ্য এ সকলও লোপ পাইয়াছিল, অতএব রাজ্য লোপ হইলেই যদি ইতিহাসের ভাগ হয়, তবে সে সকল ঘটনাতেও ইতিহাসের এমত বিশেষ ছেদ হইতে পারিত। কিন্তু পশ্চিম রাজ্য ধংসার্থ ইতিহাসের এক নুতন ভাগ করিবার বিশেষ কারণ আছে—সেই অবধি ইউরোপীয় বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয়ান জাতিসমূহের উৎপত্তি,—তাহার পুর্ব্বে যে২ লোক ছিল তাহাদের জাতীয় লক্ষণ সম্প্রতি লোপ পাইয়াছে—কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে যে অসভ্য বর্গেরা ঝাকে২ আসিয়া পশ্চিম রাজ্য লোপ করিল, তাহারা রোম রাজ্য হইতে উদ্ধৃত নানা দেশে অবস্থিতি করিলে যে নুতন২ জাতি ও রাজ্য উৎপন্ন হইল সে জাতি ও সে রাজ্য অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে—আর সেই নুতন জাতি ও রাজ্যের মধ্যে পরে যেমত বাহুল্যরূপে বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলন হইল তেমন পূর্ব্বে কখন হয় নাই—সভ্যতা ও জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রাচীন কালের মধ্যে যে অতিউচ্চ ব্যুৎপত্তি তাহাও আধুনিক কালের সহিত তুলনা ধারণ করিতে পারেনা।

ইতিহাসের প্রাচীন ও আধুনিক অংশের বিষয়ে ডাক্তর-আর্ণল্ড* কহেন—“ইতিহাসের এই দুই ভাগ যদি কেবল কালের ভেদ বশতঃ হয় তবে ইহাদের ভেদক রেখা যথাতথা আমাদের ইচ্ছাধীন স্থাপিত হইতে পারে—তবে বেবিলন রাজ্যের ধ্বংসকে মধ্য সীমা করিয়া তাহার পূর্ব্ব ভাগকে প্রাচীন ও পশ্চাৎ ভাগকে আধুনিক বলিলে কোন হানি নাই, তবে গ্রীশ ও রোমের সমস্ত ব্যাপার আধুনিক ইতিহাসের অন্তর্গত করা যাইতে পারে—অথবা প্রাচীন ভাগকে খ্রীষ্টের পর পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত আরো বিস্তার করিয়া ঐ মহাকালে ইহার সীমা স্থির করিতে পারি, যখন স্পেন রাজ্য হইতে মোসলমানেরা নিষ্কাসিত হয়, এবং আমেরিকা পূর্ব্বে অবিদিত থাকিয়া নূতন প্রকাশ পায় আর যাহার কিছু পরেই রেফর্মেশন অর্থাৎ ধর্ম্মের শোধন হয়।

“ কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের মধ্যে এক বাস্তবিক প্রভেদ আছে যজ্জন্য সাধারণের রীত্যনুসারে পশ্চিম রাজ্যের লোপ কালে ইহার সীমা যথার্থ রূপে স্থাপিত হইতে পারে—অর্থাৎ পশ্চিম রাজ্যের পতন আমাদের সম্বন্ধে পূর্ব্ব এবং পশ্চাৎ কালকে যেমত বিস্তীর্ণ রূপে প্রভিন্ন করে তেমন বিস্তীর্ণ প্রভেদ প্রাচীন কি আধুনিক অন্য কোন স্থলে নাই—কেননা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার আদ্যকৃতি পশ্চিম রাজ্যের লোপানন্তরই হয়—সেই পর্য্যন্ত এক্ষণকার জাতিদের বিষয় নির্ণয় করা যাইতে পারে—সেই অবধি ইতিহাসকে বর্ত্ত-

---

* আধুনিক ইতিহাসের বিষয়ে উপদেশ—২২, ২৩ পৃষ্ঠা

মান্ জীবিত লোকের চরিত্র কহা যাইতে পারে—তাহার পূর্ব্ব বিষয়ের যে বৃত্তান্ত আছে তাহা অতীত অর্থাৎ লুপ্ত লোকের বিবরণ মাত্র”।

কিন্তু পশ্চিম রাজ্য লোপ পাইলে যদিও ইউরোপের খ্রীষ্টীয়ান রাজ্য সমূহের পক্ষে পুরাতন ইতিহাসের অবসান হয়, তথাপি কনস্তান্তিনোপিল যাহার রাজধানী এমত যে গ্রীক অর্থাৎ পূর্ব্ব রাজ্য তাহার পক্ষে পুরাতন চিহ্ন আরো অনেক কাল পর্য্যন্ত ছিল—দ্বিতীয় মহম্মদ যখন ঐ নগর গ্রহণ করিয়া ইউরোপে তুরুক রাজ্য স্থাপন করে তাহার পূর্ব্বে সে চিহ্নের লোপ হয় নাই—অতএব এই ঘটনা হইতে পূর্ব্ব রাজ্যের বিষয়ে আধুনিক ইতিহাসের আরম্ভ হয়।

আমাদের আপনাদের দেশেও পুরাতন ও আধুনিক করিয়া পুরাবৃত্তের ভাগ হইতে পারে—ইউরোপীয় লোকদের সহিত যে কালে ভারতবর্ষের সংযোগ আরম্ভ হয়, তদবধি ইহার আধুনিক ইতিহাসের আরম্ভ কল্পনা করা যাইতে পারে—এই সংস্রব প্রযুক্ত দেশের রূপ ও আকৃতি এবং লোকদের আচার ও চরিত্র এমত ২ নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে এবং পরে উত্তরং আরো করিবে যে পুরাবৃত্তরচক সে সমস্ত নূতন ভাব দেখিয়া ইতিহাসের এক বিশেষ ছেদ করিবে, এবং ঐ সংস্রবকে পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ কালের মধ্যে এক প্রশস্ত সীমারূপ ভেদক রেখা বলিয়া কল্পনা করিবে।

২৩ এডুকেসন কৌন্সলের সভাপতি মহাশয়ের পূর্ব্ব লিখিত উক্তিতে কথিত হইয়াছে যে গ্রীক এবং রোমান বিদ্যা ‘প্রথমতঃ বিকৃত, পরে শুষ্ক, এবং অবশেষে যেন এক ভূমিকম্প,

দ্বারা মগ্ন ও নষ্ট” হইয়াছিল—প্লেতো এবং জেনফন, লিবি এবং সিসেরো যে২ ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহা অসভ্য লোকদের উৎপাতে রোম রাজ্য লোপ পাওয়াতে এই রূপ দুর্গতিতে পড়িয়াছিল, অতএব সে দুর্ঘটনার পর কিছু কাল পর্য্যন্ত বিদ্যার অত্যন্ত হ্রাস হইতে লাগিল—একারণ সেই কালকে অন্ধকারময় কাল বলিয়া বর্ণনা করা যায়—লাটিন ভাষা তখন লোপ পাইয়াছিল—গ্রীক ভাষা যেখানে গ্রীক জাতীয় পুরাতন চিহ্ন সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই সেখানেও অত্যন্ত কদর্য্য হইয়াছিল—আর পশ্চিম রাজ্যের নানা দেশে যে২ নুতন অসভ্য জাতিরা বসতি করিল, তাহাদের ভাষা তখন অত্যন্ত অপকৃষ্ট ছিল—অতএব পশ্চিম রাজ্য লোপের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত আধুনিক ইতিহাসের বীজ বড় স্পৃহণীয় ছিলনা এবং তাহাতে অধিক বিশ্বাসও করা যায় না।

২৪ তথাপি অনুসন্ধান করিলে এমত সূত্র পাওয়া যায় যাহার উপর আধুনিক ইতিহাসের মালা প্রথম কুসুমাবধি গ্রথিত হইতে পারে—এই প্রকারে অনেক মহা২ পণ্ডিতেরা আধুনিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, পরে বিদ্যার পুনঃস্থাপন হইলে সেই মূল এমত বৃদ্ধি পাইল যে এক্ষণে তাহার নামোল্লেখ মাত্রে ইতিহাসবেত্তাকে শঙ্কা পাইতে হয়।

২৫ এই পুরাতন ও আধুনিক ইতিহাসস্বরূপ রত্ন অবশ্য সকলেরি বাঞ্ছনীয়। ইহার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দর্শনে জ্ঞান চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা কখন নিবৃত্তি হয় না, যত নিরীক্ষণ করা যায় তত দর্শনেচ্ছার বৃদ্ধি হয়, মানব বর্গের নানা দেশে নানা প্রকার

ব্যবহার ব্যবস্থা ও চলিত ধারা, নানা অবস্থাতে নানা প্রকার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এসকলই জ্ঞান ও বিবেচনার উপযুক্ত বিষয় বটে।—বিজাতীয় ব্যবস্থা ও শাসনের মধ্যে অনেক বিষয়ে স্বাভাবিক সাদৃশ্য নির্ণয় করা যায়, তাহাও পণ্ডিতের আলোচনার যোগ্য।—এবং অনিষ্ট ঘটনার মধ্যেও ভূরি২ ইষ্ট চিন্তা হইতে পারে—গ্রীশরোমাদি রাজ্যের বিবরণে যুদ্ধের বৃত্তান্ত অধিক দেখা যায় বটে—রণস্থলে বিরোধ কলহ ও হিংসার যে রক্তাক্ত চিহ্ন থাকে তাহার দর্শন সুখের বিষয় নহে বটে—কিন্তু যুদ্ধের রুধিরাবৃত ক্ষেত্রের মধ্যে যে শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য বীর্য্য এবং মহত্ত্ব চিহ্নিত হইয়াছে,—যাহা অনেক২ মহানুভব পুরুষ তুরীর শব্দ ও অস্ত্রের ধ্বনি সত্ত্বেও প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল বিনা চমৎকারে কে চিন্তা করিতে পারে?

২৬ পুরাবৃত্তে আমরা যে২ প্রাক্কালীন ঘটনার সংবাদ পাই তাহা আশ্চর্য্য ও চমৎকার বিনা কে ধ্যান করিতে পারে? ঐ প্রাক্কালীন ঘটনা কোন২ বিষয়ে প্রায় আকস্মিক হইলেও, বর্ত্তমান কালের অনেক অতি গরিষ্ঠ ব্যাপার তদুৎপন্ন কারণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ প্রকার ধ্যান করিলে সদা জাগরুক পরমেশ্বরের স্তবেতে কাহার নিবৃত্তি হইতে পারে? তিনি পুনঃ২ কুলক্ষণকে সুলক্ষণ করিয়া এমত২ আগতপ্রায় ভয়ঙ্কর অমঙ্গলকে নিমেষের মধ্যে দূর করিয়াছেন যে যদি তাহা একবার মাত্র ঘটিত তবে আধুনিক বিদ্যা ও সভ্যতার মূলে সদ্য আঘাত পড়িত—তাহার সাক্ষি দেখ প্রাচীনকালীন মারাথনের যুদ্ধ—এ যুদ্ধে পারস দেশীয় লোকেরা যদিস্যাৎ গ্রীক জাতিদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত

তবে প্লেতো ও অরিস্ততিলের গ্রন্থ হইতে উপদেশ না পাইয়া ইউরোপ জোরোআস্তর এবং মেজিদের শিষ্যবর্গের মধ্যে গণিত হইতেন। অথবা আধুনিক সময়ের পৈক্তিয়র্স যুদ্ধ বিবেচনা কর—সে যুদ্ধে চারলস মার্তেল নামক ফ্রান্স দেশের রাজা মোসলমানদের বৃদ্ধি ও আক্রমণ দমন করত তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করিয়াছিলেন, যদি মোসলমানেরা স্পেন অধিকার করণানন্তর পিরিনিস পর্ব্বতের পারে আপনাদের পদ রক্ষা করিতে সক্ষম হইত তবে সমস্ত ইউরোপ অক্লেশে আচ্ছন্ন করিয়া খ্রীষ্টীয়ান রাজ্যের সভ্যতাপোষক শক্তি ও নীতি এক কালে সমূল নষ্ট করিতে পারিত।

২৭ এবং আমাদের স্বদেশীয় বৃত্তান্তের বিষয়ে কে এমত রসহীন যে প্রাচীন ঘটনা জানিতে চাহিবে না? যদিও ভারত বর্ষীয় পুরাতন ইতিহাসে সত্য এবং অসত্য একত্র মিশ্রিত আছে তথাপি উত্তম ও বিশ্বাস্য বর্ণনারূপ স্বর্ণকে অলিক ও কল্পিত বার্ত্তারূপ অধম ধাতু হইতে প্রভিন্ন করিয়া কে তাহা যত্নের সহিত রক্ষা করিতে বাসনা না করিবে? বিশেষতঃ যখন শুনিবে যে গ্রীশ ও অন্যান্য দেশীয় লোকেরা আমাদের প্রাচীন রাজ্যের কথা লিখিয়াছে তখন কে তাহা শুনিতে আকাঙ্খী হইবে না? মহা আলেকজন্দর নামে খ্যাত মাসিদনের রাজা যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গিলোকেরা আমাদের বিষয় কি কহিয়াছিল তাহা এরিয়ানের রচনাতে বর্ণিত আছে—কে তাহা শ্রবণ করিতে কর্ণপাত করিবে না? হিরদতস নামক মহা গ্রীক ইতিহাসবেত্তা আমাদের অনেক কথা লিখিয়াছেন, যদিও তাহা সম্পূর্ণ সত্য

নহে তথাপি কে তাহা জানিতে না চাহিবে? বিক্রমাদিত্য রাজা যাঁহার কালাবধি আমাদের সম্বৎ গণনা হইয়া থাকে এবং যাঁহার সভা কালিদাসাদি নব রত্নে উজ্জ্বল হইয়াছিল তাঁহার কথা যতদূর নিশ্চয় করা যাইতে পারে ততদূর অবশ্য আমাদের কর্ণের সুখ জনক হইবে।—শকাদিত্য রাজা হইতে আমাদের শকের গণনা হয়, অতএব তাঁহার বিবরণ অবশ্য আমাদের গ্রাহ্য হইবে, আর যদিও ইঁহাদের বর্ণনাতে স্পষ্টতার অভাব আছে তথাপি যেমত অন্ধকারময় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে এক নক্ষত্র দর্শনেও তুষ্টি জন্মে, তেমন ঐ বর্ণনাতে এক সত্য বিবরণ দেখিলেও মনের আমোদ হইবে।

রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত।

১ অধ্যায়।

ইউরোপের দক্ষিণাংশে ইতালি নামক প্রশস্তদেশে সপ্ত পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত হইয়া রোমাখ্য মহানগরী অদ্যাবধি অতি শোভনীয়া আছে, এ নগরী বহুকালাবধি সমস্ত পৃথিবীর উপর আপন খ্যাতি বিস্তার করিয়াছে, পূর্ব্বে ভূমণ্ডলের প্রায় সকল জাতি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইহার অধীনে ছিল, সে সময়ে ইহাকে পৃথিবীর রাজধানী কহা যাইতে পারিত। আমেরিকা

ইহার প্রভুত্ব কালে অপ্রকাশ ছিল সুতরাং ইহার শক্তিতে খর্ব্ব হয় নাই, এবং এস্যার মধ্যে হিন্দু চীনাদি কএক জাতি অন্যান্য কারণে ইহার শাসনের বশীভূত হয় নাই—কিন্তু এই প্রকার কএক জাতি ব্যতিরিক্ত অন্য সকলে রোম রাজ্যের অধীন হইয়াছিল।

পরে ইহার রাজকীয় শক্তি ভগ্ন হইলে যদিও খড়্গ দ্বারা আর কাহাকে বশীভূত করিতে পারিল না, তথাপি ইহার প্রাচীন ভাষা ইউরোপের পশ্চিম ভাগস্থ পণ্ডিত সমূহের মধ্যে গ্রাহ্য হওয়াতে রোমান বিদ্যা ও সভ্যতার আদর ঐ অঞ্চলের সর্ব্বত্র রহিল।—সকল বিদ্বান্ লোক লাটিন ভাষা অধ্যয়ন করিত—রোমান অক্ষর সর্ব্বত্র চলিত হইল—কালের গণনা পর্য্যন্ত রোমান ধারানুযায়ি হইতে লাগিল—বৎসরের আরম্ভ এবং দ্বাদশ মাসের নাম প্রাচীন রোমানদের ব্যাবহারানুসারে চলিত থাকিল। এবং রোম নগর বহু কালাবধি ধর্ম্ম শাসনের মহাপুরী বলিয়া মান্য হওয়াতে, রাজ্য ভ্রষ্ট হইবার পরও রোমের প্রাধান্য অনেক দিন পর্য্যন্ত রহিল—যাহারা রোমান খড়্গকে আর ভয় করিল না তাহারাও রোমান ধর্ম্মাধ্যক্ষের অভিশাপের ত্রাসে কম্পিত হইল।

অদ্য পর্য্যন্ত পোপনামক ঐ স্থানের ধর্ম্মাধ্যক্ষ আপনাকে জগদ্গুরু ও সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্মশাসক কহিয়া প্রচার করেন, আর পূর্ব্বভাগের মণ্ডলীস্থ লোকেরা তাঁহার একথা যদিও অনেক কালাবধি অগ্রাহ্য করিতেছে এবং যদ্যপি তিন শত বৎসর হইল পশ্চিম ভাগের ও ইউরোপীয় অনেক জাতি তাঁহার শিষ্যত্ব ত্যাগ করিয়াছে তথাপি তাঁহার শক্তি না ব্যাপি-

লেও পৃথিবীময় খ্যাতি ব্যাপিতেছে—এবং ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় লোক বিজাতীয় দেশে বসতি করত রোমান বিদ্যা ও অক্ষর নানাস্থানে প্রচার করিতেছে।

রোমরাজ্য আরম্ভকালে এমত ক্ষুদ্র ছিল, অথচ বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে এমত মহৎ হইল, যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে প্রকার ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে এতাদৃশ মহৎ বৃদ্ধি কেহ কখনও শুনে-নাই। ঐ রাজ্যের সংস্থাপন কর্ত্তার নাম রমুলস। এক বেস্তাল কুমারী * ইঁহার মাতা ছিল, এবং লোকে মনে করিত যে মার্সদেব + স্বয়ং তাঁহার পিতা। তিনি এক কালে

---

* রোমানেরা বেস্তা নামক এক কল্পিতদেবীর অর্চ্চনা করিত, তাঁহার মন্দিরে কএক যুবতী কুমারীত্বব্রত করতঃ বিবাহ হইতে চির নিরস্ত থাকিবার প্রতিজ্ঞাতে বাস করিতেন, তাঁহা-দিগকে বেস্তাল কুমারী কহা যাইত।

+ মার্স নামক রোমানদের অন্য এক কল্পিতদেব, ইনি যুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্রের দেবতা, লোকে বলে যে ঐ বেস্তালকুমারী উক্ত দেবের নিকুঞ্জবনে একাকিনী জলবহন করিতেছিল এমত সময়ে কোন কামাতুর পুরুষ যুদ্ধ সজ্জাতে আসিয়া আপনাকে মার্স-দেব বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে বলাৎকার করে, কেহ২ কহে কুমারী স্বয়ং আপন অভিলাষে ঐ পুরুষকে উক্তস্থানে উপস্থিত হইতে শিক্ষা দিয়াছিল, পরে গর্ভ সঞ্চার হইলে স্বীয়-দোষ খণ্ডনার্থে মার্সদেবের অপবাদ দেয়। এমুলিয়স তাহার পিতৃব্য বল দ্বারা আপন ভ্রাতার রাজ্য গ্রহণ করিয়া দৌহিত্র হইবার ভয়ে ঐ কুমারীকে বেস্তাল করিয়াছিল, অপর অন্তঃ-

আপন ভ্রাতা রিমসের সহিত যমজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন, পরে অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক হইয়া যৎকালীন রাখালদিগের সহিত দস্যুবৃত্তি করিতেন এমত সময়ে আপন ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া পালাতিন পর্ব্বতের উপর এক ক্ষুদ্র নগরের পত্তন করিলেন, ইহা আপ্রিল মাসের একবিংশ দিবসে ষষ্ঠ ওলিম্পিডের * তৃতীয় বৎসরে ত্রয়নগর সংহারের পর তিন শত চতুর্নবতিতম বৎসরে এবং খ্রীষ্টের পূর্ব্বে সপ্তশত ত্রয়ঃপঞ্চাশৎতম বৎসরে হইয়াছিল।

রমুলস।

(খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৭৫৩) উক্ত নগর নির্ম্মাণ করিয়া রমুলস আপনার নামানুসারে তাহার নাম রোম রাখিলেন, পরে এই২ কর্ম্ম করিলেন, নিকটবর্ত্তি লোকদের মধ্যে অনেককে আপন নগরে লইলেন, প্রবীণ লোকদের মধ্যে একশত ব্যক্তিকে মনোনীত করিলেন ও তাহাদের বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত

সত্তা হইয়া পুত্র প্রসব করিলে কন্যাকে জীবদ্দশায় মৃত্তিকাতে পোতিতে এবং কুমারদ্বয়কে তাইবর নদীতে নিঃক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিল। এ অবস্থাতে রমুলস ও রিমসের রক্ষা পাওনের বর্ণনা এমত উৎকট যে তাহাতে বিশ্বাস হয় না—কি আশ্চর্য্য হিরদতসের গ্রন্থেও পারস দেশীয় প্রথম রাজার শৈশব কালে রক্ষা পাওনের বিষয়ে ঐ রূপ উৎকট বর্ণনা আছে।

* গ্রীকদেশে যে ওলিম্পিক নামক কৌতুকাদি জুপিতর দেবের প্রীত্যর্থে হইত তাহা হইতে ওলিম্পিড শব্দের উৎপত্তি। এই কৌতুকাদি প্রতি চতুর্থ বৎসরে হইত—কেহ২ বলে প্রতি পঞ্চম বৎসরে।

সেনেটর* নাম দিয়া নিজ মন্ত্রী বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন, এবং তাহাদের পরামর্শ লইয়া সমস্ত রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সেনেটরেরা আপনাদের সম্ভ্রান্ত পদ প্রযুক্ত পিতৃগণ বলিয়া আর এক উপাধি পাইলেন, এবং তাঁহাদের সন্তানেরা পেতৃসিয়ান অর্থাৎ মহাকুলীন নামে বিখ্যাত হইলেন †

কুশলে রাজ্য শাসন করণার্থে ও প্রজাদিগকে সৎকর্ম্মানুযায়ি করিবার নিমিত্তে রমুলস নানাবিধ ব্যবস্থা ও নিয়ম স্থাপন করিলেন এবং ধর্ম্মের উন্নতি করিতে মনোযোগী হইয়া গণক ও কাকচরিত্রদের আদর ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন।

তাঁহার ব্যবস্থাতে স্ত্রীলোকদের প্রতি এমত অনুমতি ছিল না যে কোন কারণে স্বামি হইতে পৃথক হয়, কিন্তু স্বামী পত্নীকে অনাস্থা করিয়া ত্যাগ করিতে, এবং বিশেষ কারণ প্রযুক্তে বধ করিতেও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিতাপুত্রের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিলেন তাহা এতদপেক্ষাও কঠিন, যেহেতুক পুত্রের উপর সর্ব্বতোভাবে পিতার সমুদয় শক্তি ছিল—পুত্র যতোধিক বয়স্ক ও উচ্চপদস্থ হউক, পিতার এমন শক্তি ছিল, যে তাহাকে কারাগারে বদ্ধ অথবা বিক্রয় করিতে পারিতেন‡।

কিন্তু এই নূতন নগরের মধ্যে স্ত্রীলোক অতি অল্প ছিল, সুতরাং বংশবৃদ্ধি দুর্লভ হওয়াতে রাজ্যের স্থায়িত্ব দুষ্কর হইল,

---

* সেনেক্স শব্দ লাটিন ভাষাতে বৃদ্ধকে বলে।

† লিবি ১ সর্গ। ‡ গোল্ডস্মিথ।

এবং চতুর্দিকস্থ লোকেরা রোমানদের সহিত কুটুম্বিতা করিতে স্বসম্মত হইল, তাহাতে রমুলস ছল করিয়া ক্রীড়া দর্শনের নিমিত্তে নগরের নিকটস্থ জাতিদিগকে সপরিবারে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাহারা আইলে পর তাহাদের সমস্ত কন্যা বলদ্বারা হরণ করিলেন, এমত অত্যাচার হওয়াতে নিকটস্থ জাতিরা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করিল, কিন্তু রমুলস তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দেশ আপন রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিলেন, এই প্রকারে সিনিনেন্সিয়, অস্তিম্নিয় ক্রস্তুমিনীয় ফিদিনীয় বিয় ও সাবিন নামক লোকেরা ক্রমে২ রোমরাজ্যের অধীন হইল।

ইহাদের মধ্যে সাবিন নামক জাতি তেসিয়স রাজার শাসনে সর্ব্বশেষে যুদ্ধ সজ্জাতে উঠে—আর সেই যুদ্ধে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল—যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রোমানেরা বলাৎকৃত কন্যাগণকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া শান্ত করিয়াছিল, অতএব ঐ কন্যারা আপনাদের পিতৃকুল ও স্বামিকুলের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম প্রায় উপস্থিত দেখিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যে শীঘ্র দৌড়িয়া যোদ্ধাদিগকে পৃথক করিল—এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহাদিগকে নিবেদন করিল যেন শ্বশুর ও জামাতা হত্যার পাতকে আপনাদিগকে কলঙ্কিত না করেন, এবং এক দলের পুত্র ও অন্য দলের দৌহিত্র এমত যে তাহাদের গর্ভ জাত সন্তান তাহাদিগকে যেন পিতৃহত্যার পাপে অশুদ্ধ না করেন—নারীরা আরও কহিল "আমাদের জন্যে তোমাদের মধ্যে যে কুটুম্বিতা ও সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহাতে যদি তোমরা বিরক্ত হও তবে আমাদের উপর কোপ প্রকাশ কর,

আমরাই এ যুদ্ধের মূল, আমরাই স্বামি ও পিতৃকুলের আঘাত ও মৃত্যুর কারণ—তোমাদের এক দলের বিয়োগে বিধবা অন্য দলের বিয়োগে পিতৃহীনা হওয়াপেক্ষা বরং আমাদের মরণ আরো মঙ্গলের বিষয়"। স্ত্রীলোকদের এই উক্তিতে সমস্ত সৈন্য এবং সেনাপতি মনেতে অত্যন্ত করুণার্দ্র হইল।—সকলেই আচম্বিত নিস্তব্ধ হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। পরে অধ্যক্ষেরা একত্র সন্ধি করণার্থে কথোপকথন ও পরামর্শ করিতে লাগিল—তাহাতে কেবল যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল এমত নহে কিন্তু ঐ দুই জাতিও এক হইয়া উভয় রাজ্যকে এক করিয়া স্থাপন করিল আর রোম নগর এই সংযুক্ত রাজ্যের পুরী হইল*।

অতএব রমুলস এবং তেসিয়স উভয়ে রোম নগরে একত্র রাজ্য করিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছু কাল পরে তেসিয়সের মৃত্যু হওয়াতে রমুলস একক রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

অবশেষে হঠাৎ এক ঝড়ের সময় তিনি প্রজাগণ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তাহাতে লোকের মধ্যে জনরব হইল যে তিনি দেবলোকে গমন করিয়াছেন, এই অসম্ভব কথা ঐ মূর্খ লোক সমাজের মধ্যে গ্রাহ্য হইলে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া সকলে পূজাদি করিতে লাগিল। রমুলস এইরূপে

লিবি ১ সর্গ।

† অনেকে অনুমান করে যে অবশেষে রমুলস অত্যন্ত অহঙ্কারী হওয়াতে সেনেটরেরা তাঁহাকে গোপনে বধ করিয়া অদৃশ্য করে।

অদৃশ্য হইলে সেনেটরেরা প্রত্যেক জন পাঁচ২ দিন করিয়া রোমরাজ্য শাসন করিতে লাগিল আর এই শাসন এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল রহিল।

নুমা পম্পিলিয়স।

(খ্রী. পূ. ৭১৩.) তৎপরে নুমাপম্পিলিয়স রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিতেন না, কিন্তু নানাপ্রকার সদুপায় দ্বারা দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত রমুলস অপেক্ষা অল্প হিতকারী ছিলেন এমত নহে। তিনি অনেক ব্যবস্থা ও সুনীতির নিয়ম স্থাপন করিলেন, তাহাতে রোমীয়দের সর্ব্বদা যুদ্ধকরণ হেতু যে দস্যুবৃত্তি ও অর্দ্ধ সভ্যতার কলঙ্ক হইয়াছিল তাহা ক্রমে ঘুচিয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার কালের নিরূপণ কিম্বা প্রভেদ না থাকাতে গোল হইয়াছিল, অতএব তিনি দ্বাদশমাসে* বৎসেরের গণনা নিরূপণ করিলেন, এবং রোম নগরে অসংখ্য মন্দির এবং ধর্ম্মের ক্রিয়া কাণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন, তিনি আর্জ্জিলিতম† নামক পর্ব্বতের তলে জেনস

---

* ইউত্রোপিয়স কহেন যে নুমা বৎসরকে দস মাসে বিভক্ত করিয়াছিলেন—লিবি বলেন দ্বাদশ মাসে। বোধ হয় নুমার পূর্ব্বে দশ মাসে বৎসর গণনার রীতি ছিল—মার্স দেবের সম্মার্থে মার্চ মাসকে প্রথম কহিত—নুমা জেন্নুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস তাহাতে যোগ করিয়া জেন্নুয়ারিকে প্রথম মাস করিলেন।

† এ পর্ব্বত পালাতিনের পূর্ব্বাংশে।

দেবের এক মন্দির স্থাপন করিলেন—তদ্দ্বারা দেশে যুদ্ধ হইতেছে কি না তাহা জানা যাইতে পারিত—দ্বার রুদ্ধ থাকিলে বুঝাইত যে রাজ্যে যুদ্ধ হইতেছে—খোলা থাকিলে লোকে জানিতে পারিত যে চতুর্দ্দিক্স্থ জাতির সহিত সংমিলন আছে * অপর ত্রিচত্বারিংশৎবর্ষ রাজ্য করিয়া নুমা রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

টলস হস্তিলিয়স।

(খ্রী. পূ. ৬৭০) নুমার মরণানন্তর টলস হস্তিলিয়স রাজা হয়েন। তিনি পুনর্ব্বার যুদ্ধের প্রসক্তি বিধান করিলেন, ও রোম নগর হইতে ছয় ক্রোশ দূরস্থ আল্বানদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং বিয়া ও ফিদিনা নগরীয় লোকদের যুদ্ধে জয়ী হইলেন, বিয়া নগর রোম হইতে তিন ক্রোশ ও ফিদিনা নয় ক্রোশ অন্তরে ছিল। এই রাজার সময়ে সিলিয়স পর্ব্বতের সংযোগে রোম নগরের বৃদ্ধি হয়।

আল্বানদের সহিত যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা হোরেশস ও কিউরেশস নামক প্রসিদ্ধ বীরদের যুদ্ধে বিখ্যাত হয়। দুই দলস্থ সৈন্য যুদ্ধ সজ্জাতে উপস্থিত হইয়া অস্ত্রক্ষেপ আরম্ভ করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আল্বান সেনাধ্যক্ষ কহিলেন যে দুই এক জন বীর স্বতন্ত্র যুদ্ধ করিয়া বিগ্রহ সমাপ্ত করুক—তাহাতে রোমানেরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। অপর তৎকালীন প্রত্যেক সৈন্য দলের মধ্যে তিন যমজ ভ্রাতা ছিল, রোম

* লিবি ১ সর্গ।

দেশীয় তিন জনের প্রত্যেকের নাম হোরেশস, আর আল্বা-দেশীয় তিন জনের নাম কিউরেশস। ইহারা সকলেই সাহস বিক্রম ও শৌর্য্যে অতি প্রধান ছিল, তাহাতে ইহাদের উপর যুদ্ধ সম্পন্ন করিবার ভার অর্পিত হইল। পরে এই কএক জন বীর একত্র হইয়া আপন২ প্রাণের কোন ভয় না করিয়া কেবল শত্রু বিনাশার্থেই যত্ন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকস্থ দর্শকেরা তাহাদের পরস্পর অস্ত্রাঘাত দেখিয়া কাতর হইয়া আপনারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিল। পরে দৈবক্রমে রণ স্থলের এই বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা হইল। কোন্ পক্ষে জয় হইবে তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সংশয়ের বিষয় থাকিলেও এক্ষণে রোমানদের প্রতিকূলে মীমাংসা হইবে এমত বোধ হইতে লাগিল, কেননা তাহাদিগের দুই জন বীর পঞ্চত্ব পাইয়া ধূলায় পড়িয়াছিল, এবং একজন মাত্র যে অবশিষ্ট ছিল তাহাকেও নষ্ট করিবার জন্য বিপক্ষ তিন বীর আঘাত পাইয়া ক্ষত হইলেও ধীরে২ পশ্চাৎ ধাবমান হইল, তখন সে পলায়ন করত যেন শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু এ পলায়ন কেবল ছল মাত্র তাহা শীঘ্র বোধ হইল, কেননা তিন জন শত্রুকে একত্র আক্রমণ করিতে পারিবেক না ইহা বুঝিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিবার অভিপ্রায়ে পলাইতেছিল তাহা তখন প্রকাশ পাইল। অতএব পলাইতে২ হঠাৎ ফিরিয়া অতি নিকটস্থ যে কিউরেশস পশ্চাৎ আসিতেছিল তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিল, এবং ঐ মৃত ব্যক্তিকে আনুকূল্য করিবার জন্য অন্য এক ভ্রাতা আসিতেছিল তাহারও সেই গতি হইল। এইক্ষণে একজন

মাত্র কিউরেশস অবশিষ্ট রহিল, সেও আঘাত পাইয়া ক্ষত ও বহু ক্লান্ত হইয়া শীঘ্র পরাজিত হইল। তাহাকে বধ করিবার সময় হোরেশস চিৎকার ধ্বনি পূর্ব্বক কহিলেন;— "আমার পরলোক প্রাপ্ত দুই ভ্রাতার উদ্দেশে দুই শত্রুকে বলিদান দিয়াছি এবং আমার দেশের উদ্দেশে এই তৃতীয় বলি উৎসর্গ করিতেছি" এই কথা বলিয়া তাহাকে রোমানদের প্রাধান্যের বলি স্বরূপ বধ করিল। আল্বানেরা ইহা দেখিয়া রোমানদের আজ্ঞার বশীভূত হইল*॥

টলস হস্তিলিয়স দ্বাত্রিংশৎবৎসর রাজ্যভোগ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন—তিনি বজ্রাঘাতে নিজগৃহের সহিত দগ্ধ হন†।

আঙ্কস মার্সিয়স।

(খ্রী. পূ. ৬৩৮) ইহার পর নুমারাজার দৌহিত্র আঙ্কস মার্সিয়স নামে এক ব্যক্তি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন, ইনি লাটিন দিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন ও অবেন্তিন এবং জানিকুলম পর্ব্বতদ্বয় নগরের অন্তর্গত করেন, ও রোম নগর হইতে অষ্টক্রোশ দূরস্থ অস্তিয়া পুরী সমুদ্রতীরে নির্ম্মাণ করিলেন, পরে চতুর্বিংশতি বৎসর রাজ্যকরত রোগদ্বারা পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

প্রিস্কস টারকুইন।

(খ্রী. পূ. ৬১৪) অনন্তর প্রিস্কস টারকুইন নামক একজন বিদেশী, রাজবংশ অথবা রোমীয় কি সাবিন জাতি হইতে

---

* গোল্ডস্মিথ।

† কেহ২ কহে তাঁহাকে গোপনে বধ করিয়াছিল।

উৎপন্ন না হইলেও, রাজ্য গ্রহণ করিলেক। ইহাঁদ্বারা সেনেটরদের সংখ্যা দ্বিগুণ হইল, অর্থাৎ পূর্ব্বে একশত ছিল এক্ষণে দুইশত হইল, এই রাজা রোম নগরে সর্কস নামক ক্রীড়াগার নির্ম্মাণ করিয়া মল্লযুদ্ধাদি নানাপ্রকার খেলা স্থাপন করিলেন। ইনি সাবিনদিগকেও পরাজয় করিয়া তাহাদের অনেক ভূমি বলদ্বারা গ্রহণ করত রোমরাজ্যে মিশ্রিত করিলেন, ইনি সর্ব্বাগ্রে জয়যাত্রা ও আড়ম্বর পূর্ব্বক নগরমধ্যে প্রবেশ করেন, এই নৃপতি প্রাচীর ও নর্দ্দমা নির্ম্মাণ করেন এবং কাপিটলনামক মন্দির ও দুর্গের পত্তন করেন। পরে অষ্টাত্রিংশৎবৎসর রাজ্য করিয়া আঙ্কস রাজার পুত্রদের কর্ত্তৃক হত হইলেন, আঙ্কস ইহার অগ্রসর রাজা, তাঁহার বিষয় পূর্ব্বে কহিয়াছি।

সর্বিয়স টলিয়স।

(খ্রী. পূ. ৫৭৬) টারকুইন প্রিস্কস মরিলে পর তাঁহার জামাতা সর্বিয়স টলিয়স রাজা হইলেন, ইনি উত্তম কুলোদ্ভবা কিন্তু হৃতা ও দাসী এমত এক স্ত্রীলোকের পুত্র। এই রাজাও সাবিনদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এবং কুইরিনাল বিমিনাল ও এস্কুইলিন নামক তিন পর্ব্বত নগরের সহিত মিলিত করিলেন, ও প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিলেন। সকল রাজাদের মধ্যে প্রথমতঃ ইনি সেনসস অর্থাৎ লোকসংখ্যার বিধান স্থাপন করিলেন, এপ্রকার সংখ্যার নিয়ম ভূমণ্ডলে পূর্ব্বে কেহ জানিত না। অতএব সংখ্যা সমাপ্ত হইলে দেখা গেল যে রোমরাজ্যে যাহারা কৃষি কর্ম্ম করিত তাহাদের সমেত চতুরশীতি সহস্র রোমীয় লোক ছিল।

সর্বিয়স টলিয়সের এক কন্যা পূর্ব্বোক্ত টারকুইনের এক পুত্রকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম টারকুইন স্থপর্ব্বস। ইহারা স্ত্রীপুরুষে অতিদুরন্ত ছিল আর ইহাদের অত্যাচারে ও দুষ্ট চেষ্টাতে রাজা পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজ্য করিয়া হত হইলেন।

টারকুইন স্থপর্ব্বস।

(খ্রী. পূ. ৫৩২) শ্বশুরের হত্যার পর লুসিয়স টারকুইন স্থপর্ব্বস দেশাধিপত্য গ্রহণ করিলেন, ইনি সপ্তম ও সর্ব্বশেষ রাজা। বলসিয় জাতি যাহারা কাম্পেনিয়ার পথে নগর হইতে অধিক দূরস্থ নয় তাহাদিগকে এই টারকুইন জয় করিয়া গবিয় ও স্থএস্‌সা পমিসিয়া পুরী হরণ করিলেন, তিনি টস্কানদের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং কাপিটলে জোবদেবের মন্দির স্থাপন করিয়া দিলেন। অনন্তর নয় ক্রোশ দূরস্থ আর্ডিয়া নামক এক নগর আক্রমণ করিবার সময় তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, কেননা সেক্‌সটস টারকুইন নামে তাহার পুত্র, অতিথির ছলে কোলেতিনস নামে এক মহৎকুলশীল ব্যক্তির গৃহে রাত্রিযোগে যাইয়া লুক্রিসিয়া নাম্নী তাহার স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছিল, তাহাতে সেই পতিব্রতা নারী আপন স্বামী ও পিতা ও অন্যান্য বন্ধুগণকে ডাকিয়া তাহাদের সম্মুখে বিলাপ করিতে২ ছুরিকাদ্বারা আত্মহত্যা করিলেন, পরে তাঁহার পিতা লুক্রিসিয়স ও পতি কোলেতিনস এবং ব্রুতস নামক তাহাদের একজন বন্ধু সমস্ত নগরবাসির নিকট এই অত্যাচারের বিষয়ে বক্তৃতা করিলে সকলে এমত ক্রুদ্ধ হইল যে টারকুইনকে রাজপদ হইতে তৎক্ষণাৎ রহিত করিল।

ব্রুতুস লুক্রিসিয়ার মৃতদেহ লোকদের সমাজে লইয়া টার-কুইনের অন্যান্য দুর্বৃত্তির বিষয়ে অনেক বক্তৃতা করিয়া পরে এইরূপ কহিলেন—

হে রোমানেরা দেখ—ঐ শোকান্বিত দর্শনে চক্ষুঃপাত কর! এই লুক্রিসিয়সের কন্যা—কোলেতিনসের স্ত্রী—ইনি আপন হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!—দেখ কেমন সাধ্বী স্ত্রী!—ইহাঁকে টারকুইন কামুক হইয়া আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞাতে প্রবৃত্ত করাইল—ইনি আপনার নির্দ্দোষিতা প্রকাশার্থে এমত কর্ম্ম করিলেন—সেক্‌সটস টারকুইন ইঁহার স্বামির জ্ঞাতি একন্য ইনি তাহার প্রতি আতিথ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে এ অবিশ্বাসি অতিথি পশুর ন্যায় ইঁহাকে বলাৎকার করিল—লুক্রিসিয়া প্রতিব্রতা ও মহানুভবা, অতএব এমত অপমানের পর আর বাঁচিতে পারিলেন না—হায় কেমন তেজস্বিনী নারী!—একবার মাত্র মর্য্যাদার হ্রাস হওয়াতে ইনি প্রাণকে দুঃসহ বোধ করিলেন।—লুক্রিসিয়া স্ত্রী হইয়া অত্যাচারির কামেতে সমর্পিত জীবনকে হেয় করিলেন;—তবে আমরা পুরুষ হইয়া এমত মহাত্মক কার্য্য চক্ষে দেখিয়া এবং পঞ্চবিংশতি বৎসর লজ্জা ও দাসত্ব ভোগ করিয়া কি নিশ্চল থাকিব?—আমরা কি এমত ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে আপনাদের স্বাধীনতার প্রয়াস করিতে আর এক মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব করিতে পারি? না—রোমানেরা—এমত কখনও হইবে না—আমাদের শুভ কাল এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে—যে সুযোগের নিমিত্তে আমরা অনেক দিবস প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম তাহা সম্প্রতি উপস্থিত—কেননা টারকুইন এক্ষণে রোম নগরে নাই—এবং কুলীন

বর্গেরা আপনারাই এ কর্ম্মের অধ্যক্ষতা স্বীকার করিয়াছেন,—নগরের মধ্যে আমাদের লোকের অভাব নাই, অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যও যথেষ্ট আছে—অতএব আমাদের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তে কিছুর অভাব নাই যদি আপনারা সাহসে ত্রুটি না করি। তবে ঐ মহা২ বীর যাহারা বিদেশি শত্রু জয় করণ কালে এমত বিক্রম দেখাইয়াছে এবং অত্যাচারি রাজার আকাঙ্ক্ষা লোভ ও অভিলাষ পূর্ণ করণার্থে সত্বর হইয়া দিগ্বিজয় করিয়াছে তাহারা কি আপনাদিগকে ঘোর দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার সময়েই কেবল ভয়াকুল হইবে? তোমাদের মধ্যে কি কেহ২ টারকুইনের শাসনাধীন সৈন্য দেখিয়া ভয় পাইতেছে? তোমরা কি মনে কর যে সৈন্যস্থ লোকেরা রাজার দলস্থ হইয়া যুদ্ধ করিবে? এমত অমূলক ভয়কে মনে স্থান দিও না। স্বাধীনতার ইচ্ছা স্বভাবতঃ সকলেরি আছে।—যাহারা যুদ্ধার্থে এক্ষণে অস্ত্রধারি হইয়া শিবিরে বাস করিতেছে তাহারাও ঐ অত্যাচারি রাজার দুর্বৃত্ততার ভার তোমাদের ন্যায় দুঃসহ বোধ করে, এবং এমত দাসত্ব ত্যাগ করিবার সুযোগ শুনিবা মাত্র সত্বর হইয়া তোমাদের সপক্ষ হইবে। কিন্তু যদিও তাহাদের মধ্যে কেহ২ নীচাত্মা হইয়া অথবা কুসংস্কারে পড়িয়া এই অপকৃষ্ট দুরাত্মার অনুকূল হয় তথাপি এমত লোকের সংখ্যা অত্যল্প জানিবা; এবং আমরা শীঘ্র তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে পারিব—কেননা তাহাদের প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় এমত বস্তু আমাদের হস্তে বন্ধক স্বরূপ আছে—তাহাদের পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্রাদি সমুদয় এই নগরের মধ্যে আমাদের হস্তে আছে—তবে হে

রোমানেরা সাহস কর—দেবতারা আমাদের পক্ষ আছেন—এই পাপিষ্ঠ টারকুইন নর হত্যাতে রক্তাক্ত ও অশুদ্ধ হস্তে বলিদান ও উৎসর্গ করিয়া যে দেবতাদের মন্দির ও বেদি অপবিত্র করিয়াছে এবং যাঁহারা তাহার অসংখ্য প্রজাপীড়ন দোষে ক্রুদ্ধ আছেন সেই দেবতারাই আমাদের পক্ষ জানিবা”*।

এই২ বক্তৃতা শুনিয়া লোকে এমত কুপিত হইল যে তৎক্ষণাৎ টারকুইনকে পদচ্যুত ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে স্থির করিল। অনন্তর রাজার সহিত যে সৈন্য আর্ডিয়া নগর আক্রমণ করিতেছিল তাহারাও এই সকল বার্ত্তা গোপনে শুনিয়া রাজাকে ত্যাগ করিল, রাজা মহা বিপদ উপস্থিত দেখিয়া তাহা নিবারণার্থে ত্বরায় রোম নগরে আগমন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লোকেরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিলনা, সুতরাং পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজ্য করিয়া স্ত্রীপুত্রের সহিত টারকুইন পলায়ন করিলেন।

এইরূপে রোম নগরে দুইশত ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসরের মধ্যে সাত জন রাজা হইল আর তখন ঐনগর কোন দিকে সার্দ্ধ সপ্তক্রোশও বিস্তারিত হয় নাই।

(খ্রী. পূ. ৫০৭) টারকুইন বহিষ্কৃত হইলে পর একজন রাজার পরিবর্ত্তে দুইজন কন্সল নামে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। রাজশাসন এপ্রকার রূপান্তর করিবার অভিপ্রায় এই যে যদি দুই কন্সলের মধ্যে একজন অত্যাচারী হয় তবে অন্যজন তুল্যপরাক্রমী হইয়া তাহাকে দমন করিতে

* হেলিকার্ণেসসীয় দাইওনিসিয়স. ৪ সর্গ।

পারিবেক। লোকেরা আরো এক নিয়ম স্থির করিল যে এই শাসনকর্ত্তারা এক বৎসরের ঊর্দ্ধ শাসন করিতে পারিবেক না কেননা পাছে অনেককাল কর্ত্তৃত্ব করিয়া অত্যন্ত দর্পান্বিত হয়, আর একবৎসরের পর সামান্য লোকের ন্যায় হইবে এই ভয়ে যেন সর্ব্বদা নম্র থাকে।

রোমদেশীয় রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহের পুরাতন নিয়ম এইরূপে খণ্ডন হওনে লিবি নামক গ্রন্থকর্ত্তা যথার্থ কহিয়াছেন যে কেবল টারকুইনের অহঙ্কার ও দুষ্টতা প্রযুক্ত এবং লোক সমূহের মধ্যে সভ্যতা ও সুশীলতার বৃদ্ধি হওয়াতে ব্রুতসের রাজ বিরোধাচরণকে নিন্দনীয় কহা যায় না।—টারকুইন রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যদি ব্রুতস এমত রাজ দ্রোহ প্রকাশ করিতেন তবে তাঁহাকে দেশের হিতকারী না কহিয়া বরং মহাশত্রু বলিয়া কলঙ্কিত করিতে হইত, কেননা যে২ অস্থির ও চঞ্চল লোকেরা রোম নগরে বসতি করিয়াছিল তাহারা তখন অজ্ঞানবশতঃ সভ্যতার প্রয়োজন ও গুণ কিছুই বুঝিত না এবং কিরূপ ব্যবহারে ভদ্র সমাজের প্রাবল্য হয় তাহাও জানিত না, সুতরাং রাজাকে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা রাজ্যের ভার লইতে পারিত না।

রাজাকে পদচ্যুত করিবার পর প্রথম বৎসরে লুসিয়স জুনিয়স ব্রুতস, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অতিব্যগ্র হইয়া টারকুইনকে বহির্ভূত করিয়াছিলেন, এবং লুক্রিসিয়ার স্বামী কোলেতিনস, এই দুই-ব্যক্তি কন্সলপদে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু কোলেতিনস অনেক দিবস এ কর্ত্তৃত্ব ভোগ করিতে পারিলেন না; কেননা লোকেরা এক ব্যবস্থা স্থাপন করিল যে টারকুইন নামধারী কোনব্যক্তি

রোম নগরে থাকিতে পারিবেনা, অতএব কোলেতিনস টারকুইন কুলের এক অঙ্গ হওয়াতে তাঁহার উপাধি টারকুইন ছিল এইজন্য তাঁহাকে দেশান্তর হইতে হইল, টারকুইন নামে রোমানদের অত্যন্ত দ্বেষ হওয়াতে তিনি কন্সলত্ব পদ ত্যাগ করিলেন এবং পৈতৃক ধন লইয়া নগর হইতে বাহিরে প্রস্থান করিলেন।

কোলেতিনসকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করণে ব্রুতস বহু যত্ন করিয়াছিলেন, তিনি প্রমত্ত হইয়া বিবেচনা না করিয়া আপন সহকারি ব্যক্তির উপর এমত অভদ্র আচরণ করিয়াছিলেন, এজন্য অনেকে তাঁহার যথার্থরূপে নিন্দা করিয়াছে—এই বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা করিযাছিলেন তাহাতে টারকুইন নামের উপর তাঁহার কি পর্য্যন্ত দ্বেষ তাহা প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার উক্তি এই যথা—"রোমানেরা এমত বিশ্বাস করিতে পারেনা যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে কেননা রাজবংশ এবং রাজার নাম কেবল নগরের মধ্যে নহে কিন্তু শাসনকর্তৃগণের মধ্যেও এখনো আছে—এ অশুভ বিষয় স্বাধীনতা বাধক এবং স্বাধীনতার বিঘ্নকারক; অতএব হে লুসিয়স টারকুইন কোলেতিনস তুমি আপনি স্বেচ্ছাপুর্ব্বক আমাদের এই ভয় দূর কর—তুমি যে রাজাকে বহিষ্কৃত করিয়াছ তাহা আমাদের মনে আছে, এবং তাহা আমরা স্বীকারও করি—তোমার অনুগ্রহ পুর্ণ কর—রাজার নাম এখান হইতে বাহির কর—আমার অনুরোধে দেশীয় লোকেরা কেবল তোমার সমস্ত বিষয় তোমাকে দিবেক এমত নহে, কিন্তু যদি তোমার প্রয়োজন থাকে তবে আরো অনেক সম্পত্তি অকাতরে দান করিবেক

—সদ্ভাবে বিদায় হও—যদিও আমাদের ভয় অমূলক তথাপি তাহা হইতে মুক্ত কর—আমাদের মনে বোধ হইতেছে যে সমস্ত টারকুইন বংশ না গেলে দেশ হইতে রাজপদ লোপ পাইবে না”* এ কথা শুনিয়া কোলেতিনস প্রথমতঃ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দেশত্যাগী হইতে অনিচ্ছু হইলেন, কিন্তু ব্রুতসের বাক্যেতে যে প্রমত্ততা প্রকাশ পাইল তাহা প্রায় সকলেরি অন্তরে উঠিয়াছে ইহা দেখিয়া, এবং আপন শ্বশুর লুক্রিসিয়স ও ব্রুতসের মতস্থ হইয়াছেন তাহা বুঝিয়া রোম নগর হইতে দেশান্তর গমন করিলেন।

কোলেতিনসের পদে বেলিরিয়স পব্লিকোলা কন্সল হইলেন। কিন্তু টারকুইন রাজসিংহাসন ভ্রষ্ট হওয়াতে যুদ্ধারম্ভ করিল, এবং চতুর্দ্দিক হইতে অনেক লোক সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার রাজা হওনার্থে রোম নগর আক্রমণ করিল, প্রথম যুদ্ধে ব্রুতস ও টারকুইনের পুত্র আরন্স মহা কোপে আসিয়া পরস্পর বধ করিল, তথাপি রোমীয় লোকেরা এযুদ্ধে জয়ী হইয়া উঠিল। ব্রুতসের মরণানন্তর রোমীয় নারীগণ তাঁহাকে আপনাদের লজ্জা রক্ষক জানিয়া দেশের সাধারণ পিতা বলিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য শোক করিল, বেলিরিয়স পব্লিকোলা ব্রুতসের পদে লুক্রিসিয়ার পিতা স্পুরিয়স লুক্রিসিয়সকে আপনার সহকারী করিলেন, কিন্তু লুক্রিসিয়স পীড়ায় পঞ্চত্ব পাওয়াতে হোরেশস পুল্‌বিলস কন্সল হইলেন।

এই প্রকারে প্রথম বৎসরে পাঁচজন কন্সল হয়। টারকুইন

লিবি ২ সর্গ।

কোলেতিনস নামের দোষে দেশান্তর গমন করেন, ব্রুতস যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন, এবং লুক্রিসিয়স রোগে মৃত্যু প্রাপ্ত হন, আর দুইজন অবশিষ্ট থাকেন।

দ্বিতীয় বৎসরে টারকুইন রাজ্যে গৃহীত হওনার্থে পুনর্ব্বার রোমীয় লোকদের উপর যুদ্ধ উপস্থিত করেন, টস্কনদের রাজা পোরসেনা তাহাকে সাহায্য দিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল এ যুদ্ধ এমত ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে রোম নগর শত্রুহস্তে পতিত প্রায় হইল কিন্তু অবশেষে পোরসেনা ভয় পাইয়া সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই যুদ্ধে কএক জন রোমীয় এমত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল যে এস্থলে তাহাদের নামোল্লেখ অবশ্য করিতে হইবে। পোরসেনা যুদ্ধ সজ্জাতে তাইবর নদীর পারে আপন পতাকা বিস্তার করিলে রোমানেরা তাঁহার ভয়ে সব্লিসিয়স নামক সাকো দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল—পোরসেনা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া রোম নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, এমত সময়ে হোরেশস ককল্স ও লারশস ও হর্মিনিয়স নামক তিন জন মহাবীর সেতুর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুকে সেতুর উপর আসিতে দিলনা। পরে যুদ্ধ করিতে২ অস্ত্র ভগ্ন হওয়াতে লারশস ও হর্মিনিয়সকে ফিরিয়া যাইতে হইল—কিন্তু হোরেশস ককল্স স্থির থাকিল এবং একক হইয়া সমস্ত শত্রুদলকে সেতু হইতে দূর করিয়া রাখিল—এবং রোম নগরের পারে সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কন্সলদিগকে পরামর্শ দিল—অনন্তর উরু দেশে আঘাত পাইয়া এবং সেতু ভগ্নপ্রায় হইয়াছে তাহা শুনিয়া তিনি নদীতে

ঝাঁপ দিয়া শক্রুরা বাণ বৃষ্টি করিলেও সন্তরণ করিয়া পারে আইলেন। এইরূপে এক জনের সাহসে রোম রাজ্য তৎকালে রক্ষা পাইয়াছিল—সে ব্যক্তি যদি এতাদৃশ বিক্রম প্রকাশ না করিত তবে রোমান সৈন্য পলায়িত হইলে শক্রুরা ঐ সাঁকো-দিয়া সহজে রোম নগরে প্রবেশ করিতে পারিত।

কাইয়স মুসিয়স নামক একজন মহৎকুলোদ্ভব যুবা রোমান এযুদ্ধে আর এক প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল—গোপনে গিয়া পোরসেনাকে বধ করিবে এই অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশে বস্ত্রের মধ্যে এক ছুরিকা লুকাইয়া শক্রুর শিবিরে গমন করিল। রাজার তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখে যে রাজা এক অমাত্যের সহিত বসিয়া আছেন ও চতুর্দ্দিকে মহাসমারোহ। চিনিতে না পারিয়া রাজাবোধে আমাত্যকেই ছুরিকাঘাত করিল। পরে ধৃত হইলে এবং আপন ভ্রান্তি টের পাইলে এবিপত্তি প্রযুক্ত ভীত না হইয়া বরং সাহস পূর্ব্বক কহিল, “আমি একজন রোমান্ নগরবাসী, আমার নাম মুসিয়স, আমি শক্রু হইয়া শক্রু বধের অভিপ্রায়ে আসিয়াছি, আর যেমন তোমাকে বধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম তেমন এক্ষণে মরিতে ও প্রস্তুত আছি, বিক্রম পূর্ব্বক কর্ম্মিষ্ঠ ও সহিষ্ণু হওয়া উভয়ই রোমানের ধর্ম্ম, আর তোমার হিংসা করণ কেবল আমার অভিপ্রায় নহে, আমার ন্যায় এই গৌরবের আকাঙ্ক্ষি অনেকে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া আছে, যদি ইচ্ছা কর তবে এই প্রকার বিবাদের জন্য প্রস্তুত হও তাহাতে প্রত্যেক দণ্ডে তোমাকে প্রাণ সংশয় যুদ্ধ করিতে হইবে—তোমার রাজতাম্বুর দ্বারে-তেই শক্রু এবং খড়্গ আছে, এই প্রকার যুদ্ধের সংবাদ আমরা

রোম্মীয় যুবাগণ তোমাকে দিতেছি, তোমার সৈন্যসামন্তের ভয় নাই, তোমার সাধারণ যুদ্ধের ভয় নাই, কেবল তোমার সহিত আমাদের একে২ এই বিবাদের ব্যাপার হইবে”*। অপর রাজা ক্রোধ ও শঙ্কাতে পূর্ণ হইয়া তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু মুসিয়স স্বয়ং অগ্রসর হইয়া এক জ্বলন্ত অঙ্গারের পাত্রে আপন দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া অনুদ্বেগে দাহ করিতে লাগিল, পরে কহিলেক “দেখ যাহারা গৌরব উপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষাতে থাকে তাহাদের সম্বন্ধে শরীর কিরূপ তুচ্ছ পদার্থ”। পোরসেনা এমত বিক্রম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং শীঘ্র রোমানদের সহিত সন্ধি করিলেন।

রাজার শাসনের নিয়ম খণ্ডন করিবার পর তৃতীয় বৎসরে *টারকুইন দেখিল যে পুনর্ব্বার রাজ্য পাইবার কোন সম্ভাবনা* নাই, এবং পোরসেনাও রোমীয় লোকের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাকে আর সাহায্য দেন না, অতএব টস্কুলনে গমন করিলেক, ঐ নগর রোম নগরের অধিক দূর নহে, এবং সেখানে সস্ত্রীক হইয়া আরও চতুর্দ্দশ বৎসর সামান্য লোকের ন্যায় বাস করিলেক।

রাজ শাসনের রীতি অন্যথা করিবার পর চতুর্থ বৎসরে সাবিনেরা রোমীয়দের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পরাজয় হইল; আর তজ্জন্য এক জয় যাত্রার বিধি হয়। পঞ্চম বৎসরে বেলিরিয়স পব্লিকোলা যিনি ব্রুতসের সঙ্গী ছিলেন ও

---

* লিবি ২ সর্গ।

চতুর্থবার কন্সল হইয়াছিলেন তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ইনি সকলের অতিপ্রিয় ও দেশের অত্যন্ত হিতকারী ছিলেন, আর এমত দরিদ্র হইয়া মরেন যে দেশীয় লোকের ব্যয়ে তাঁহার কবর হয়। স্ত্রীলোকেরা তাঁহার জন্য ব্রুতসের ন্যায় এক বৎসর শোক করিল।

রাজশাসন লোপ হইবাব পর নবম বৎসরে টারকুইনের জামাতা শ্বশুরের অনিষ্ট হেতু লোকদিগকে শাস্তি দিবার জন্য মহা সৈন্য একত্র করিয়া রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, তাহাতে রোম নগরে এক নূতন পদ স্থাপিত হইল, তাহার নাম দিক্তেতরত্ব, এবং তাহা কন্‌সলত্ব হইতেও প্রধান। সেই বৎসরেই অশ্বারূঢের অধ্যক্ষ বলিয়া অন্য এক পদ স্থাপন হইল, সে অধ্যক্ষ দিক্তেতরের আজ্ঞাবহ সহকারী ছিল, লারশস প্রথম দিক্তেতর ও স্পুরিয়স কেশ্যাস প্রথম অশ্বারূঢের অধ্যক্ষ।

রাজশাসন লোপের পর ষোড়শ বৎসরে রোম দেশের সাধারণ লোকেরা সেনেটর ও কন্সলদিগ কর্তৃক যন্ত্রণা পাইতেছে এই ছলে উৎপাত ও দাঙ্গা করিল, এবং সকলে একত্র হইয়া মন্স সেসর নামক পর্ব্বতে পলায়ন করিল, কিন্তু শেষে বহুকষ্টে তাহারা শান্ত হইল, তথাপি সেনেটর এবং কন্সলদিগ হইতে যেন আর দুঃখ না পায় এই জন্য তাহাদের আপনাদের দল হইতে কএক জন বিচারকর্ত্তা ও রক্ষক নিযুক্ত করিবার শক্তি প্রাপ্ত না হইয়া ফিরিয়া আসিল না। এই বিচারকর্ত্তারা লোকদের ত্রিবুন নামে বিখ্যাত হইল।

পর বৎসরে বলসিয়েরা রোমানদিগের বিপক্ষে পুনর্ব্বার

সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্তু রোমীয় পরাক্রমকে খর্ব্ব করিতে না পারিয়া বরং পরাস্ত হওত কোরিওলি নামক আপনাদের অত্যুত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরী হারাইল।

রাজশাসন লোপের পর অষ্টাদশ বৎসরে কুইন্টস্ মারশস নামক এক মহাবীর যিনি উক্ত কোরিওলি পুরী বলসিয়দিগ হইতে হরণ করিয়াছিলেন ও এইজন্য যিনি কোরিওলেনস উপাধি পাইয়াছিলেন, তিনি রোমীয় লোকদের মধ্যে অতি অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাহারা তাঁহার উপর এমত ক্রুদ্ধ হইল যে প্রায় একান্তঃকরণ হইয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে আজ্ঞা দিল, অতএব তিনি অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া নিজ পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশীয় শত্রুদের সমীপে গমন করিলেন এবং বলসিয়দিগকে রোম নগর সংহারার্থ সাহায্য দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিল এবং আপনাদের অধ্যক্ষ করিয়া রণে প্রবৃত্ত হইল, এইরূপে রোম নগরের আড়াই ক্রোশ পর্য্যন্ত আসিয়া স্বদেশ নাশ করিতে উদ্যত হইলেন, সেনেটরেরা তাঁহার ক্রোধ শান্তিজন্য ও স্বদেশের প্রতি তাঁহার দয়াদৃষ্টি করণার্থে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিল তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিলেন। পরে তাঁহার মাতা বিতুরিয়া ও স্ত্রী বলম্নিয়া অন্যান্য কএক নারীগণের সহিত তাঁহার শিশুপুত্রকে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করত স্বদেশীয় বিপদের নিমিত্তে রোদন করিতে লাগিল, বৃদ্ধাজননীর ও সাধ্বী স্ত্রীর অশ্রুপাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, অতএব রোম নগরের নিকট হইতে শত্রুকে দূরে লইয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার দেশীয় লোকেরা

রক্ষা পাইল, কিন্তু তিনি আপনি বল্সিয়দের হস্তে হত হইলেন, ইনি টারকুইনের পর স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সিসো ফেবিয়স ও তাইতস বরজিনিয়স কন্সল হইলে তিনশত ফেবিয় গোষ্ঠীর মহৎ কুলীন বিয়া নগরের প্রতিকূলে আপনারা একাকী যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, আর নিজ হস্তে সমস্ত যুদ্ধ শেষ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, অতএব এই প্রধান লোকেরা প্রত্যেকে এক২ মহাসৈন্যের অধ্যক্ষ হইতে সক্ষম হইলেও সকলেই এইরূপ যুদ্ধেতে প্রাণ হারাইল, এই মহৎ গোষ্ঠীর কেবল একজন পুরুষ অবশিষ্ট রহিল, তাহাকে বাল্যাবস্থা-প্রযুক্ত যুদ্ধে লইয়া যাইতে পারে নাই। পরে নগরের মধ্যে লোক সংখ্যা হইলে প্রকাশ হইল যে এক লক্ষ ঊনবিংশতি সহস্র প্রধান লোক আছে।

পর বৎসরে বলসিয় ও ইকিয় নামক জাতিরা রোমীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া নগর হইতে ছয়-ক্রোশ দূরে অল্‌গিদ পর্ব্বতে তাহাদিগকে বেষ্টন করিল,তাহাতে লুসিয়স কুইণ্টস সিনসিনেটস্ নামক এক ব্যক্তি দিক্তেতর পদে নিযুক্ত হইলেন, এ ব্যক্তির চারি বিঘা ভূমি থাকাতে স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিতেন। শ্রমে ঘর্ম্মার্দ্রকলেবর হইয়া কৃষি কার্য্যে রত আছেন এমত সময়ে ঐ উক্ত মহাপদ গ্রহণের ভার তাঁহার উপর আইল, তাহাতে ঘর্ম্ম মুচিয়া তোগা প্রিতেক্‌স্তা নামক দিক্তেতরীয় বস্ত্র পরিধান করিলেন ও রণস্থলে গিয়া শত্রু বিনাশ করিয়া স্বদেশীয় সৈন্য রক্ষা করিলেন।

(খ্রী. পূ. ৪৫০) নগর নির্ম্মাণ হইবার পর তিন শত এক বৎসরে

কন্সল দ্বারা শাসনের রীতি লোপ হইল আর দুইজন কন্সলের পরিবর্ত্তে দশজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইল ইঁহারা সর্ব্বাধিপত্য পাইয়া দিশেম্‌বির নামে খ্যাত হইলেন, রাজ্য শাসন পুনর্ব্বার রূপান্তর হইবার কারণ এই যে গ্রীক দেশীয় এথেন্স নগর হইতে ব্যবস্থা আনীত হয়, সেই ব্যবস্থা সংগ্রহ করণার্থ দিশেম্‌বির নামে দশজন প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত করা যায়, ঐ ব্যবস্থা হইলে পরে দ্বাদশ তক্তি নামে খ্যাত ব্যবস্থার সংগ্রহ হয় এবং তাহা অবশেষে ইউরোপীয বিচার শাস্ত্রের মূল হইয়া উঠিল।

প্রথম বৎসরে ইহারা উত্তমরূপে রাজশাসন করিল, কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে আপিয়স ক্লদিয়স নামক একজন দিশেম্‌বির দারুণ অত্যাচার করিল। লাটিনদের বিরুদ্ধে অলগিদপর্ব্বতে যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহার মধ্যে বর্জিনিয়স নামক একজন সাহসী বীর ছিল। ইহার এক যুবতী কন্যা নগরের মধ্যে গৃহে থাকিত, সেই অবলা কুমারীকে উক্ত আপিয়স দিশেম্‌বির কামাতুর হইয়া গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিল, কিন্তু পেতৃসিয়ান অর্থাৎ মহাকুলীন হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে পারিল না, অতএব ছলদ্বারা ভ্রষ্ট করিতে স্পৃহা ও যত্ন করিল, বর্জিনিয়স তাহা শুনিয়া শীঘ্র নগরে আসিয়া কন্যাকে লম্পট দিশেম্‌বিরের হস্তে পতিতা প্রায় দেখিয়া এবং সতীত্ব ভ্রংশ ও এইরূপ কৌমার হরণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ এমত জ্ঞান করিয়া তাহাকে হঠাৎ অস্ত্রাঘাতে বিনাশ করিল। পরে রণস্থলে যাইয়া সমস্ত সৈন্যের নিকট দিশেম্‌বিরের দৌরাত্ম্য প্রচার করত তাহাদের মধ্যে এক উপপ্লব উঠাইল। তাহাতে দিশেম্‌বিরগণ পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত হইল।

নগর নির্ম্মাণানন্তর তিনশতপঞ্চদশ বৎসরে ফিদিনীয়েরা রোমানদের প্রতিকূলে পুনারায় যুদ্ধ করিল। বিয়ান লোকেরা আপনাদের রাজা টলমনসের শাসনে তাহাদের সাহায্য করিল। এ উভয় জাতি রোমনগরের এমত নিকট যে এক জাতি সার্দ্ধ তিন ক্রোশ অন্য জাতি নয় ক্রোশ মাত্র দূর ছিল। বলসিয়েঁরাও ইহা-দের সহিত মিলিল, কিন্তু মার্কস ইমিলিয়স তাহাদের দমন করিতে দিক্তেতর ও লুসিয়স কুইন্টস সিনসিনেটস অশ্বারূঢেব অধ্যক্ষ হইলে তাহারা পরাজিত হইল ও রাজাপর্য্যন্ত হারাইল। ফিদিনীয়দের নগর গৃহীত হইয়া নষ্ট হইল,। কিন্তু বিয়ানেরা বিংশতি বৎসর পরে পুনর্ব্বার সংগ্রাম করে, তাহাতে ফুরিয়স কমিলস দিক্তেতর হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের নগর কিঞ্চিৎকাল বেষ্টন করত সংহার করিলেন। এইরূপে ইতালির অতি প্রাচীন ও নানা ধন রত্নেতে পূর্ণা নগরী নষ্ট হইল তৎপরে কমিলস ফালিসিদের পুরীও লইলেন, ইহাও ঐরূপ অতি মহৎ ছিল।

ফালিসিদের সহিত যুদ্ধে কমিলস যেমত সৈন্যের প্রতাপ প্রযুক্ত জয়ী হইয়াছিলেন তদপেক্ষা তাঁহার আপন চরিত্রের গুণে অধিক কৃতার্থ হয়েন। ফালিসিরা গ্রীক দেশীয় নিয়মানুসারে দেশের সমস্ত বালককে এক জন অধ্যাপকের হস্তে সমর্পণ করিত, তাঁহার শাসনে ইহারা সকলে নানাপ্রকার সৎশিক্ষা পাইত এবং আপন২ বয়ঃক্রমানুসারে শারীরিক কুশলের নিমিত্ত গ্রাম পর্য্যটনাদিও করিত—অতএব রোমান সৈন্য প্রাচীরের বাহিরে যুদ্ধার্থে রহিয়াছে এমত সময়ে ঐ নগ-রের অধ্যাপক প্রধান২ বসতিদের বালকদিগকে ভুলাইয়া

একেবারে কমিলসের তাম্বুতে লইয়া গিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিয়া কহিল দেখ এই বালকগণকে তোমার হস্তে দেওয়াতে নগর পর্য্যন্ত সমর্পিত হইল।—কমিলস এমত অবিশ্বাসির কথা শুনিয়া মহা বিরক্ত হইয়া বালকদের হস্তে এক২ কোঁড়া দিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ঐ অধ্যাপককে মারিতে২ নগরে লইয়া যাইতে কহিলেন। ফালিসিরা এমত সৌজন্য দেখিয়া আপনারাই রোমানদের শরণাগত হইয়া কহিল "আমরা অস্ত্র শস্ত্রের বলেতে পরাভূত না হইয়া বরং ধর্ম্মের বলদ্বারা অধীন হইতেছি"।

কিন্তু দেশের এমত উপকার করিলেও মহাবীর কমিলসের প্রতিকূলে অনেক অপবাদ উঠিতে লাগিল। তাঁহার বিপক্ষেরা কহিল যে তিনি সংহৃত নগরের লুঠ যথার্থরূপে বণ্টন করেন নাই, অতএব তাঁহাকে এই অপবাদে দোষী করিলে তিনি দেশত্যাগী হইলেন।

সেই সময় সিননগালীয় লোকেরা ব্রেনস নামক অধ্যক্ষের শাসনে ইতালি প্রবেশ করিয়া রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল, এবং রোমান সৈন্যকে পরাজয় করিয়া নগরের সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে আলিয়া নদী পর্য্যন্ত পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পরে রোমও অধিকার করিল, রোমানেরা নগরের মধ্যে কাপিটল বিনা আর কিছু তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। অনন্তর এ দুর্গও তাহারা বেষ্টন করিল, ও রোমানেরা খাদ্য দ্রব্যাভাবে দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল, এমত সময়ে কমিলস যিনি দেশত্যাগী হইয়া এক নিকটস্থ নগরে ছিলেন তিনি গালীয়

লোকদের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষার্থে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহা-দিগকে পরাস্ত করিলেন। কাপিটল বেষ্টন করিবেক না এই পণে তাহারা যেধন প্রাপ্ত হয় তাহা লইয়া পলাইতেছিল, কিন্তু কমিলস পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগের উপর এমত ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করিলেন যে রজত কাঞ্চন যাহা পাইয়া ছিল ও অন্যান্য যুদ্ধের চিহ্ন এবং অস্ত্র শস্ত্র যাহা লুঠ করিয়াছিল সকল হারাইলেক, এইরূপ তৃতীয়বার জয়ধ্বনির সহিত তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন ও দ্বিতীয় রমুলস ও দেশ নির্ম্মাণ কর্ত্তা বলিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইলেন।

---

২ অধ্যায়।

নগর নির্ম্মাণ হওনানন্তর তিনশত পঁয়ষষ্টি বৎসরে এবং গালীয়দের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পর প্রথম বৎসরে রাজকীয় পদের পরিবর্ত্ত হইল, দুইজন কন্সল নিযুক্ত না করিয়া লোকেরা উহাদের সদৃশ শক্তি বিশিষ্ট সৈন্যের ট্রিবুন নামক কএক জন অধ্যক্ষ স্থাপন করিল। এই অবধি রোমীয় রাজ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কেননা কমিলস সেই বৎসরে বলসিয়দের নগর জয় করিলেন, ইহারা সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত রোমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, আর ঐ মহাবীর ইকুইদের এবং স্তুত্রিনদেরও পুরী সংহার করিলেন এবং উহাদের সমস্ত সৈন্য নষ্ট করিয়া উক্ত নগর সমুহ রোমানদের অধিকারে আনিলেন, এবং তিনবার জয়ধ্বনিতে স্বদেশে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে প্রিনেষ্টিরা যুদ্ধ করত রোম নগরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তাইতস কুইন্টস সিনসিনেটস তাহাদিগকে আলিয়া নদী পর্য্যন্ত তাড়না করিয়া তাহাদের পরাজিত দেশ রোমরাজ্যে মিশ্রিত করিলেন এবং প্রিনেষ্টি পুরীও আক্রমণ করিয়া অধীনা ও করদায়িনী করিলেন, এসমস্ত ব্যাপার বিংশতি দিনের মধ্যে তাঁহা কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হয় এবং তাহার জন্য এক জয় যাত্রার বিধি হইল।

সৈন্যের ট্রিবুনদের পদ অনেক কাল রহিল না কেননা কিছু দিনের পর লোকেরা আর কাহাকেও এপদে নিযুক্ত করিল না, এবং চারি বৎসর এমত প্রকারে গত হইল যে নগরে কোন মহৎপদ থাকিলনা, অনন্তর সৈন্যের ট্রিবুন পুনশ্চ নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত রহিল, পরে পূর্ব্ববৎ কন্সল আরবার নিযুক্ত হইল।

লুসিয়স জেনুসিয়স ও কুইন্টস সর্ব্বিলিয়স কন্সল হইলে কমিলস প্রাণত্যাগ করিলেন। দ্বিতীয় রমুলসের ন্যায় লোকেরা তাঁহার সম্ভ্রম করে।

গালীয়েরা ইতালি পর্য্যন্ত আগমন করিলে তাইতস কুই-ন্টস দিক্তেতর পদ পাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইহারা নগরের দুই ক্রোশ দূরে অনিয়ন নদীর অপর পার অবধি আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। এই যুদ্ধের সময়ে একজন গালীয় স্পর্দ্ধা করত কহিয়াছিল যে যদি রোমানদের মধ্যে কোন বীর থাকে তবে আসিয়া আমার সহিত একাকী যুদ্ধ করুক, একথা শুনিয়া মহা কুলোদ্ভব তাইতস মানলিয়স অগ্রসর হইয়া তাহাকে একাকী যুদ্ধ দিয়া বধ করিলেন ও তাহার সুবর্ণ

হার হরণ করিয়া আপন গলদেশে পরিলেন, তাঁহাতে উহাঁর ও উহাঁর বংশের তর্কোএতস * উপাধি হইল, আর গালীয়েরা বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিল ও পরে কাইয়স সলপিসিয়স দিক্তেতর দ্বারা পরাস্ত হইল। অল্পকাল বিলম্বে টস্কানেরা কাইয়স মারসিয়স কর্ত্তৃক পরাভূত হইল এবং যুদ্ধে ধৃতদের মধ্যে সপ্ত সহস্র লোক জয় যাত্রাতে নীত হইল।

পুনর্ব্বার লোক সংখ্যা হইল। লাটিনেরা বোমানদের অধীন হইবাতে সৈন্য প্রস্তুত করণার্থে লোক দিতে অসম্মত হইল তাহাতে কেবল রোমান জাতি হইতে যুবা লোক মনোনীত করিয়া দশ দল সৈন্য স্থাপন করা গেল, ইহার মধ্যে ষষ্টি সহস্র, বরং অধিকও, যোদ্ধা ছিল, রোম রাজ্য এক্ষণে ক্ষুদ্র হইলেও এমত বহু সংখ্যক সৈন্য প্রস্তুত করিতে পারিত এই সমস্ত সৈন্য লুসিয়স ফুরিয়স কমিলসের অধ্যক্ষতাতে গালীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। তখন গালীযদেব মধ্যে এক জন আসিয়া আপনার সহিত একাকী যুদ্ধ কবিতে রোমানদের মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আহ্বান করিল, তাহাতে এক জন সৈন্যের ট্রিবুন মারকস বেলিরিয়স যুদ্ধ দিতে অগ্রসর হইলেন। রণসজ্জাতে বাহির হইবার সময় একটা কাক আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তের উপর বসিল, এবং গালীয়ের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইলে ঐ কাক পক্ষ ও নখের দ্বারা গালীয়ের চক্ষে এমত আঘাত করিল যে গালীয় উত্তমরূপে দৃষ্টি করিতে পারিল না, তাহাতে বেলিরিয়স তাহাকে বধ করিয়া জয়ী হই-

---

* তর্কোএতস এক লটিন কথা—ইহার অর্থ গলায় হার

লেন, আর ঐ কাকের আশ্চর্য্য ব্যাপারের জন্য কর্ব্বিনস * উপাধি পাইলেন এবং এই বীরত্ব হেতু ত্রয়োবিংশতি বৎসর মাত্র বয়স্ক হইলেও কন্সল পদে অভিষিক্ত হইলেন।

পূর্ব্বে লাটিনেরা সৈন্য স্থাপন করণার্থে লোক দিতে সম্মত হয় নাই কিন্তু এক্ষণে আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল যে দুই জন কন্সলের মধ্যে এক জন তাহাদের জাতি হইতে আর এক জন রোমান লোক হইতে মনোনীত হয়, এ কথা গ্রাহ্য না হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতে লাটিনেরা পরাস্ত হইল, এবং তাহাদের দমন জন্য এক জয় যাত্রা স্থির হইল, আর এ যুদ্ধে কন্সলদের বীরত্ব প্রকাশ হওয়াতে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি মঞ্চের উপর স্থাপিত হইল।

এক্ষণে রোমীয় লোকেরা মহা পরাক্রান্ত হইতে লাগিল। নগরের প্রায় পঞ্চ ষষ্টি ক্রোশ দূরে সামনিতদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইহারা পিসিন ও কাম্পেনিয়া ও আপুলিয়া দেশের মধ্যস্থলে বাস করিত। এ যুদ্ধে লুসিয়স পেপিরিয়স কর্‌সর দিক্তেতর হইয়া প্রেরিত হইলেন। ইনি নগরে পুনরা গমন করত অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ কুইন্টস ফেবিয়স মাক্সিমসকে রণস্থলে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যেন তাঁহার অনুপস্থিতে যুদ্ধ না করে, কিন্তু এক উপযুক্ত অবকাশ পাওয়াতে কুইন্টস ফেবিয়স আপন বুদ্ধিতে উত্তম যুদ্ধ করিয়া সামনিতদিগকে নষ্ট করিলেন, পরে শাসন কর্ত্তার নিবারণ অমান্য করিয়া আজ্ঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া-

---

* কর্বস শব্দ লাটিন ভাষাতে কাককে বুঝায়।

ছিলেন এজন্য দিক্তেতর তাহার মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু সেনাগণ ও অন্যান্য লোকে এতাদৃশ বীর ও জয়-কারির দণ্ড করিতে দিল না, বরং ঐ মস্তক ছেদন আজ্ঞা শুনিয়া এমত কলহ করিল যে দিক্তেতর স্বয়ং অনেক কষ্টে আপন প্রাণ রক্ষা করিলেন।

অনন্তর তাইতস বিতুরিয়স ও স্পুরিয়স পস্থুমিয়স কন্সল হইলে সামনিতেরা রোমানদিগকে মহা অপমান পূর্ব্বক পরাজয় করিয়া যুগতলে গমন করাইল। রোমান কন্সল প্রাণভয়ে তাহাদের সহিত সন্ধি করিল, কিন্তু সেনেটর ও নগর বাসিরা এ অশুভ সংবাদ পাইয়া ঐ লজ্জাস্পদ সন্ধি অগ্রাহ্য করিল, তাহাতে পুনশ্চ যুদ্ধারম্ভ হওয়াতে লুসিয়স পেপিরিয়স কন্সল হইয়া সামনিতদিগকে পরাস্ত করিয়া সাত হাজার লোককে যুগতলে গমন করাইলেন। পরে পেপিরিয়স মহাবীর্য্য প্রকাশ করাতে জয়যাত্রা করিতে অনুমতি পাইলেন, এই সময়ে আপিয়স ক্লদিয়স সেন্সর হইয়া ক্লদিয়া নামক নালা ও আপিয়া নামক রাজমার্গ সমাপ্ত করিলেন।

পুনশ্চ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সামনিতেরা কুইন্টস ফেবিয়স মাক্সিমসকে তিন হাজার সেনা বধ পূর্ব্বক পরাজয় করিল। পরে তাঁহার পিতা তাঁহার সহকারী হইলে তিনি সামনিতদিগকে পরাজয় করিলেন ও তাহাদের অনেক নগর অধীন করিলেন, অনন্তর পব্লিয়স কর্ণিলিয়স রুফিনস ও মেনলিয়স কুরিয়স দেন্তেতস কন্সল হইয়া যুদ্ধে প্রেরিত হইলে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া সামনিতদিগকে নষ্ট করিলেন, এ রূপে সামনিতদের সহিত নব চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল।

ইতালির মধ্যে অন্য কোন জাতি রোমান বীরদিগকে ইহাদের অপেক্ষা অধিক ক্লেশ দেয় নাই।

কএক বৎসর গত হইলে গালীয় সৈন্য টস্কান ও সামনিত-দের সহিত মিলিত হইয়া রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু রোম নগরে আগমনকালে নিয়স কর্ণিলিয়স দোলেবেলা নামক কন্সল দ্বারা নষ্ট হইল।

সেইকালে রোমানেরা তরেন্তম নামক ইতালির প্রান্ত ভাগস্থ নগরের উপর যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহার কারণ এই যে তরেন্তিনেরা রোমান দূতদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়াছিল। তরেন্তিনেরা এরূপ পরাক্রান্ত শত্রুর বলে ভীত হইয়া গ্রীশ নামক প্রসিদ্ধ স্থানের অন্তর্গত এপিরস দেশের রাজা পিরসের সাহায্য যাচ্ঞা করিল। পিরস রাজা অতি বলবান ও মহা-বীর ছিলেন, ইনি তরেন্তিনদের নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া শীঘ্র ইতালির মধ্যে আইলেন, তখন রোমানেরা সমুদ্র পারস্থ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রথম আরম্ভ করিয়া এপিরসরাজ পির-সের বিরুদ্ধে কন্সল পব্লিয়স বেলিরিয়স লিবিনিয়সকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইল। পিরস কএক চরকে গোপনে পাঠাইয়া-ছিলেন যেন তাহারা গিয়া রোমানদের শিবিরে কি হইতেছে তাহার সন্ধান লয়, পব্লিয়স বেলিরিয়স জানিতে পারিয়া ঐ চরদিগকে ধরিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে কোন আঘাত না করিয়া সমস্ত শিবির ও সৈন্য দেখাইতে আজ্ঞা দিলেন, পরে যাহা২ দেখিল তাহা পিরসের নিকট যথার্থবাদি হইয়া সংবাদ দিতে আজ্ঞা দিয়া ছাড়িয়াদিলেন। অনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইলে রোমানেরা পিরসকে পরাস্ত ও পলাতক প্রায় করিবার

সময় পিরস আপন হস্তিগণকে উপস্থিত করিলেন, রোমা-নেরা হস্তী কখন দেখেনাই সুতরাং তাহাদের প্রকাণ্ড অবয়ব দর্শন করত অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া যুদ্ধে পরাস্ত হইল, ফলত রাত্রি হওয়াতে অন্ধকারে আর যুদ্ধ হইতে পারে নাই তথাপি লিবিনিয়স রাত্রিতেই পলায়ন করিলেন, তাহাতে পিরস এক সহস্র অষ্ট শত রোমানদিগকে ধরিলেন কিন্তু তাহা-দিগকে অপমান না করিয়া বরং সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, যাহারা যুদ্ধে মরিয়াছিল তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে কবর দিতে আজ্ঞা দিলেন, আর কথিত আছে যে রণস্থলে যখন দেখিলেন যে মৃত রোমানেরা সকলেই সম্মুখে আঘাত পাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে পৃষ্ঠদিকে কেহ আঘাত পায় নাই সুতরাং কেহ পলাইতে চেষ্টা করে নাই আর মরণ অবস্থাতেও তাহাদের ভ্রূকুটি ও ভয়ঙ্কর বদন ছিল, যখন পিরস এই সকল দেখিলেন তখন স্বর্গদিকে হাত তুলিয়া কহিলেন যে যদি আমার সৈন্যে এমত সাহসী বীর সমূহ থাকিত তবে আমি কেমন সহজে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারিতাম।

অপর পিরস সামনিত ও লুকেনিয়ান ও ব্রুতিয়ানদের সহিত একত্র মিলিয়া রোম নগরে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে যাহা পাইলেন সকলই খড়্গ ও অগ্নিদ্বারা নষ্ট করিলেন। কাম্পেনিয়া নির্ম্মনুষ্য করিলেন এবং নগরের নয় ক্রোশ দূরে প্রিনেষ্টি পর্য্যন্ত আইলেন, অনন্তর কন্সলদের অধ্যক্ষতায় তাঁহার বিপক্ষে ধাবমান সৈন্যের ভয়ে কাম্পেনিয়াতে অবস্থান করিলেন। সেখানে যুদ্ধে ধৃতদের উদ্ধারের নিমিত্তে রোমানেরা তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতদিগকে তিনি

যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া যুদ্ধে ধৃতদিগকে বিনা বেতনে ছাড়িয়া দিলেন, দূতগণের মধ্যে একজনের নাম ফেব্রিসিয়স ছিল, তাহাকে দেখিয়া পিরস রাজা এমত সন্তুষ্ট হইলেন যে তাহার দারিদ্র্য অবগত হইয়া কহিলেন যদি তুমি আমার পক্ষে আইস ও আমার দলস্থ হও তবে আমি তোমাকে রাজ্যের চতুর্থাংশ দান করিব, কিন্তু ফেব্রিসিয়স একথা অগ্রাহ্য করিলেন, অতএব পিরস এইরূপে রোমানদের মহত্ত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া সিনিয়স নামে তাঁহার এক প্রধান লোককে দূত করত রোম নগরে এই পণে সন্ধি যাচ্ঞা করিতে পাঠাইলেন, যে রাজা ইতালির যে২ অংশ রণদ্বারা অধিকার করিয়াছিলেন তাহা ভোগ করিবেন কিন্তু আর নূতন যুদ্ধ করিবেন না।

এমত কথাতে রোমানেরা অসম্মত হইল, আর তাঁহাকে কহিল যে যদবধি তুমি ইতালি হইতে বহির্গত না হইবা তদবধি যুদ্ধের নিবৃত্তি হইবে না। পরে যে২ ধৃত লোকদিগকে পিরস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহারা অস্ত্রদ্বারা আপনাদিগকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও শত্রু হস্তে পড়িয়াছিল এজন্য রোমানেরা তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে আজ্ঞা দিল, আর যে পর্য্যন্ত আপনাদের স্বহস্তে হত এমত প্রশস্ত শত্রুদিগের অস্ত্রাদি লুণ্ঠন পূর্ব্বক না আনে তদবধি আপনাদের পূর্ব্ববৎ পদ প্রাপ্ত হইবে না এমত নিয়ম করিল। এই রূপে পিরসের দূত বিদায় হইয়া রাজাকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল, যখন পিরস জিজ্ঞাসিলেন রোম নগরী কেমন দেখিলা? দূত উত্তর দিল "রাজাদের পুরীর ন্যায়," অর্থাৎ এপিরস ও অন্যান্য

গ্রীক দেশে যাদৃশ পিরস একজন মাত্র ছিলেন রোম নগরে সকল ব্যক্তিই তাদৃশ।

পরে পিরসের সহিত যুদ্ধ করণার্থে পব্লিয়স সল্পিসিয়স ও দিসিয়স মুস কন্সল ও অধ্যক্ষ হইয়া প্রেরিত হইলেন, সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পিরস শরীরে অস্ত্রাঘাত পাইলেন, তাঁহার হস্তী বধ হইল ও বিংশতি সহস্র সেনা নষ্ট হইল, কিন্তু রোমানদের কেবল পঞ্চ সহস্র লোক প্রাণ হারাইল। এমত হইলে পিরস তরেন্তমে পলাইতে বাধ্য হইলেন।

অনন্তর এক বৎসর গত হইলে ফেব্রিসিয়স পিরসের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইলেন, ইঁহাকে পূর্ব্বে রাজ্যের চতুর্থাংশের লোভ দিয়াও পিরস আপন দলস্থ করিতে পারেন নাই। পরে পিরস ও ফেব্রিসিয়স পরস্পর নিকটে শিবির বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে পিরসের চিকিৎসক ফেব্রিসিয়সের সমীপে রাত্রিযোগে আসিয়া কহিল যদি আমাকে কিঞ্চিৎ বেতন দেও তবে আমি বিষার্পণ করিয়া আমার রাজাকে নষ্ট করি। এমত বিশ্বাসঘাতকের কথাতে ফেব্রিসিয়স ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক পিরসের নিকট পাঠাইতে আজ্ঞা দিলেন, ও আপন প্রভুকে চাতুরী দ্বারা বিনাশ করিতে মন্ত্রণা করিয়াছিল তাহাও জানাইতে কহিলেন। পিরস শত্রুর সৌজন্যে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "এই ফেব্রিসিয়সই এক জন মানুষ বটেন, আর সূর্য্যকে রাশি চক্র হইতে ফিরাণ যেমন অসাধ্য ইঁহাকে সৌজন্য হইতে পরাঙ্মুখ করা ততোধিক অসাধ্য," পরে পিরস সিসিলিতে প্রস্থান করিলেন এবং ফেব্রিসিয়স সামনিত ও লুকেনিয়ানদিগকে পরাভব করিয়া জয়যাত্রা করিলেন।

অপর মান্লিয়স কুরিয়স দেন্তেতস ও কর্ণিলিয়স রেন্তুলস কন্সল হইয়া পিরসের বিপক্ষে প্রেরিত হইলেন। কুরিয়স তাঁহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সৈন্য ধ্বংস করিলেন, ও তাঁহাকে তরেন্তনে তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত শিবির লুণ্ঠন করিলেন। সেই দিনে শত্রুদের ত্রয়োবিংশতি সহস্র বধ হইল। কুরিয়স দেন্তেতস কন্সল পদে জয় যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে রোম নগরে চারি হস্তি আনিলেন। পরে পিরস তরেন্তন্ হইতে নিজ রাজ্যে প্রস্থান কবিলেন, এবং গ্রীকদেশে আর্গস নগরে যুদ্ধ করিতে২ দৈবাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন।

নগর নির্ম্মাণের চারিশত একষষ্টি বৎসর পরে কাইয়স ফেব্রিসিয়স লুসিনস ও কাইয়স ক্লদিয়স সিনার কন্সলত্ব সময়ে ইজিপ্ত দেশের অন্তর্গত আলেক্জন্দ্রিয়া নগর হইতে তলমি রাজার দ্বারা দূত প্রেরিত হইয়া রোমেতে উপস্থিত হইল এবং রোমানদেব মিত্রতা যাচ্ঞা করিয়া প্রাপ্ত হইল।

কুইন্টস গুলো ও কাইয়স ফেবিয়স পিক্তরের কন্সলত্ব সময়ে পিসেন্তিরা যুদ্ধ উপস্থিত করিল কিন্তু পর বৎসরের কন্সল পব্লিয়স সেম্প্রোনিয়স ও আপিয়স ক্লদিয়স দ্বারা পরাস্ত হইল। এজন্য পুনর্ব্বার জয় যাত্রা হয়। আর রোমানেরা গালিয়া* দেশে আরমিনিয়ম নগর ও সামনিয়ম দেশে বেনেবেন্তম নগরী নির্ম্মাণ করিল।

---

* গালিয়া নামে এস্থলে ইতালির উত্তর অঞ্চলকে বুঝাইতেছে— রোমানেরা তাহা গালিয়া সিসাল্পিনা কহিত কেননা সেখানে গালেরা বাস করিত। আরমিনিয়ম রিমিনি নামে এক্ষণে আদ্রিএতিক সমুদ্র তীরে আছে।

অনন্তর মার্কস আতিলিয়স রেগুলস ও লুসিয়স জুনিয়স লিবো কন্সল হইলেন। তৎকালে আপুলিয়ার অন্তর্গত সালেন্‌সিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইল। ব্রন্দুসিনীয়* লোকেরা নগরের সহিত পরাজিত হইলে তদ্বিষয়ে জয়যাত্রা হইয়াছিল।

এক্ষণে নগর নির্ম্মাণের পর চারিশত সপ্ত সপ্ততি বৎসর গত হইল, আর রোমান নাম যদিও অনেক দেশে বিখ্যাত হইয়াছিল তথাপি এপর্য্যন্ত রোমান সৈন্য ইতালির বাহিরে কোথাও যুদ্ধার্থে যায় নাই। কিন্তু কার্থেজিনদের শক্তি বাড়িতেছে ইহা দেখিয়া রোমানেরা উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, এবং পিরসের সহিত যুদ্ধ শেষ হওয়াতে এক্ষণে অন্য দেশে সংগ্রাম করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন, অতএব কত বল আছে ইহা নিশ্চয় করণার্থে লোক সংখ্যার বিধান হইল তাহাতে দেখা গেল যে নগর নির্ম্মাণাবধি সর্ব্বদা যুদ্ধ হইলেও এখনও দুইলক্ষ বিরানই হাজার তিন শত তেত্রিশ জন নগরবাসী আছে।

এক্ষণে এমত এক ব্যাপার উপস্থিত হইল যাহাতে রোমানেরা ইতালির বাহিরে আপনাদের বিক্রম প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল, এবং যদ্দ্বারা পুনিক নামে বিখ্যাত ঘোর সংগ্রামের উৎপত্তি হইল—এই মহাবিবাদ পৃথিবীর আধিপত্যের নিমিত্তে হইয়াছিল—আর যদিও তুচ্ছ বিষয় হইতে ইহার আরম্ভ হয় তথাপি সে বিবাদ মধ্যে২ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পূর্ব্বক এক শত অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল ছিল—এবং বিবা-

---

* ব্রন্দুসিয়মের নাম এক্ষণে ব্রুন্দিসি—তাহা আদ্রিএতিক সমুদ্র তীরে আছে—এ অঞ্চলকে পূর্ব্বে কালেব্রিয়া কহিত—ইহা এক খ্যাত্যাপন্ন সমুদ্র কোল।

দিগের মধ্যে এক দল যে পর্য্যন্ত না নষ্ট হইল সে পর্য্যন্ত তাহার নিষ্পত্তি হয় নাই, রোমানেরা কিম্বা কার্থেজিনেরা কোন জাতি ভূমণ্ডলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে তাহা অনেক কাল সন্দেহ স্থল ছিল, পরে কার্থেজ নগরী ধ্বংস হওয়াতে ইহার মীমাংসা হইল।

আফ্রিকার কূলে সম্প্রতি যেখানে তুনিস নগর আছে তাহার সন্নিধানে কার্থেজ পুরী ফিনিশিয়ানদের বসতি স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফিনিশিযানেরা বহুকালাবধি অতি ধনাঢ্য ও বাণিজ্যাদি কর্ম্মে উৎসাহি ছিল, তাহারা তায়ার সাইদন ও ইউটিকা নামক নগরীও নির্ম্মাণ কবিয়া বাস করিয়াছিল, কিন্তু কার্থেজে তাহাদেব যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রতাপ ও বাণিজ্যের ক্ষমতা অতি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।—নাবিকতা কর্ম্মে পরিপক্ব হওয়াতে কার্থেজিনেরা অবিলম্বে সমুদ্রের আধিপত্য পাইয়াছিল, এবং কেবল স্পেন পর্য্যন্ত জয় কবিয়াছিল এমত নহে কিন্তু মেদিতরেনিন সাগরস্থ উপদ্বিপের উপরও প্রভুত্ব করিয়াছিল, কিন্তু সিসিলিতে তাহারা যে পদ পাইয়াছিল তজ্জন্যেই রোমানেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সিসিলি হইতে ইতালি অনেক দূর নহে এবং পথও দুর্গম নহে, অতএব এমত উৎসাহি ও অস্থির জাতি নিকটে প্রবল হইয়া থাকাতে রোমানদের মহা শঙ্কা হইয়াছিল, এ শঙ্কা প্রযুক্তই তাঁহারা সিসিলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং তাহাতে প্রথম প্উনিক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সিসিলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ পশ্চাল্লিখিত কারণে হইয়াছিল, যথা

আগাথক্লিস নামক সিসিলির এক দুরন্ত রাজাছিল—তাহার

শাসনে কতিপয় কাম্পেনীয় সেনা মিত্র ভাবে মেসিনাতে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল পরে তথাকার বসতিদিগকে কতক বধ করিল কতক তাড়াইয়া দিল, এবং তাহাদের স্ত্রীলোককে হরণ করিয়া ও ধনসম্পত্তি বলদ্বারা লইয়া সে নগরে একাধিপত্য করিতে লাগিল—এই দুরন্ত লোকেরা পরে মামর্তিন নামধারি হইল। তাহাদের এই ব্যবহার দেখিয়া এবং তাহাদের সাহায্য পাইয়া এক দল রোমান সৈন্য খাড়ির পারে মেসি-নার সম্মুখস্থ রেগিয়ম নামক নগরে ঐরূপ উৎপাত করিল। এই দুই অবিশ্বাসি জাতি পরস্পরের আনুকূল্যে নিকটবর্ত্তি লোকদের মধ্যে মহা ভয় বিস্তার করিল, মেসিনাস্থ লোকেরা সিসিলির অন্য দিকস্থ সিরাকুসান ও কার্থেজিনদিগের বিশেষ বিরক্তি ও উৎকণ্ঠা জন্মাইল। অনন্তর রোমানেরা অন্যান্য শত্রুর, বিশেষতঃ পিরসের, সহিত এতকাল যুদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যাহারা এমত ক্রূরতা ও খলতা পূর্ব্বক রেগিয়মে দুই বৎসর পর্য্যন্ত উৎপাত করিয়াছিল তাহা-দিগকে এক্ষণে দণ্ড করিতে মানস করিল, অতএব রেগিয়ম নগর আক্রমণ করিয়া গ্রহণ করত ঐ উপদ্রবি লোকেরা প্রাণ পণে যুদ্ধ করিলেও তাহাদের অধিকাংশ বধ করিল এবং তিন শত মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহাদিগকে রোম নগরে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত পূর্ব্বক ফোরম নামক প্রশস্ত ক্ষেত্রে সক-লের সম্মুখে মস্তক ছেদন করিল।—এপ্রকার প্রাণ দণ্ড করিবার অভিপ্রায় এই যে যেন রোমানদের নিজ সৌজন্য ও নির্দ্দো-ষিতা ও যথার্থ বিচার সকল জাতির নিকটে প্রকাশ পায়। পরে রেগিয়ম নগর যথার্থ অধিকারিদিগকে ফিরাইয়া দিল।

মামর্ত্তিনেরা আপনাদের সাহায্যকারি রেগিয়মস্থ লোকদের বিনাশ প্রযুক্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল—এবং সিরাকুসা-নেরা হাইরোকে রাজা করিয়া তাহাদের অনেক অনিষ্ট করিয়া-ছিল—অতএব এক্ষণে তাহারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু তাহাদের আপনাদের মধ্যে ঐক্য ছিলনা, কতক লোক কার্থেজিনদিগকে সহায় করিয়া আপনাদের দুর্গ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেক, কতক লোক রোমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে নগরের অধিকার দিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

মামর্ত্তিনেরা সাহায্যের প্রার্থনা করিলে রোমানেরা কিয়ৎকাল দ্বৈধমনা থাকিয়া পরে তাহাদের প্রার্থনানুসারে হাইরো এবং কার্থেজিনদের শক্তি হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। অতএব আপিয়স ক্লদিয়স কন্সল হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত শীঘ্র যাত্রা করত চতুরতা পূর্ব্বক কার্থেজিন সেনাপতির চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া সাহসে পার হইয়া সিসিলিতে উপনীত হইলেন, কার্থেজিনদিগকে ছলে এবং বলে দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন তাহাতে মেসিনা নগর শীঘ্র রোমান কন্সলের অধীন হইল।—অনন্তর হাইরো এবং কার্থেজিনেরা একত্র মিলিয়া ঐ স্থান বেষ্টন করিল, কিন্তু ক্লদিয়স তাহাদিগকে একে ২ পরাস্ত করি-লেন তাহাতে সিরাকুসের রাজা হাইরো এমত ভয় পাইল যে রোমানদের সহিত মিত্রতা করিয়া এতাদৃশ বলবান্ জাতির সহিত অনর্থক বিবাদ হইতে ক্ষান্ত হইল।—এইরূপে আপিয়স ক্লদিয়স সিসিলিতে কৃতকার্য্য হইয়া জয়যাত্রা করত রোম নগরে প্রবেশ করিলেন।

পর বৎসরে বেলিরিয়স মার্কস ও আক্তসিলিয়স কন্সল হইলে সিসিলিতে রোমানেরা মহৎ বীরত্ব প্রকাশ করে। টরমিনিতেরা ও কাতালিয়েরা ও অন্যান্য পঞ্চাশৎ জাতি তাহাদের শরণাগত হইয়া মিত্রভাবে গৃহীত হইল।

পুনিক যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে সিরাকুসের রাজা হাইরোকে শাস্তি দিবার জন্য রোমানেরা পুনশ্চ আয়োজন করে। ইনি ভয় পাইয়া সিরাকুস নগরের সমস্ত প্রধান লোকদের সহিত আসিয়া দুই শত তালন্ত রজত মুদ্রা দিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলে রোমানেরা সন্ধি করিল। পরে আফ্রিকানেরা সিসিলিতে পুনরায় পরাস্ত হইল, আর ইহাদের জন্য দ্বিতীয় বার রোমে জয়যাত্রা হইল।

কার্থেজিনদের সহিত এই পুনিক যুদ্ধের পঞ্চম বৎসরে কাইয়স দুইলিয়স ও নিয়স কর্ণিলিয়স আসিনসের কন্সলত্ব কালে রোমানেরা প্রথমতঃ সমুদ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য লিবর্ণিয় নামক যে বিশেষ জাহাজ তাহা প্রস্তুত করিয়াছিল। কন্সল কর্ণিলিয়স শত্রুর প্রতারণাতে প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন, কার্থেজিনদের সেনাপতি কথোপকথন ছলে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বদ্ধ করিয়াছিল—কিন্তু দুইলিয়স কৃতকার্য্য হইলেন। যদিও রোমানেরা পূর্ব্বে জাহাজ সম্পর্কীয় কর্ম্ম জানিত না এবং যদিও তাহারা ইতালির সমুদ্র তীরে শত্রুর এক জাহাজ হরণ করিয়া কেবল তাহা দেখিয়াই বহর প্রস্তুত করিয়াছিল তথাপি রোমান কন্সল অতি সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ দিয়া কার্থেজিন সেনাপতিকে পরাজয় করিলেন। তাহার একত্রিংশৎ জাহাজ কাড়িয়া লইলেন ও চতুর্দ্দশ জলে মগ্ন করিয়া দিলেন। আর তিন সহস্র

শত্রুকে বধ করিয়া অষ্ট সহস্র ধৃত করিলেন। এই যুদ্ধান্তে রোমানেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইলেন কেননা স্থলে যেমত রণ করিয়া অজয় হইয়াছিলেন তদ্রূপ এখন সমুদ্রেও তাদৃশ বলবান্ হইতে লাগিলেন।

পরে কাইয়স আকুইলিয়স ফ্লোরস এবং লুসিয়স সিপিও কন্সল হইলে সিপিও কর্সিকা ও সার্দিনিয়া নামক দুই উপদ্বিপে রণসজ্জাতে আসিয়া তাহা সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন করিলেন ও তাহাদের অনেক সহস্র লোককে বদ্ধ করিয়া মহা গৌরবে রোম নগরে জয় যাত্রা করিলেন।

লুসিয়স মান্লিয়স বলসো ও মার্কস আত্তিলিয়স কন্সল হইলে রোমানেরা শত্রুদের দেশেতেই সৈন্য পাঠাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আফ্রিকাতে কার্থেজিনদের অধ্যক্ষ হামিল্-কারের সহিত যুদ্ধার্থে বল প্রেরণ করিলেন। প্রথমতঃ সমুদ্রে এক যুদ্ধ হওয়াতে হামিল্কার পরাস্ত হইয়া চতুঃষষ্টি জাহাজ হারাইয়া পলায়ন করিল, রোমানেরা বাইসখান জাহাজ হারায়। পরে আফ্রিকার কূলে উপনীত হইয়া তত্রস্থ ক্লাইপিয়া নামক এক মহানগর অধীন করিয়া গ্রহণ করত নূতন প্রকার জয় করিতে লাগিল। কন্সলেরা কার্থেজ পুরী পর্য্যন্ত গমন করিলেন, এবং অনেক গ্রাম নষ্ট করণানন্তর এক জন কন্সল অর্থাৎ মান্লিয়স সপ্তবিংশতি সহস্র শত্রুকে বন্ধন পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া জয়ী হওত রোমে আসিলেন। আতিলি-য়স রেগুলস আফ্রিকাতে রহিলেন। সেখানে তিনি আফ্রিকান-দের বিপক্ষে সৈন্যকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কার্থেজিনদের তিন জন অধ্যক্ষের উপর রণে জয়ী হইলেন, তাহাদের অষ্টাদশ সহস্র

লোককে বধ করিলেন ও পাঁচ সহস্র বদ্ধ করিলেন এবং আটটা হস্তী হরণ করিলেন আর চতুঃসপ্ততিসংখ্যক গ্রামে রোম রাজ্যের অধীনত্ব স্বীকার করাইয়া শরণাপন্নের ন্যায় তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পরে কার্থেজিনেরা এইরূপে পরাভূত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল কিন্তু রেগুলস তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিলেন যে তাহারা অতি কঠিন পণ অঙ্গীকার না করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। তখন কার্থেজিনেরা নিরুপায় হইয়া ভয় প্রযুক্ত লাসিডিমন দেশীয় লোকদের আশ্রয় যাঞ্চা করিল, লাসিডিমনেরা সাহায্য দিতে সম্মত হইয়া জান্টি-পস নামক এক অধ্যক্ষের শাসনে সৈন্য পাঠাইল।

জান্টিপসের আগমনে কার্থেজিনেরা সাহস পাইল এবং অতি যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধ করত অনেক রোমীয় লোক বধ করিয়া রেগুলস কন্সলকে পরাস্ত করিল। রোমানেরা বহু সৈন্য আনিয়াছিল তাহার মধ্যে কেবল দুই সহস্র লোক অবশিষ্ট রহিল। পঞ্চ-দশ সহস্র লোক অধ্যক্ষের সহিত শত্রুহস্তে পড়িল এবং ত্রিংশৎ সহস্র হত হইল। রেগুলস স্বয়ং শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন।

কিন্তু এতাবৎ দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত রোমানেরা কিঞ্চিৎ ব্যাকুল হইল না। মার্কস ইমিলিয়সও সর্ব্বিয়স ফুল্‌বিয়স কন্সল হইয়া উভয়ে আফ্রিকাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন, এবং তিন শত জাহাজ লইয়া ক্লাইপিয়া নগরের উদ্দেশে গমন করিলেন, সমুদ্রে শীঘ্র এক যুদ্ধ হওয়াতে কার্থেজিনেরা পরাস্ত হইল, রোমান কন্সল ইমিলিয়স শত্রুদের একশত চারি জাহাজ জলে মগ্ন করিয়া ত্রিশ খান সৈন্য সমেত হরণ করিলেন,—কার্থে-জিনেরা আরও পঞ্চদশ সহস্র লোক হারাইল, তাহারা কতক

হত কতক বদ্ধ হইল, রোমান অধ্যক্ষ অনেক প্রকার লুণ্ঠন দ্বারা স্বীয় সেনাগণকে ধনাঢ্য করিলেন। এই ২ অসৌভাগ্য প্রযুক্ত আফ্রিকানেরা এমত খর্ব্ব হয় যে তাহাদের রাজ্য ভ্রংশ প্রায় হইল। কিন্তু দারুণ দুর্ভিক্ষ হওয়াতে রোমান সৈন্য অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল এবং শত্রু ধ্বংসার্থে সেস্থানে আর রহিতে পারিল না, অতএব কন্সলেরা জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন কিন্তু স্বদেশে আসিতে২ সিসিলির নিকট তাঁহাদের জাহাজ মারা পড়িল। এ দুর্ঘটনা এমত প্রচণ্ড বায়ু প্রযুক্ত হইল যে চারি শত চৌষট্টি জাহাজের মধ্যে প্রায় আশিখানও রক্ষা পাইল না, তাদৃক ভয়ঙ্কর ঝড় সমুদ্রে কেহ কখনও দেখেও নাই শুনেও নাই, কিন্তু তথাপি এবম্ভূত ভারি অনিষ্ট ঘটিলেও রোমানেরা শীঘ্র তিন শত জাহাজ পুনশ্চ প্রস্তুত করিল, আর এমত অমঙ্গল দেখিয়া তাহাদের মনে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা জন্মিল না।

ইহার পর নিয়স সর্বিলিয়স সিপিও ও কাইয়স সেম্প্রোনিয়স ব্লিসস কন্সল পদে নিযুক্ত হইলেন, ইঁহারা দুই শত ষাটখান জাহাজের সহিত আফ্রিকাতে যাত্রা করিয়া সার্থকরূপে যুদ্ধ করিলেন, সেখানে অনেকানেক নগর অধীনে আনিলেন এবং অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া আসিতে২ পূর্ব্বোক্ত ইমিলিয়স ও সর্বিয়সের ন্যায় ঘোর দুর্ঘটনাতে পড়িলেন, লোটফেজি নামক উপদ্বিপের সন্নিধানে বালুকা চড়ার উপর তাঁহাদের জাহাজ ঠেকিল, এবং যদিও জোয়ার হইলে জাহাজ উত্তীর্ণ করিতে পারিলেন তথাপি জাহাজের ভার অল্প করণার্থে সমস্ত দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিতে

হইল।—তথা হইতে পেনর্মস নামক সমুদ্রের কোলে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিলেন বটে কিন্তু সেখান হইতে অবিবেচনা পূর্ব্বক অশুভ কালে স্বদেশে যাত্রা করিয়া আসিতে২ পথি মধ্যে প্রচণ্ড বায়ু হওয়াতে একশত পঞ্চাশ জাহাজ হারাইলেন।

দুইবার এমত প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজ নষ্ট হওয়াতে রোমানেরা ভয় পাইয়া নাবিকত্ব ব্যাপারে আর সাহস করিল না, অতএব সেনেটরেরা নিয়ম করিলেন যে আর কখনও সমুদ্রে যুদ্ধ সজ্জা হইবেক না, এবং ইহার পর কেবল ইতালি রক্ষার্থে ও সিসিলিতে সৈন্য এবং অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধের দ্রব্যাদি পার করণার্থে ষাটখান জাহাজ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। যশ ও রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল না কিন্তু সঙ্কল্পিত দিগ্বিজয় করিবার নিমিত্তে স্থল পথের যোদ্ধাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখা এখন অবধি তাহাদের অভিপ্রেত হইল।

লুসিয়স সিসিলিয়স মেটেলস এবং কাইয়স ফুরিয়স পাসেলস কন্সল হইলে মেটেলস সিসিলিতে প্রস্থান করিয়া আস্দ্রুবল নামক কার্থেজিন অধ্যক্ষকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিলেন, আস্দ্রুবল সেখানে একশত ত্রিংশৎ হস্তী ও অনেক সৈন্য লইয়া তাঁহার প্রতিকূলে আসিয়াছিল—রোমানেরা এ যুদ্ধে বিংশতি সহস্র কার্থেজিন লোককে বধ করিয়াছিল আর তাহাদের ষড়্‌বিংশতি হস্তী হরণ করিয়াছিল, অবশিষ্ট যে২ হস্তী চতুর্দ্দিকে পলাইয়াছিল তাহাদিগকেও রোমান কন্সল নুমিদিয়ান লোকদের সাহায্যে ধরিয়া আনিলেন, নুমিদিয়ানেরা এ যুদ্ধে রোমানদের সহকারি ছিল। সমস্ত হস্তী এইরূপে ধরা পড়াতে রোমান কন্সল মহা ঘটা করিয়া তাহাদের সকলকে রোম

নগরে আনিলেন এবং সমস্ত পথ এই প্রকাণ্ড জন্তুগণের দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন।

এমত ঘোর অসৌভাগ্য হওয়াতে কার্থেজিনেরা অত্যন্ত ভয় পাইল এবং এ অশুভ যুদ্ধের শেষ করিবার বাসনাতে অস্থির হইতে লাগিল, রেগুলস নামক এক সম্ভ্রান্ত ও মহৎ রোমান তাহাদের অধীন থাকাতে তাহারা মনে করিল যে তাঁহার যত্নেতে আপনাদের ইচ্ছানুসারে রোমানদের সহিত সন্ধি করিতে পারিবেক। অতএব তাঁহাকে সন্ধি করণার্থে রোম নগরে পাঠাইল। কিন্তু পাছে স্বদেশে গিয়া আর ফিরিয়া না আইসেন এই শঙ্কাতে তাঁহাকে শপথ করাইল যে যদি তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারেন তবে পুনর্ব্বার কার্থেজে আসিয়া পূর্ব্বে যেমত বদ্ধ ছিলেন তদ্রূপ থাকিবেন, আর তাঁহাকে আজ্ঞা দিল যে সেনেটরদিগের নিকট গিয়া সন্ধি করণের ও উভয় দলস্থ বন্দিদিগকে পরস্পর ফিরাইয়া দেওনের পোষক উক্তি কর। আর তিনি স্বদেশে গিয়া কি করেন ও কি কহেন তাহা জানিবার নিমিত্তে আপনাদের কএক জন লোককেও দূত স্বরূপ তাঁহার সহিত ইতালিতে পাঠাইয়া দিল।

রেগুলস ইতালিতে পঁহুছিয়া রোম নগরের দ্বারে উপস্থিত হইলে নগরে প্রবেশ করিতে কোন ক্রমে সম্মত হইলেন না, তিনি কহিলেন আমি আর রোমান নগরবাসী নহি, আমি বিদেশীয় রাজ্যের দাস, অতএব স্বদেশের ব্যবস্থা ও রীতির ব্যতিক্রম করিব না, কেননা রোমানদের রীত্যনুসারে সেনেটরেরা বিদেশি লোককে প্রাচীরের ভিতরে আনিয়া সাক্ষাৎ

করিতে পারিলেন না, এবং যখন তাঁহার স্ত্রী মার্সিয়া পুত্রগণের সহিত দৌড়িয়া তাঁহার নিকট আইল তখন তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন না, তিনি অধোবদন হইয়া যেন দাসত্ব অবস্থাতে লজ্জিত আছেন এবং উহাদের আলিঙ্গনের উপযুক্ত নহেন এমত ভাবে ভূমির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরে সেনেটরেরা প্রাচীরের বাহিরে সভা করিলে কার্থেজিন দূতেরা যাহা বক্তব্য তাহা কহিতে আহূত হইয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। অনন্তর রেগুলসের বক্তৃতা করিবার সময় উপস্থিত হইলে তিনি সংক্ষেপে এই মাত্র কহিলেন "হে কনস্কৃপ্ত পিতৃগণ আমি কার্থেজিনদের দাস অতএব সন্ধির নিমিত্তে এবং কারাবদ্ধ লোকদের পরস্পর বিনিময়ে মোচনার্থে আমার প্রভুদের পক্ষ হইয়া তোমাদের সহিত কথোপকথন করিতে আসিয়াছি" এই কথা কহিয়া তিনি দূতগণের সহিত বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলেন কেননা দূতেরা সেনেটরদের বিচারের কালে উপস্থিত থাকিতে পারে না।—রোমান কন্সলেরা তাঁহাকে সেনেটে উপবিষ্ট হইয়া আপন পরামর্শ ব্যক্ত করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন কেননা তিনি স্বয়ং ঐ সভার এক অঙ্গ ছিলেন এবং পূর্ব্বে কন্সল হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথাতে সম্মত হইলেন না পরে কার্থেজিন দূতেরা তাঁহাকে ঐ সভায় বসিয়া মন্ত্রণা দিতে আজ্ঞা করিলে তিনি উপস্থিত রহিলেন।

রেগুলস সেনেটরদের নিকট আপন মত ব্যক্ত করণ সময়ে কহিলেন যে কার্থেজিনদের সহিত যুদ্ধের নিবৃত্তি করা কর্ত্তব্য নহে কেননা নানা প্রকার দুর্গতি হওয়াতে তাহাদের সমস্ত

সম্পত্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে—এবং অনেক হানি হওয়াতে তাহারা সর্ব্বতোভাবে নিরুৎসাহ হইয়াছে অতএব এমত সময়ে সন্ধি করিলে রোমানদের সম্বন্ধে কোনমতে শ্রেয়ঃ নহে, এবং যুদ্ধে ধৃত লোকদিগকে পরস্পরের পরিবর্ত্তে মুক্ত করাও রোমানদের পক্ষে পরামর্শ সিদ্ধ নহে, তিনি আপনি শত্রু হস্তে পড়িয়াছেন বটে কিন্তু বার্দ্ধক্য ও অসৌভাগ্য প্রযুক্ত তাঁহার উদ্ধারে কোন লাভ নাই পরন্তু যুবাবস্থা প্রযুক্ত অতি প্রতাপবান্ ও সৈন্যের উপর অধ্যক্ষতা করিতে সক্ষম এমত ত্রয়োদশ জন কার্থেজিন যোদ্ধা রোমানদের হস্তে আছে, আর রোমানদের অতি অল্প লোক কার্থেজ নগরে আছে কিন্তু কার্থেজিনদের সহস্র২ জন রোমানদের অধীনে আছে, অতএব পরিবর্ত্ত করিলে কেবল কার্থেজিনদের পক্ষে মঙ্গল হইবে।

তাঁহার আপনার লাভালাভ বিবেচনা না করিয়া স্বদেশের হিতার্থে এইরূপ পরামর্শ দেওয়াতে সেনেটরেরা কার্থেজিনদের সহিত সংমিলন করিতে অসম্মত হইলেন। আফ্রিকান দূতদের কথাতে আর কেহ কর্ণপাত করিলেক না। কিন্তু রেগুলসের প্রাণ রক্ষার্থে সেনেটরেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কার্থেজেতে ফিরিয়া গেলে তাঁহার কিপর্য্যন্ত যন্ত্রণা হইবেক তাহা তাঁহারা সহজ অনুমানদ্বারা বুঝিলেন, অতএব তাঁহাকে রোমে থাকিতে বিনতি করিলেন। প্রধান পুরোহিত আপনি ব্যবস্থা দিলেন যে কার্থেজিনেরা রেগুলসকে যে শপথ করাইয়াছে তাহা রক্ষা করিতে তিনি বদ্ধ নহেন। পুরোহিত কহিলেন যে বলদ্বারা শপথ করাইলে সে শপথ গ্রাহ্য নহে। কিন্তু রেগুলস স্বদেশে থাকা গর্হণীয় জ্ঞান করিলেন। তিনি কার্থেজিনদের

দাস সুতরাং আপনাকে রোমে বাস করিবার অপাত্র বোধ করিলেন। তিনি পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তে পড়িয়াছেন অতএব আর রোম নগরবাসী হইতে পারেন না। তিনি বলিলেন "আমি ফিরিয়া যাইবার জন্য শপথ করিয়াছি, অতএব আমার যাওয়া কর্ত্তব্য, পরে যাহা হয় তাহা দেবতাদের ইচ্ছা"।

যখন কার্থেজিনেরা শুনিলেক যে রেগুলস সেনেটরদের নিকটে তাহাদের সন্ধি বিষয়ক কথার পোষক উক্তি না করিয়া বরং তাহার বিপরীতে যথাসাধ্য ব্যাঘাত দিয়াছেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহাদের প্রত্যাশা ছিল যে তাঁহাকে দেখিয়া রোমানেরা ত্বরায় যুদ্ধের শেষ করিবে, এক্ষণে সে আশায় নিরাশ হওয়াতে তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইল, অতএব রেগুলস আফ্রিকাতে ফিরিয়া আইলে তাহারা অত্যন্ত ক্রূরতা পূর্ব্বক তাঁহার উপর আপনাদের নৈরাশের পরিশোধ লইল এবং দারুণ দুঃখ ও যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিল।

রেগুলসকে এমত যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়াছে তাহা শুনিয়া সেনেটরেরা অত্যন্ত কুপিত হইয়া কার্থেজিনদের প্রধান২ বন্দিদিগকে রেগুলসের স্ত্রী মার্সিয়ার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাহাদের উপর তাঁহার ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে কহিলেন। মার্সিয়া তাহাদিগকে আপন স্বামী কার্থেজে যেরূপ যন্ত্রণা পাইয়াছিল তদ্রূপ যন্ত্রণা দিলেন।

এইরূপে যুদ্ধের নিবৃত্তি না হওয়াতে ক্লদিয়স পলকর্ কন্সল হইয়া এক নূতন বহর লইয়া সিসিলির অন্তর্গত লিলিবিয়ম নগর আক্রমণ করিতে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে

তিনি অশুভক্ষণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রায় সমস্ত জাহাজ নষ্ট হইল এবং তিনি স্বয়ং পরাস্ত হইলেন। দুইশত বিংশতি জাহাজ লইয়া গিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কেবল ত্রিংশৎখান লইয়া ফিরিয়া আইলেন। নবতিসংখ্যক জাহাজ আরূঢ় যোদ্ধাদের সহিত শত্রু হস্তে পড়িল, অবশিষ্ট জাহাজ মগ্ন হইল, আরো বিশ হাজার লোক ধরা পড়িয়া বন্দী হইল। দ্বিতীয় কন্সল কাইয়স জুনিয়সের জাহাজ সমূহও সমুদ্রোপরি আকস্মিক বিপদ ঘটনাতে নষ্ট হইল কিন্তু নিকটে কূল থাকাতে সৈন্যগণ রক্ষা পাইল।

অপর কার্থেজিনদের সহিত যুদ্ধের ত্রয়োবিংশ* বৎসরে কাইয়স লক্ত্রেসিয়স কাটুলস ও অলশ পস্থুমিয়স অল্বিনস কন্সল হইলে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভার কাটুলসের উপর অর্পিত হইল, তিনশত জাহাজ লইয়া তিনি সিসিলিতে প্রস্থান করিলেন। আফ্রিকানেরাও তাঁহার প্রতিকূলে ঐরূপ জাহাজ প্রস্তুত করিল। কাটুলস পূর্ব্বে যুদ্ধে আঘাত পাইয়া ক্ষতযুক্ত হইয়াছিলেন অতএব পীড়িতাবস্থাতেই জাহাজ আরোহণ করিলেন। লিলিবিয়ম নগরের সম্মুখে এক যুদ্ধ হইল তাহাতে রোমানদের পক্ষে মহৎ বিক্রম প্রকাশ পাইল। এই যুদ্ধান্তে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল, কার্থেজিনদের দ্বাত্রিংশৎ সহস্র লোক ধৃত ও ত্রয়োদশ সহস্র হত হইল এবং তাহাদের জাহাজের মধ্যে তিয়াত্তর খান† শত্রু হস্তে পড়িল ও একশত

---

* পোলিবিয়স ও অন্যান্যের মতে এবিষয় পঞ্চবিংশ বৎসরে হয়।

† পোলিবিয়স কহেন যে পঞ্চাশৎ জাহাজ মগ্ন ও সপ্ততি হৃত হয়।

পঞ্চবিংশতি খান মগ্ন হইল। রাশি২ রজত কাঞ্চন রোমান-দের হস্তগত হইল। রোমানদের পক্ষে কেবল দ্বাদশসংখ্যক জাহাজ নষ্ট হইয়াছিল, এইযুদ্ধ মার্চ মাসের দশম দিবসে হয়।

লিলিবিয়ম নগরের সম্মুখে হানো নামক অধ্যক্ষের শাসনে এইরূপে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া কার্থেজিনেরা সন্ধি করণার্থে অত্যন্ত ব্যগ্র হইল। রোমানেরা এক্ষণে সমুদ্রের আধিপত্য পাইল অতএব সিসিলিতে হামিল্কার নামক যে সেনাপতি ছিল তাহাকে কার্থেজিনেরা কোন প্রকার সাহায্য পাঠাইতে পারিল না। তাহাদের স্পষ্ট অনুমান হইতে লাগিল যে হামিল্কার শত্রুব দ্বারা বেষ্টিত হইয়া খাদ্যাদিব ও সৈন্যের অভাবে ক্লেশ পাইয়া শীঘ্র ঘোর দুর্গতিতে পড়িবেক অতএব তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া কহিল যে স্বদেশের মর্য্যাদা ও হিতার্থে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয় তাহা কর এবং যুদ্ধ প্রবল রাখা কিম্বা নিবৃত্ত করা যাহা আপন বিবেচনাতে উত্তম বোধ হয় তাহা করিতে তাহাকে ক্ষমতা দিল।

হামিলকার দেখিলেন যে যুদ্ধের অবসান না করিলে তাঁহার স্বদেশের মঙ্গল হইবে না অতএব রোমান কন্সলের নিকট সন্ধি করণার্থে এক দূত প্রেরণ করিলেন। কাটুলস আপনিও যুদ্ধের নিবৃত্তি করিতে ইচ্ছান্বিত ছিলেন কেননা অনেক দিন সংগ্রাম থাকাতে রোম দেশের অনেক সম্পত্তির হ্রাস হইয়াছিল তথাপি প্রথমতঃ হামিল্কারের দূতকে অহঙ্কার পূর্ব্বক কহিলেন যে হামিল্কার সসৈন্যে সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ না করিলে সন্ধি হইবেক না। কার্থেজিনদের অধ্যক্ষ এ কথায় সম্মত হইলেন না, তিনি উত্তর দিলেন যে শত্রুর হিংসার্থে যে অস্ত্র

স্বদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা কোন কারণে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন না*। পরে রোমান কন্‌সল নীচে লিখিত এই ২ নিয়মে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন যথা—কার্থেজিনেরা সমস্ত সিসিলি ত্যাগ করিয়া আসিবে এবং সমুদয় রোমান বন্দিগণকে বিনা বেতনে মুক্ত করিবে; বিংশতি বৎসরের মধ্যে রোমানদিগকে দুই সহস্র দুইশত তালন্ত রৌপ্য দিবে তাহার মধ্যে এক সহস্র এক্ষণে দান করিবে; তাহারা হাইরো কিম্বা রোমানদের অন্য কোন মিত্রের সহিত কখন যুদ্ধ করিবে না আর রোমানেরাও কার্থেজিনদের কোন মিত্রকে দুঃখ দিবেন না; উভয় দলের মধ্যে একজন অন্যের রাজ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ কিম্বা সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না এবং কেহ পরস্পরের মিত্রগণের সহিত কোন বিষয়ে মিলিতে পাইবেন না।

রোমান সেনেট এ সমস্ত নিয়মে সম্মত হইলেন আর ইহার উপর কএক ক্ষুদ্র কথা যোগ করিলেন তাহাতে কার্থেজিন সেনাপতি আপত্তি করিলেন না, অতএব নিয়ম পত্রের দার্ঢ্য হইল এবং সন্ধি স্থির হইল। এইরূপে দ্বাবিংশতি† বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল থাকিয়া প্রথম পুনিক যুদ্ধের শেষ হইল, এই যুদ্ধে রোম নগরের বহু সম্পত্তি ও রোমান লোকদের বিক্রম ও প্রতাপ প্রকাশ পাওয়াতে তাহাদের যশঃ স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল।

---

* কর্ণিলিয়স নিপস।

† ইউট্রোপিয়স কহেন দ্বাবিংশতি বৎসর কিন্তু পোলিবিয়স ও অন্যানের মতে চতুর্বিংশতি বৎসর।

৩ অধ্যায়

রোমানেরা কার্থেজিনদের সহিত সন্ধি করিলেও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল না। এ সন্ধির নিয়ম পত্র স্বাক্ষরিত হইবামাত্র ফালিসিরা রণসজ্জাতে উঠিল, ইহারা কমিলসের সময়ে রোমানদের বশীভূত হইযাছিল তাহা পূর্ব্বে কহাগিয়াছে। ইহাদের নগর ইতালির মধ্যে এককালে বড় ধনাঢ্য ছিল কিন্তু রোমানেরা সম্প্রতি কার্থেজিনদিগকে জয় করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিল, অতএব এতদিন আপনাদের অধীনস্থ এমত জাতির ভয়ে চঞ্চল হইল না। কুইন্টস লক্তেসিয়স এবং অলশ মান্‌লিয়স কন্সল হইয়া ছয় দিনের মধ্যে দুইবার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সদ্য পরাস্ত করিলেন, তাহাদের পঞ্চদশ সহস্র লোক বধ হইলে তাহারা শরণাগত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল। রোমানেরা এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন বটে কিন্তু তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ও ঘোটক এবং অন্যান্য ভূরি২ দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত হরণ করিলেন*।

ঐ কালে ইজিপ্ত দেশের রাজা তলমি সিরিয়া দেশের রাজা আন্তিওকসের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, রোমানেরা ইহা শুনিয়া ইজিপ্তরাজকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন, ইজিপ্তরাজ তাহাদের সৌজন্যের কারণ কৃতজ্ঞতা

---

* রোমানেরা ফালিসিদের নগর ভূমিসাৎ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু পেপিরিয়স এমত কর্ম্মের বিরুদ্ধে কহিলেন যে ফালিসিরা কমিলসের কালে রোমানদের শক্তির অধীন না হইয়া ধর্ম্মের অধীন ইহয়াছিল।

স্বীকার করিলেন কিন্তু সাহায্য গ্রহণ করিলেন না কেননা তখন সিরিয়ারাজের সহিত যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছিল।

যদিও দূরস্থ বিদেশীয় শত্রুর সহিত রোমানদের এ সময়ে কোন যুদ্ধ ছিল না তথাপি স্বদেশের মধ্যে কোন মতে শান্তি হইল না, ইতালির অন্তর্গত নানা জাতির সহিত তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইল। ফালিসিদের প্রতিকূলে যে রণসজ্জা হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সম্প্রতি লিগুরিদের সহিত বিবাদ উঠিল কিন্তু ইহারা শীঘ্র পরাস্ত হইল।

এই সময়ে কার্থেজিনদেরও সহিত পুনশ্চ যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কার্থেজিনেরা সার্দিনিয়া নামক উপদ্বীপ আপনাদের অধিকারে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু রোমানেরা তথাকার লোক কর্ত্তৃক পূর্ব্বে আহূত হইয়াছিল এই ছলে বিবাদি হইয়া কার্থেজিনদের ঐ চেষ্টাতে আপত্তি করিল। এই নিমিত্তে কার্থেজিনেরা পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছু হইয়া উক্ত উপদ্বীপ রোমানদিগকে অধিকার করিতে দিল।

অনন্তর কর্সিকা উপদ্বীপের সহিত কিঞ্চিৎ কলহ হওয়াতে ও সার্দিনিয়াস্থ লোকেরা আর একবার অস্ত্রধারি হইয়া উঠিবাতে রোমানেরা অনুমান করিল যে এই সমস্ত বিরোধ কার্থেজিনদের কুমন্ত্রণাতে হইতেছে অতএব পুনর্ব্বার আফ্রিকাতে যুদ্ধ করিবার কল্পনা করিতে লাগিল, কিন্তু কার্থেজিনেরা এমত ভয়ঙ্কর শত্রুর সহিত যুদ্ধের প্রসঙ্গ শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদের দশ জন প্রধান লোক পাঠাইয়া রোমানদিগকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত করিল।

এক্ষণে কার্থেজিন প্রভৃতি অন্যান্য জাতির সহিত সম্মিলন থাকাতে রোমানেরা কিঞ্চিৎকাল শান্তি ভোগ করিতে পাইলেন অতএব যুদ্ধের নিবৃত্তি হইয়াছে ইহা প্রকাশ করণার্থে জেনস্ দেবের মন্দির দ্বিতীয় বার রুদ্ধ হইল।—নগরস্থ লোকেরা নাটক কৌতুকাদি নানাপ্রকার আমোদে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল, এবং এই সকল আমোদাদি দর্শনার্থে সিসিলির রাজা হাইরো রোম নগরে আগমন করিলেন ও অনেক শস্যাদি খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে আনিয়া লোকদের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

অনন্তর লুসিয়স পস্থুমিয়স অল্‌বিনস ও নিয়স ফুল্‌বিয়স সেন্তুমেলসের কনসলত্ব সময়ে ইলিরিয় নামক এক জাতির সহিত যুদ্ধ হইল, ইহারা এ সময়ে তিউতা নাম্নী রাণীর শাসনে ছিল, যুদ্ধের কারণ এই যে তাহাদের কএক দস্যুবৃত্ত লোক সমুদ্রে কোন ২ রোমান বণিকদের জাহাজ লুঠ করিয়াছিল তাহাতে রোমানেরা রাণীর নিকট দূত পাঠাইয়া এই উৎপাতের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং দস্যুদের শাস্তি দিতে অনুরোধ করিলেন। রাণী তাহাদের নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দূতদিগকে গোপনে বধ করাইলেন অতএব রোমানেরা এমত দৌরাত্ম্যে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিলেন, পরে ইলিরিয়েরা অবশেষে পরাস্ত হইল এবং রোমানেরা তাহাদের অনেক নগর হরণ করিযা মহা গৌরবে জয় যাত্রার বিধান করিলেন।

লুসিয়স ইমিলিয়সের কন্সলত্বকালে ইলিরিয়ার যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে গালীয়েরা রোমানদের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিতে লাগিল এবং আল্পস পর্ব্বত পার হইয়া সমস্ত ইতালিতে

মহাভয় বিস্তার করিল। ইতালিস্থ সকল দেশ একত্র হইয়া রোমানদের সহিত মিলিয়া এ উৎপাতকারিদিগকে বহিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করিল। কোন ২ ইতিহাস বেত্তারা কহেন যে এই যুদ্ধে ইতালিতে আট লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। রোমানেরা চল্লিশ হাজার লোক বধ করিয়া শত্রুদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং ইমিলিয়স যুদ্ধান্তে জয় যাত্রা করিতে বিধি পাইলেন।

চারি বৎসর পরে রোমানেরা পুনশ্চ ইতালি দেশের অন্তরে গালীয়দের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, মার্কস মার্সেলস্ ও নিয়স সিপিওর বীরত্ব প্রযুক্ত এ যুদ্ধে তাঁহারা মহা গৌরবে কৃতকার্য্য হইলেন, মার্সেলস অত্যল্প অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত গালীয়দের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের রাজা বিরিডো মেরসকে স্বহস্তে বধ করিলেন, ইতিমধ্যে সিপিও মিডিওলেনম নগর যাহাকে এক্ষণে মিলান কহাযায় তাহা বেষ্টন করিতে- ছিলেন, পরে মার্সেলস জয় ২ কার করিতে ২ তাঁহার সাহায্যে আইলে দুইজন কন্সল একত্র মিলিয়া সহস্র ২ গালীয়দিগকে নষ্ট করিলেন এবং ইতালির সমস্ত দেশ রোম রাজ্যের শাসনে আনিলেন ইহাতে রোম নগরে রাশি ২ লুণ্ঠিত দ্রব্য আনীত হইল, মার্সেলস জয়যাত্রা করত মৃত গালীয় রাজের হৃত সজ্জা এক যষ্টির উপর বাঁধিয়া আপন স্কন্ধে বহিতে ২ নগর প্রবেশ করিলেন।

অপর ইলিরিয়দের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিমিত্রিয়স নামক এক ব্যক্তিকে রোমানেরা এ রাজ্যের অধি- পতি করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি এক্ষণে গালীয়দের সহিত উক্ত

বিবাদ দেখিয়া রোমানদের প্রতিকূলে অনেক উৎপাত করিতে লাগিল, লিবিয়স সেলিনেতর এবং ইমিলিয়স পলস তাহাকে শাস্তিদিতে সসৈন্যে গমন করিলেন, দিমিত্রিয়স তাহাদের ভয়ে মাসিদনে পলায়ন করিল।

এই সময়ে ইজিপ্ত এবং অন্যত্র হইতে অনেক বিদেশীয় লোক আসিয়া রোম রাজ্যে ইসিস ও ওসিরিস নামক ইজিপ্ত-দের কল্পিত দেবতার অর্চ্চনা স্থাপন করিল। সেনেটরেরা রোম নগরে বিদেশীয় ধর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ২ দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির নষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন—কিন্তু দেবালয় নষ্ট করিতে কোন লোকের সাহস হইল না পরে কন্সল ইমিলিয়স আপনি এক কুঠার লইয়া সহস্তে ঐ দেবতা-দের বেদি ভগ্ন করিলেন।

রোমান ও কার্থেজিনদের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহা সম্প্রতি ভগ্ন হইতে লাগিল, হানিবল নামক কার্থেজিনদের এক মহাবীর বিংশতিবৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে স্পেন দেশে রোমানদের মিত্রভাবে গণিত সাগন্তিন নামক এক জাতির উপর আক্রমণ করিলেন তাহাতে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

রোমান ও কার্থেজিনদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইলেও তাহাদের পরস্পর আন্তরিক সদ্ভাব ও মিত্রতা কখনই হয় নাই—অন্যান্য জাতির মধ্যে তাহারা উভয়েই বাণিজ্য ও যুদ্ধ কৌশলে তখন শ্রেষ্ঠ ছিল সুতরাং তাহাদের পরস্পর ঈর্ষা জন্মিয়াছিল—রোমানেরা কার্থেজিনদের উপর প্রাধান্য করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু কার্থেজি-

নেরা এমত লাঘব স্বীকার করিতে অসম্মত ছিল এবং যদিও দুর্দ্দশা প্রযুক্ত যুদ্ধ নিবারণার্থে রোমানদের বাঞ্ছিত সমস্ত পণেতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করিয়াছিল তথাপি সে সকল পণ স্মরণ করিলে সর্ব্বদা তাহাদের মনে ক্ষোভ জন্মিত এবং সে নিয়ম পত্রের শৃঙ্খল হইতে তাহারা আপনাদিগকে মুক্ত করণার্থে অবিরত সুযোগ অনুসন্ধান করিত, অধিকন্তু কর্সিকা ও সার্দিনিয়া নামক উপদ্বীপ দ্বয় রোমানদের হস্তে সমর্পণ করাতে তাহারা মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছিল, বিশেষতঃ হানিবল রোমানদের নিয়ত শত্রু হইয়া রোম রাজ্য খর্ব্ব করণার্থে অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন ইহার এক মহা কারণ এই যে তাঁহার নয় বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার পিতা হামিল্কার এক দেবতার বেদি স্পর্শ করাইয়া তাঁহাকে শপথ করাইয়াছিলেন যে তিনি কখন রোমানদের প্রতিকূলে শত্রুতা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

অতএব রোম রাজ্য ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে হানিবল স্পেনেতে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তিনি সাগন্তম নগর বেষ্টন করিতেছেন ইহা শুনিয়া রোমানেরা তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিল—হানিবল দূতদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছু হইয়া তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দিলেন না।

তাহাতে দূতেরা কার্থেজ নগরে প্রস্থান করিয়া হানিবলের অন্যায় আচরণ জানাইতে লাগিলেন। কার্থেজ নগরীয় মহা সভাতে উপস্থিত হইয়া দূতগণ নিবেদন করিল যে রোমানদের মিত্রের প্রতিকূলে সংগ্রাম করিতে হানিবলকে নিষেধ করা কার্থেজিনদের কর্ত্তব্য। তখন হান্নো নামক একজন হামিলকার গোষ্ঠীর ও বার্কীয় দলের প্রকাশ্য শত্রু রোমান দূতদের নিবে-

দনের পোষক উক্তি করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বক্তৃতা পূর্ব্বক হানিবলকে সাগন্তম নগর বেষ্টন বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে আজ্ঞা দেওয়া কর্ত্তব্য এই পরামর্শ দিল, কিন্তু কার্থেজিনেরা তাহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিল, তাহাতে রোমানেরা পুনশ্চ দূত পাঠাইয়া সংবাদ দিল যে কার্থেজিনেরা যদি হানিবলকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ না করে তবে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হইবে, এ সংবাদে কার্থেজিনেরা ভয় না পাইয়া যুদ্ধ দিতে স্বীকার করিল।

অতএব দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ এক্ষণে স্পষ্টরূপে আরম্ভ হইল। এ যুদ্ধ বর্ণনার অব্যবহিত পূর্ব্বে লিবি নামক গ্রন্থ কর্ত্তা ভূমিকা স্বরূপ গম্ভীর ভাবে কহেন, যথা।

"পুরাবৃত্ত রচকদের মধ্যে অনেকে যেমন গ্রন্থারম্ভ কালে ভূমিকা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ উক্তি করিয়া থাকেন তদ্রূপ আমার গ্রন্থের এইখণ্ডে প্রথমতঃ কহা কর্ত্তব্য যে আমি এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অতি মহৎ যুদ্ধের বর্ণনা করিতে উদ্যত হইতেছি, কার্থেজিনেরা হানিবলকে অধ্যক্ষ করিয়া রোমানদের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিল তাদৃশ মহাযুদ্ধ আর কখনও হয় নাই।—এমত পরাক্রান্ত ও যোত্রাপন্ন জাতি কখন কোন দেশে পরস্পরের প্রতিকূলে অস্ত্রধারি হয় নাই, এবং এই পরাক্রমশালি জাতিরাও এ সংগ্রামের কালে যেমত শক্তিমন্ত ও তেজস্বি ছিল তদ্রূপ অন্য কোন কালে ছিল না, তৎকালীন তাহারা পরস্পরের যুদ্ধ কৌশলে অনভিজ্ঞ ছিল না কেননা প্রথম পুনিক যুদ্ধে উভয়ে পরস্পরের রণ ধারার পরিচয় পাইয়াছিল, এবং এ যুদ্ধে এমত বিবিধ প্রকার শুভাশুভ ঘটনা উভয় পক্ষে হইয়াছিল যে যাঁহারা অবশেষে জয়ি হইলেন তাঁহারাই অনেকবার

সদ্য বিনাশ পাইবার শঙ্কাতে পড়িয়াছিলেন আর যেমত উভয়ে বহু পরাক্রমের সহিত রণ করিয়াছিলেন তেমন বরং ততোধিক দ্বেষ ও হিংসাতে এক দল অন্য দলকে সংহার করিতে যত্নশীল হইয়াছিল। কার্থেজিনেরা পূর্ব্বে পরাস্ত হইয়া পুনশ্চ স্পর্দ্ধা করিয়া অস্ত্রধারি হওয়াতে রোমানদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, এবং রোমানেরা জয়ি হইয়া অত্যন্ত দর্প ও অর্থলোভ প্রকাশ কবিতেছে এই ভাবিয়া কার্থেজিন লোকেরা অতিশয় রাগেতে প্রমত্ত হইয়াছিল"*।

রোমানেরা কার্থেজ নগরে দূত পাঠাইয়া বৃথা কালক্ষেপ কবিতেছিলেন কিন্তু হানিবল মহা প্রতাপের সহিত সাগন্তম নগর আক্রমণে যত্ন করিতে লাগিলেন। ঐ নগববাসিরা দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও হানিবলেব শরণাগত হইতে কোন ক্রমে সম্মত হইল না। হানিবল যে পণ অঙ্গীকাব করিতে আজ্ঞা দিলেন তাহা স্বীকার না করিয়া বরং অনেকে যথা সর্ব্বস্ব লইয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত অগ্নিকুণ্ডে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিল। লোকেরা এইরূপে আত্মহত্যা ও বিষয় নাশ করিলেও হানিবল ঐ নগর গ্রহণ করিয়া রাশি ২ ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে পাইলেন।

অনন্তর হানিবল এমত এক মহৎ ও দুরূহ ব্যাপারের কল্পনা করিলেন যে তদ্রূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার কেহ কখন শুনে নাই। তিনি পিরিনিস ও আল্পস পর্ব্বত পার হইয়া স্থল পথে ইতালি প্রবেশ করিতে মনস্থ করিলেন। এই অভিপ্রায়ে আপন

---

* লিবি ২১ সর্গ।

ভ্রাতা আস্‌দ্রুবলকে স্পেনে রাখিয়া আপনি নিজ সঙ্কল্পিত যাত্রা আরম্ভ করিলেন। স্পেনের অন্তর্গত নানা প্রদেশ কার্থেজিনদের অধীন করিয়াছিলেন। অপর পিরিনিস পর্ব্বত যৎকিঞ্চিৎ কষ্টে উত্তীর্ণ হইলেন। স্পেনের প্রান্তভাগে যে২ গালীয় জাতিব বসতি ছিল তাহারা প্রথমত তাঁহার যাত্রাতে ব্যাঘাত দিতে ইচ্ছা করিযাছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্যে কতককে মিষ্টভাষা ও ধনদানে স্বপক্ষে আনিলেন কতককে ছলে ও বলে বশীভূত করিলেন, এবং অনেক বিঘ্ন ও ক্লেশ পাইলেও বুদ্ধির কৌশলে সসৈন্যে সমস্ত গজ ও অশ্ব সমেত রোন নদী পার হইলেন। পরে আল্পস নামক যে অগম্য গিরি তাহাও উত্তীর্ণ হইতে যত্ন করিলেন, এই পর্ব্বত পার হওনে তিনি এমত প্রতাপ ও বিক্রম এবং কৌশল ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তজ্জন্য পুরাবৃত্তে তাঁহাব নাম সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল হইয়াছে, পর্ব্বতীয় অসভ্য ও দুর্দান্ত লোকেরা তাঁহাকে প্রায় অখণ্ড্য ব্যাঘাত দিযাছিল, রাশীকৃত হিমানী এবং উচ্চ ও বিষম পথ প্রযুক্ত সে বাধা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি এ সমস্ত নিরাকরণ করিয়া অবিশ্রান্ত যত্ন ও কর্ম্মদক্ষতা পূর্ব্বক আগমন করত অবশেষে সৈন্য সামন্ত তুরঙ্গ ঘোটক মত্ত হস্তি এবং সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া পর্ব্বত পার হইলেন। কথিত আছে যে এই দুর্গম পথদিয়া তিনি অশীতি সহস্র পদাতিক ও বিংশতি সহস্র অশ্ব এবং সপ্ত বিংশতি হস্তি আনিয়াছিলেন। এই রূপে ইতালিতে উপনীত হইয়া রোম নগরেব অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। লিগুরি ও অন্যান্য অনেক গালীয় লোকেরা তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া ভীত হইয়া তাঁহার দলস্থ হইল।

ইতিমধ্যে স্পেনেতে হানিবলের সার্থক বিগ্রহের সংবাদ পাইয়া এবং তিনি ইতালি প্রবেশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন এমত আশঙ্কা করিয়া তাঁহার শক্তি খর্ব্ব করণার্থে বিশেষতঃ পিরিনিস পর্ব্বত ও রোন নদী দিয়া তাঁহার যাত্রা নিবারণ করিতে রোমানেরা কর্ণিলিয়স সিপিওকে প্রেরণ করিল, ইনি আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধির কাল অতীত হইয়াছে কেননা হানিবল পিরিনিস পর্ব্বত পার হইয়া রোন নদী পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং আল্পস পর্ব্বতদিয়া ইতালিতে আসিতে চেষ্টা করিতেছে—অতএব সেখান হইতে স্পেনের অভিমুখে গমন করত বৃথা বিলম্ব না করিয়া ইতালির মধ্যে শত্রুর প্রবেশ করণে ব্যাঘাত দিতে সিপিও ত্বরায় আল্পস পর্ব্বতের তলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হানিবল ও সিপিওর শাসনে স্থিত দুই দল সৈন্য পরস্পর অভিমুখ হইয়া প্রথম তিসিন নদী তীরে যুদ্ধ করে—উভয় সেনাপতি উচিত মতে বক্তৃতা করিয়া আপন২ সৈন্যের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু হানিবলের সৌভাগ্য প্রবল হইয়া উঠিল। রোমানেরা অনেক সৈন্য হারাইয়া পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে, ও তাহাদের অধ্যক্ষ আপনি আঘাত পাইয়া ক্ষতযুক্ত হইয়া নিজ তাম্বুতে ফিরিয়া আইসেন, পরে সেম্প্রোনিয়স নামে রোমানদের অন্যতর অধ্যক্ষ ত্রিবিয়া নাম্মী নদীর নিকট হানিবলকে যুদ্ধ দিলেন সেখানেও রোমানেরা পরাভূত হইল।

অনন্তর ফ্লেমিনিয়স নামক এক ব্যক্তি কন্সল পদে নিযুক্ত হইয়া হানিবলকে যুদ্ধ দিতে প্রেরিত হইলেন—ইঁহার বুদ্ধি

ও বিবেচনা অপেক্ষা সাহস ও রাগের অধিক প্রাবল্য, সুতরাং হানিবলের ন্যায় ধৈর্য্যান্বিত বিচক্ষণ ও কর্ম্ম তৎপর সেনাপতির সহিত সার্থক যুদ্ধ করিতে উপযুক্ত ছিলেন না, অতএব না বুঝিয়া ঝটিতি এমত অশুভ স্থানে রণ সজ্জাতে প্রস্তুত হইলেন যে হানিবল তাঁহাকে শীঘ্র অক্লেশে জয় করিল—থ্রাসিমিনী নামক হ্রদ হইতে এক ঘোর কুজ্ঝটিকা উঠিয়া রোমানদিগকে অন্ধ প্রায় করিল, তাহারা প্রায় শত্রুকে দেখিতে পাইবার পূর্ব্বে অগ্র পশ্চাৎ ও উভয় পার্শ্বে আঘাত পাইতে লাগিল, তাহাতে তাহাদের পঞ্চবিংশতি সহস্র হত হইল, তাহার মধ্যে কন্সল ফ্লেমিনিয়স আপনিও প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিল। হানিবলকে উত্তর২ জয়ী দেখিয়া ইতালির অনেক জাতি তাঁহার অধীন হইল।

রোমানদের বারম্বার পরাভব হওয়াতে রোম নগরে সকলের মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিল, কিন্তু সেনেটরেরা ব্যাকুল হইয়া আপনাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটি করিলেন না—তাঁহারা ফেবিয়স মাক্সিমস নামক এক জনকে দিক্তেতর করিয়া এবং সকল কার্য্যের অধ্যক্ষতার নিমিত্তে বিশেষ ক্ষমতা দিয়া হানিবলের প্রতিকূলে পাঠাইলেন। পূর্ব্বতন কএক সেনাপতির যে প্রকার স্বভাব ছিল ফেবিয়সের স্বভাব ঠিক তাহার বিপরীত, সেম্প্রো-নিয়স ও ফ্লেমিনিয়স যেমন অবিবেচক ও চপল ছিল তিনি তেমনি সাবধান ও সতর্ক, অতএব তিনি ভাবিলেন যে ত্বরায় সাধারণ যুদ্ধ না করিয়া কেবল মধ্যে২ কৌশল পূর্ব্বক ক্লেশ দিলে কার্থেজিনেরা অবশেষে পরাস্ত হইবে,—যুদ্ধে বিলম্ব

করিলে তাহারা বিদেশে আহারাদির অভাবে দুঃখ পাইবে ইহা স্থির করিয়া হানিবল কি করেন তাহাই কেবল সতর্কতা পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অনেকবার স্পষ্ট আহূত হইলেও সাধারণ রণ হইতে নিরস্ত থাকিলেন—কিন্তু তাঁহার সেনাগণ এতাদৃশ বিবেচনা করিতে না পারিয়া ও শীঘ্র যুদ্ধ দিতে অভিলাষী হইয়া বিলম্বকারি অধ্যক্ষকে সাহসহীন জ্ঞান করিতে লাগিল—তাহাতে অনেকে তাঁহার আচরণে দোষারোপ করিয়া অখ্যাতি করিতে আরম্ভ করিল—কিন্তু ফেবিয়স লোকদের গঞ্জনা না মানিয়া বিলম্ব করণের কৌশল হইতে নিরস্ত হইলেন না—আব এই বিলম্বদ্বারা অবশেষে তিনি হানিবলকে দমন করিলেন।

অনন্তর ফেবিয়সের পরিবর্ত্তে ইমিলিয়স ও বারো নামক দুই জন কন্সল পদে নিযুক্ত হইয়া হানিবলের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইল, ফেবিয়স উভয়কেই যুদ্ধে বিলম্ব করিতে পরামর্শ দিলেন কেননা কেবল বিলম্ব কবিলেই ঐ চতুর ও ধৈর্য্যহীন শত্রুর শক্তি ভগ্ন হইবে, ইমিলিয়স এ পরামর্শ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিয়া আপন ব্যবহারে পালন করিলেন, কিন্তু বারো তাঁহার বারণ না মানিয়া সত্বর হইয়া ঝটিতি রণ উপস্থিত করিল, আপুলিয়ার মধ্যবর্ত্তি কানি নামক এক নগরের নিকট এই যুদ্ধ হয়, ত্বরা করিবার এই মাত্র ফল হইল যে রোমানেরা সম্পূর্ণ রূপে হারিয়া গেল,—উভয় কন্সলই পরাভূত হইলেন, কার্থেজিনদের তিন সহস্র লোক ঐ সংগ্রামে নষ্ট হইয়াছিল আর অনেকে আঘাত পাইয়াছিল বটে কিন্তু তথাপি কার্থেজিনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রোমানেরা কখনও এমত দারুণ দুঃখ পায়েন

নাই কেননা কন্সল ইমিলিয়স আপনি ইহাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে কন্সল কিম্বা প্রিতর ছিলেন এমত বিংশতি জন হত হইলেন, সেনেটরদিগের মধ্যে ত্রিশ জন হত কিম্বা ধৃত হইলেন, মহৎ কুলীনদের তিন শত জন ও চল্লিশ হাজার পদাতিক এবং তিনহাজার পাঁচ শত অশ্বারূঢ় লোক নষ্ট হইল।

কিন্তু এমত ঘোর বিপত্তি হইলেও রোমানদের উৎসাহ ভগ্ন হইল না, হানিবলের নিকট সন্ধির প্রার্থনা করা কাহারও মনোগত হইল না, কেহ এমত কথার প্রসঙ্গ করিতে ও সাহস করিল না, রোমানেরা নীচ হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করা অত্যন্ত লজ্জাকর জ্ঞান করিলেন, ইহার বিপরীতে বরং তাঁহারা সৈন্যের বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন কেননা যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে অনেক লোক নষ্ট হইয়াছিল, এবং যাহারা দাসত্ব অবস্থাতে ছিল তাহাদিগকেও প্রাচীন রীতির ব্যতিক্রমে মুক্ত করিয়া যোদ্ধাদের মধ্যে গণিত করিলেন।

রোমানেরা এই রূপে বারম্বার পরাস্ত হওয়াতে ইতালিতে তাঁহাদের যশের অত্যন্ত হ্রাস হইল, ও যে২ জাতি এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বশীভূত ছিল তাহারা অনেকে এক্ষণে হানিবলের দলস্থ হইল—পরে হানিবল যুদ্ধে ধৃত রোমীয় লোকদের মোচনের নিমিত্তে চুক্তি করিতে রোমানদের নিকট দূত পাঠাইল, তাহাতে সেনেটরেরা উত্তর করিলেন যে যাহারা অস্ত্রধারী হইয়াও শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে তাহারা আর রোম নগরবাসি হইবার উপযুক্ত নহে ও তাহাদিগকে ধন দিয়া মোচন করিবার প্রয়োজন নাই,—যুদ্ধে ধৃতদিগকে এই রূপে মোচন

করিতে অস্বীকার করিবার অভিপ্রায় এই যে রোমানেরা যেন অত্যন্ত সাহসে যুদ্ধ করে, কেননা পরাজয় হইলে আর শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশা থাকিবেক না।

সেনেটরদিগের এই অসম্মতি শুনিয়া হানিবল বন্দি লোকদিগকে অনেক প্রকার যন্ত্রণা দিয়া বধ করিলেন, পরে তাহাদের স্বর্ণাঙ্গুরী সমস্ত হরণ করিয়া কার্থেজে পাঠাইয়া আপন জয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলেন এবং রোম নগর শীঘ্র ধ্বংস হইবে এমত আশা দিয়া আরো অধিক সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন, এমত সময়ে কার্থেজ নগরে এক জন হানিবলের বন্ধু ও বার্কীয় দলের স্বপক্ষ এ সুসবংবাদে আহ্লাদিত হইয়া বিপক্ষ দলেব অধ্যক্ষ হানোকে বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসিল যে তিনি এখন পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের কারণ পূর্ব্ববৎ অসন্তুষ্ট আছেন কি না এবং হানিবলকে রোমানদের হস্তে সমর্পণ করিতে এখনও চাহেন কি না,—হানো উত্তর করিল যে হানিবল জয়ী হইয়াছেন বটে কিন্তু এপর্য্যন্ত রোম নগর সংহার করিতে পারেন নাই আর রোমানেরা ভয়প্রাপ্ত না হইয়া বরং সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে অতএব জয়ধ্বনি করিবার সময় এক্ষণেও উপস্থিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে স্পেনেতে হানিবলের ভ্রাতা আস্‌দ্রুবল অনেক সৈন্য লইয়া সে সমস্ত দেশ কার্থেজিনদের অধীন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন,—রোমানেরা সিপিও নামক দুই ভাইকে সেখানে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন—আস্‌দ্রুবল তাঁহাদের দ্বারা পরাস্ত হইয়া তেত্রিশ হাজার লোক হাবাইলেন, তাহার মধ্যে দশ সহস্র ধৃত ও বিশ হাজার হত হয়, কিন্তু কার্থে-

জিনেরা তাঁহার সাহায্যার্থে পুনশ্চ দ্বাদশ সহস্র পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারূঢ় এবং বিংশতি হস্তি পাঠাইল।

হানিবল চারি বৎসর ইতালিতে থাকিয়া অবিরত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সৌভাগ্য পূর্ণ হইয়া কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় হ্রাস পাইতে লাগিল, মার্সেলস নামক এক বীর কন্সল হইয়া কাম্পেনিয়ার অন্তর্গত নোলা নামক গ্রামে তাঁহাকে বিলক্ষণ যুদ্ধ দিলেন, তথাপি হানিবল আপুলিয়া কেলেব্রিয়া ও ব্রতীযদের দেশের অন্তর্গত রোমানদের নানা নগর অধিকার করিলেন। এই সময়ে মাসিদনের রাজা ফিলিপ হানিবলের নিকট দূত পাঠাইয়া হৃদ্যতা প্রকাশ করিলেন এবং রোমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন অধিকন্তু এই বাঞ্ছা করিলেন যে রোমানেরা পরাজিত হইলে হানিবল তাঁহাকে গ্রীক জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আনুকূল্য করেন। ফিলিপের দূতেরা রোমানদের হস্তে পড়াতে এ সমস্ত কথা প্রকাশ হইল, পরে রোমানেরা তাঁহার এই আচরণে কোপান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিকূলে সংগ্রাম করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বেলিরিয়স লিবিনস নামক অধ্যক্ষকে সসৈন্যে মাসিদনে প্রেরণ করিলেন।

সার্দিনিয়া উপদ্বীপস্থ লোকেরাও হানিবলের মন্ত্রণা প্রযুক্ত রোমানদের বিপক্ষে উঠিল, রোমানেরা তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত তাইতস মান্‌লিযস নামক সেনাপতিকে সসৈন্যে পাঠাইলেন—সেখানে আস্‌দ্রুবল নামক আর এক জন কার্থেজিন সার্দিনিয়ার অধ্যক্ষের ন্যায় ছিল।

এইরূপে রোমানেরা এককালে চারিস্থানে যুদ্ধ করিতে

লাগিলেন—প্রথমতঃ ইতালিতে হানিবলের সহিত রণে নিযুক্ত ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ স্পেনেতে হানিবলের ভ্রাতা আস্‌দ্রুবলের বিরুদ্ধে ছিলেন, তৃতীয়তঃ মাসিদনে ফিলিপকে শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং চতুর্থতঃ সার্দিনিয়াস্থ লোকদিগকে দমন করত অন্য আস্‌দ্রুবলের চেষ্টা নিষ্ফল করিতেছিলেন।

সার্দিনিয়াতে মান্‌লিয়স নামক কন্সল শীঘ্র কৃতকার্য্য হইলেন, ইনি আস্‌দ্রুবলকে জীবিত থাকিতে২ ধৃত করিয়া তাহার দ্বাদশ সহস্র লোক বধ করিলেন এবং সার্দিনিয়া উপদ্বীপ রোমানদের বশে আনিলেন, পরে আস্‌দ্রুবল ও অন্যান্য বন্দিগণকে রোমে প্রেরণ করিলেন। মাসিদনেতেও লিবিনস নামক মহাবীর দ্বারা ফিলিপ পরাস্ত হইল এবং স্পেনেতে সিপিও দ্বয়ের পরাক্রমে আস্‌দ্রুবল ও মেগো নামে হানিবলের দুই ভ্রাতা পরাজিত হইল।

হানিবল ইতালিতে অতি সাহস ও পরাক্রম পূর্ব্বক যুদ্ধ সজ্জাতে ছিলেন কিন্তু যেমত পূর্ব্বে কহা গিয়াছে এক্ষণে তাঁহার সৌভাগ্যের হ্রাস হইতে লাগিল, বিশেষতঃ কাম্পেনিয়া নামক উর্ব্বরা দেশে কাপুয়া নগরে সসৈন্যে প্রবেশ করণাবধি তাহার অনিষ্ট ঘটিতে আরম্ভ হইল। কেহ২ কহেন যে এই ধনসম্পত্তি বিশিষ্ট দেশে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের ভোগদ্বারা কার্থেজিন সেনাগণের যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রতাপের হানি হইয়াছিল, চতুর্দ্দিক্‌স্থ বিষয় সম্পত্তির মধ্যে নিশ্চিন্ত সুখ ভোগ পাইয়া তাহারা রণক্ষেত্রের পরিশ্রম ও উদ্যমে বিরত হওয়াতে যুদ্ধ বীরের লক্ষণ যে বিক্রম ও কৌশল তাহা শীঘ্র নষ্ট হইল সুতরাং

কোন মহৎ ব্যাপারে তাহাদের আর কর্ম্মদক্ষতা রহিল না। কাপুয়া নগরে সসৈন্যে গমন করাতে হানিবলকে অবিবেচক বলিয়া কোন২ পণ্ডিত নিন্দা করিয়াছেন বটে কিন্তু অনেকে তাঁহার এ কার্য্যের পোষক উক্তি করিয়াছেন, কান্নি নামক গ্রামের যুদ্ধান্তে একেবারে রোম নগরে যাত্রা করিলে হইতে পারে হানিবল এই নগর গ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু এ পথে যে অনেক আপদ ছিল তাহা নিঃসন্দেহ তন্নিমিত্তে বিবেচক হইয়া সাবধান পূর্ব্বক ত্বরায় ঐ আপদের অভিমুখ হয়েন নাই।

ইতালি প্রবেশের দশম বৎসরে হানিবল আপনি রোম নগরের দুই ক্রোশ অন্তর পর্য্যন্ত এবং তাঁহার অশ্বারূঢ়েরা দ্বার পর্য্যন্ত এক বার আসিয়াছিলেন কিন্তু পবিয়স সল্পিসিয়স ও নিয়স ফুল্বিয়স নামক কন্সলেরা প্রচুর সৈন্য লইয়া আসিতেছে ইহা শুনিয়া ভয়ে কাম্পেনিয়াতে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইতালিতে যাবৎ এই প্রকার হইতেছিল ইহার মধ্যে স্পেনেতে সিপিওদ্বয় সাহস পূর্ব্বক অনেক প্রকারে কৃতকার্য্য হইয়া পরে যুদ্ধ করিতে২ আস্‌দ্রুবলের হস্তে হত হইলেন কিন্তু এই ঘটনা কেবল আকস্মিক মাত্র ছিল শত্রুদের কোন গুণে হয় নাই আর ইহাতে সৈন্যব কোন হানি হইল না সৈন্যের বল ও পরাক্রম সমুদয় রহিল।

এই সময়ে মার্সেলস সিসিলিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, এই উপদ্বীপের মহা নগরীর নাম সিরাকুস, তথাকার রাজা হাইরোর সহিত রোমানদের যথেষ্ট প্রীতি ছিল তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু হাইরোর মরণানন্তর হাইরোনিমস রাজা হইয়া

কার্থেজিনদের সহিত মিত্রতা করিয়া রোমানদের বিপক্ষ হইল অতএব মার্সেলস সিরাকুস আক্রমণ করিতে লাগিলেন কিন্তু এ নগর রণ শস্ত্রেতে কোনমতে রোমানদের তুল্য না হইলেও এক জন মহা বিদ্বানের পাণ্ডিত্য কৌশলে আক্রমণকারিরা অনেক ক্লেশ পাইল। তখন সেখানে আর্কিমিদিস নামে একজন মহা পণ্ডিত ক্ষেত্রবিদ্যাদিতে দক্ষ ছিলেন, তিনি হাইরো রাজাকে একদিন কহিয়াছিলেন যে যদি পৃথিবী হইতে কোন স্বতন্ত্র ভূমিতে দাঁড়াইতে পায়েন তবে যন্ত্রদ্বারা ভূমণ্ডলকে স্থানান্তর করিতে পারেন, ইনি এক্ষণে বিদ্যার কৌশলে নগর রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দূর হইতে রোমানদিগকে এমত আঘাত করিতে লাগিলেন যে আক্রমণ ত্যাগ করিয়া মার্সেলসকে কেবল বেষ্টন করিয়া থাকিতে হইল।

পরে মার্সেলস এক বিশেষ সুযোগ পাইয়া সিরাকুস গ্রহণ করিলেন, এবং সেনাগণকে নগর লুণ্ঠন করিতে আজ্ঞা দিলেন, কথিত আছে যে ঐ আর্কিমিদিস রেখা গণিতের কোন এক প্রশ্ন সাধনে নিযুক্ত ছিলেন এমত সময়ে একজন অস্ত্রধারি রোমান তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বধ করণার্থে খড়্গ তুলিল আর্কিমিদিস কহিলেন "এক মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব কর আমার গণনার উপপত্তি সমাপ্ত প্রায় হইয়াছে"—কিন্তু সে নিষ্ঠুর রোমান তাঁহার কথা না মানিয়া ও তাঁহার বিদ্যার কোন আদর না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বধ করিল। মার্সেলস এমত বিদ্বানের বধ শুনিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন কেননা রোম দেশীয় মহৎ লোকদের মধ্যে সে কালে বিদ্যার বিষয়ে মনোযোগ ও চেষ্টা যথেষ্ট ছিল।

এইরূপে সিরাকুস নগর মার্সেলসের দ্বারা গৃহীত হইল আর লিবিনস নামক রোমান যোদ্ধা মাসিদনের রাজা ফিলিপকে পরাস্ত করিয়া রোম রাজ্যের অনুকূল থাকিতে বাধ্য করিলেন, পরে অন্যান্য গ্রীক নগরবাসি এবং এস্যার অন্তর্গত পর্গেমসের রাজা আতেলস রোমানদের সহিত মিত্রতা করিল। অপর লিবিনস সিসিলিতে প্রেরিত হইয়া অগ্রিগন্তম নগর সন্নিধানে হানো নামক কার্থেজিনদের এক জন অধ্যক্ষকে পরাজয় করিলেন ও সে নগর সংহার করিয়া কার্থেজিনদের অধ্যক্ষ ও অনেক মহৎ লোককে ধরিয়া রোম নগরে পাঠাইলেন, অনন্তর ঐ উপদ্বীপের অন্যান্য অনেক নগর বশীভূত করিয়া রোমানদের মিত্রতা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। লিবিনস মাসিদন ও সিসিলিতে এইরূপে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অবশেষে রোম নগরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ইতালিতে হানিবলের পরাক্রম এখনও ভগ্ন হইল না, তিনি অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া ফুল্‌বিয়স নামক কন্সল ও তাহার অধীন আট হাজার লোককে হনন করিলেন।

পূর্ব্বে কহাগিয়াছে যে স্পেনেতে সিপিও নামক দুই ভ্রাতা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মরণানন্তর সেখানে রোমানদের অধ্যক্ষ কেহ ছিলনা, পরে মৃত সিপিও দ্বয়ের মধ্যে একজনের পুত্র কর্ণিলিয়স সিপিও তথায় অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই কিন্তু রোমানদের মধ্যে শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমে তাঁহার তুল্য সে কালে কেহ ছিলনা ও পরেও হয় নাই, তিনি আপন পিতা যে দেশে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন সেইস্থানে স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়া স্পেনে প্রস্থান করিলেন,—তথায়

নিউ কার্থেজ নামক নগর আক্রমণ করিলেন, এইস্থলে কার্থে-জিনদের সমস্ত রজত কাঞ্চন ও অস্ত্র ছিল, ঐ নগর গ্রহণ করিয়া সকল সম্পত্তি হরণ করিলেন, এবং হানিবলের ভ্রাতা মেগো ও অন্যান্য অনেক কার্থেজিন লোককে ধরিয়া রোম নগরে পাঠাইলেন্ ও কার্থেজিনেরা স্পেন দেশীয লোকদের যে ২ পুত্র প্রতিভূ স্বরূপ গ্রহণ করিযাছিল তাহাদিগকে স্ব২ পিতৃহস্তে সমর্পণ কবিলেন। এই যুদ্ধের সংবাদে বোগ নগরে মহানন্দ হইল এবং স্পেনদেশীয় লোকেরা কার্থেজিনকর্ত্তৃক গৃহীত আপনাদের পুত্র পুনশ্চ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া একচিত্তে বোমানদের দলে আইল। পরে সিপিও হানিবলের অন্য ভ্রাতা আস্‌দ্রুবলকেও পরাস্ত করিলে তিনি পরাভূত হইয়া পলায়ন পর হইলেন। সিপিও এইপ্রকারে কৃতকার্য্য হইয়া অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিলেন।

নিউ কার্থেজ নগর গ্রহণ করিবার কালে সিপিও যথার্থ মহানুভব হইয়া এমত এক কার্য্য করিয়াছিলেন যে তজ্জন্য তাঁহার যশ বাহুল্য রূপে বিস্তার হইয়াছে, যুদ্ধে হৃতা নারী-গণকে দাসী করিবার যে অসভ্য ব্যবহার তাহা তৎকালে প্রবল ছিল, ফলতঃ আমাদের মনু সংহিতাতে যে ব্যবহার রাক্ষস বিবাহ* নামে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে পরাজিত শত্রু পক্ষীয় স্ত্রীগণের হরণ ও বলাৎকারের

* "যুদ্ধে শত্রুকে নষ্ট ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গৃহ হইতে বিলাপ ও রোদনকারিণী কন্যাকে বলদ্বারা হরণ করিলে তাহাকে রাক্ষস বিবাহের বিধি কহে"—মনু ৩.৩৩। এবং ২৬ শ্লোকে লিখিত আছে যে ক্ষত্রির পক্ষে এ বিবাহ প্রশস্ত।

অনুমতি দেখা যাইতেছে, এবং সে সময়ে এ রীতি ইউরোপ ও এস্যা উভয় খণ্ডেই প্রবল ছিল, এই রীত্যনুসারে এক পরম সুন্দরী যুবতী সিপিওর নিকট আনীতা হইলে সিপিও তাহার লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন, কিন্তু আলুসিয়স নামে এক সেলটিবিরীয় রাজকুমারের সহিত ঐ যুবতীর বিবাহার্থে লগ্ন পত্র হইযাছে ইহা শুনিয়া রাজকুমারকে ডাকাইয়া তাহার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিলেন, এবং কন্যার পিতা তাহার উদ্ধারার্থে যে মুদ্রা আনিয়াছিল তাহাও আপনি গ্রহণ না করিয়া আলুসিয়সকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করিলেন।

ইতালিতেও কার্থেজিনদের অনেক অশুভ ঘটনা হইতে লাগিল, কেননা ফেবিয়স মাক্সিমস তরেন্তম নগর তাহাদের হস্ত হইতে নিরাকরণ করিলেন, সেখানে অনেক কার্থেজিন সৈন্য ছিল তথাপি কার্থেলো নামক হানিবলের এক সহকারি যোদ্ধা প্রাণ হারাইলেন এবং অনেক কার্থেজিন লোক রোমানদের হস্তে পতিত হইল, ফেবিয়স তাহাদের মধ্যে পঁচিশ হাজার লোককে বিক্রয় করিয়া তাহাদের মূল্য রাজ ভাণ্ডারে পাঠাইলেন কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্য আপন সৈন্যের মধ্যে বিতরণ করিলেন। তরেন্তম নগর হরণে রোমানদের অনেক উপকার হইল কেননা পূর্ব্বে ইতালিস্থ যে২ নগর হানিবলের অধীন হইয়াছিল সে সকল এক্ষণে রোমানদের ভয়ে পুনশ্চ ফেবিয়সের বশীভূত হইল।

পর বৎসরে ইতালিতে কার্থেজিনদের বরং যৎকিঞ্চিৎ সৌভাগ্য হইল, মার্সেলস নামক মহাবীর যাহার অদ্ভুত চেষ্টা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তিনি হানিবলের হস্তে প্রাণত্যাগ করি-

লেন, কিন্তু স্পেনে কার্থেজিনদের অনেক অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল, সিপিও ও তাঁহার ভ্রাতা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দিয়া কার্থে-জিনদের বল সম্পূর্ণ খর্ব্ব করিয়া স্পেনস্থ সপ্তুতি নগর রোমান-দের শরণাগত করিলেন।

স্পেনে যাত্রা করিবার তৃতীয় বৎসরে সিপিও স্পেন দেশীয় এক রাজাকে ঘোর সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া রোমানদের শরণা-গত করিলেন, আর অনেক দয়াধর্ম্ম ও সৌজন্য দেখাইয়া স্পেনীয় লোকদের অনুরাগ প্রাপ্ত হইলেন—কেননা অন্যান্য যোদ্ধাদের রীত্যনুসারে পরাজিত শত্রুর নিকট প্রতিভূ না চাহিয়া তাহাদের কথাতেই বিশ্বাস করিলেন, এইরূপে শৌর্য্য ও সুশীলতার দ্বারা প্রায় সমস্ত স্পেন দেশ কার্থেজিনদের হস্ত হইতে নিরাকরণ করিলেন।

সিপিও উক্ত প্রকার বলে ও কৌশলে বীর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে স্পেনীয় জাতিকে বশীভূত করিতেছেন ইহা শুনিয়া হানিবল মনে করিলেন যে ঐ দেশে এমত পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ শত্রুর বিরুদ্ধে কার্থেজিনদের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা বৃথা, অতএব আপন ভ্রাতা আস্‌দ্রুবলকে সসৈন্যে ইতালিতে আসিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন, ইনি সে আজ্ঞানুসারে ইতা-লিতে আসিবার অভিপ্রায়ে প্রস্থান করত হানিবল স্বয়ং যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন সেই পথে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁহার উপর আক্রমণ করণার্থে রোমান কন্সলেরা সসৈন্যে একস্থানে লুকাইয়া ছিলেন এবং সিনা নামক গালীয় নগরের নিকট আস্‌দ্রুবলের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। আস্‌দ্রুবল এই আকস্মিক উপদ্রবে মহা বিক্রম

পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেও অবশেষে স্বয়ং প্রাণ হারাইলেন এবং তাঁহার সেনার মধ্যে কতক ধৃত কতক হত হইল। কন্সলেরা জয়ী হইয়া রাশি২ রজত কাঞ্চন লুণ্ঠন করিয়া জয় চিহ্নস্বরূপ তাহা রোমে পাঠাইলেন।

ভ্রাতার এ অশুভ সংবাদ না পাইয়া হানিবল ইতালিতে তাঁহার শীঘ্র আগমনের প্রতীক্ষাতে ছিলেন কিন্তু যে রাত্রিতে তাঁহাকে সসৈন্যে দেখিতে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন সেই রাত্রিতেই রোমান কন্সল মৃত আস্‌দ্রুবলের মস্তক ছেদন করিয়া হানিবলের শিবিরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। হানিবল ভ্রাতার ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক বিলাপ করিলেন ও চতুর্দ্দিকে বিপদ ও শঙ্কট অবলোকন করিয়া অবশেষে কার্থেজিনদের পরাভব হইবেক এমত আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

সিপিওর জয় ও আস্‌দ্রুবলের মৃত্যু শুনিয়া রোমানেরা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া শত্রুর বল শীঘ্র নষ্ট হইবে এমত আশা করিতে লাগিলেন এবং সিপিওকে স্পেন হইতে রোমে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, তিনি পঁহুছিলে মহা আদর ও সম্ভ্রম পূর্ব্বক তাঁহাকে নগরে অভ্যর্থনা করিলেন, পরে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে হানিবলকে ইতালি হইতে দূর করণার্থে আফ্রিকাতে সৈন্য প্রেরণ করাই শ্রেয়ঃ—কেননা তাহাতে কার্থেজিনেরা স্বদেশ রক্ষার্থে ব্যাকুল হইয়া ইতালিতে আর উৎপাত করিতে পারিবেক না, এই কৌশলক্রমে তাঁহারা সিপিওকে কন্সল পদে অভিষিক্ত করিয়া আফ্রিকাতে প্রেরণ করিলেন। সিপিওর যুদ্ধ সিদ্ধি দেখিয়া

লোকে তাঁহাকে বিশেষ রূপে দেবপ্রিয় জ্ঞান করিত এবং দেবতাদের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ হইত এমত অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিত, ফলতঃ তিনি মহা বীর ও যুদ্ধের কৌশলে সর্ব্বতোভাবে পারদর্শী ছিলেন ইহা সত্য বটে।

সিপিও আফ্রিকাতে উপনীত হইয়া প্রথমে হানোর সহিত রণ করিলেন, এ সংগ্রামে হানো পরাস্ত হইয়া সমস্ত সৈন্য হারাইল,—পরে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ দিয়া সিপিও শক্র পক্ষীয় একাদশ সহস্র লোককে হত ও চারি সহস্র পাঁচশত ধৃত করিয়া তাহাদের শিবির পর্য্যন্ত হরণ করিলেন। সাইফাক্স নামক নুমিদিয়া দেশের রাজা যিনি কার্থেজিনদের সহিত মিলিয়াছিলেন তিনি ধৃত হইলেন ও তাঁহার শিবির আক্রান্ত হইল। সিপিও সাইফাক্স রাজাকে অনেক মহৎ নুমিদীয় লোকের সহিত শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রোমে পাঠাইলেন এবং রাশি ২ লুণ্ঠিত বস্তুও নিজ দেশে তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ পঁহুছিলে ইতালিস্থ প্রায় সকল দেশ হানিবলকে ত্যাগ করিল এবং কার্থেজিনেরাও সিপিওর বৃদ্ধি ও জয় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া কার্থেজ রক্ষার্থে হানিবলকে ইতালি ত্যাগ করিয়া আফ্রিকাতে আসিতে আজ্ঞাদিল, হানিবল এ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং ইতালি জয় করণার্থে যে ক্লেশ ও দুঃখ সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন সকলি নিষ্ফল দেখিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক বিলাপ করিতে ২ আফ্রিকাতে প্রস্থান করিলেন।

কার্থেজিনেরা ভয় পাইয়া সিপিওর নিকট সন্ধির প্রার্থনায় দূত পাঠাইয়াছিল তাহাতে সিপিও কহিলেন যে যদি কার্থে-

জিনেরা কখন ত্রিশ জাহাজের অধিক না রাখিতে স্বীকার করে আর যুদ্ধে ধৃত অথবা পতালক সমস্ত লোককে রোমান-দের হস্তে সমর্পণ করে এবং পাঁচ লক্ষ পৌণ্ড রৌপ্য দেয় তবে সন্ধি হইবে নচেৎ হইবে না। তাহারা এ কথাতে সম্মত হইলে সিপিও পঁয়তাল্লিশ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে স্বীকার করি-লেন তাহাতে দূতগণ সেনেটের নিকট সন্ধির নিয়ম দার্ঢ্য করণার্থে রোম নগরে প্রস্থান করিল এবং রোমানেরা যুদ্ধ নিবৃ-ত্তির কথাতে সম্মত হইলেন।

ইতি মধ্যে হানিবল আফ্রিকার নিকট উপস্থিত হইলে নিরুৎসাহ কার্থেজিনেরা উৎসাহ পাইয়া রোমানদের সহিত আপনারাই যে সন্ধির প্রসঙ্গ করিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রমে কএক রোমীয় জাহাজে উপদ্রব করিল। সিপিও নিয়ম পত্রের এই অন্যায় ব্যতিক্রম দেখিয়া তদ্বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে কার্থেজ নগরে দূত পাঠাইলে কার্থেজিনেরা দূতের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিল সুতরাং পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্যোগ হইল।

হানিবল আফ্রিকাতে পঁহুছিয়া সিপিওর শিবির দর্শনার্থে তিন জন চর পাঠাইলেন তাহারা রোমানদের হস্তে ধরা পড়িলে সিপিও তাহাদের দণ্ড না করিয়া বরং তাহাদিগকে সমস্ত সৈন্য দেখাইতে আজ্ঞা দিলেন পরে ভোজন করাইয়া হানিবলের নিকট গিয়া যাহা দেখিয়াছে তাহার যথার্থ সংবাদ দিতে অনুরোধ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

চরের প্রমুখাৎ রোমানদের বিক্রম ও শক্তির কথা শুনিয়া এবং বারম্বার পরাভূত হওয়াতে স্বয়ং শঙ্কাকুল হইয়া হানিবল

যুদ্ধের শেষ করিতে অভিলাষী হইলেন তন্নিমিত্তে সিপিওর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে তিনি এ বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থে এক বার তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করেন, সিপিও সম্মত হইয়া সাক্ষাৎ করিলেন কিন্তু হানিবলের অনেক আক্ষেপোক্তি শুনিলেও সন্ধির নিমিত্তে পূর্ব্বে যে পণ চাহিয়াছিলেন তাহার কোন অংশ হইতে নিরস্ত হইলেন না, এবং সন্ধির প্রসঙ্গানন্তর কার্থেজিনেরা অবিশ্বাসির ন্যায় নিয়ম পত্রের ব্যতিক্রম করিয়াছে এ দোষের দণ্ডার্থে বরং আরো এক লক্ষ পৌণ্ড রৌপ্য চাহিলেন, কার্থেজিনেরা এ কথায় অসম্মত হওয়াতে হানিবল পুনর্ব্বার রণ সজ্জা করিলেন।

এই শেষ যুদ্ধ জামা নামক এক স্থানের নিকট হয, মেসিনিসা নামক নুমিদিয়ার আর এক জন রাজা কার্থেজিনদের প্রতিকূলে সিপিওর সাহায্য করিলেন। এমত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম কখন হয় নাই, উভয় দলেই অতি পারদর্শী ও মহাবীর ও প্রতাপবান্ অধ্যক্ষ ও যোদ্ধা ছিল, কোন দলে সৈন্যের অভাব ছিল না আর এমত কর্ম্মদক্ষ ও যুদ্ধ তৎপর সৈন্য ও অধ্যক্ষ কেহ কখন শুনে নাই, এবং এমত যত্ন ও সাহস পুর্ব্বকও কোন যুদ্ধবীর কখন শরক্ষেপ করে নাই। কার্থেজিনেরা আপনাদের ধন প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার্থে যত্নশীল হইয়াছিল এবং রোমানেরা ভূমণ্ডলের আধিপত্যের প্রয়াসে রণসজ্জা করিয়াছিল, কিন্তু কার্থেজিন সৈন্যশ্রেণী শীঘ্র বিশৃঙ্খল ও ভগ্ন হইতে লাগিল, তাহাদের হস্তি সমূহ রোমানদের হুঙ্কার ধ্বনিতে ভয় পাইয়া শত্রু হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল, তাহাতে কার্থেজিনেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল, হানিবলও আপনি

ধৃত প্রায় হইয়াছিলেন—বিংশতি সহস্র লোক রণস্থলে প্রাণ-ত্যাগ করিল আর বিশংতি সহস্র শত্রুহস্তে বদ্ধ হইল—হানিবল মহা বিচক্ষণ সেনাপতির যত সাধ্য সকল চেষ্টা করিয়া অবশেষে সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করিয়া অত্যল্প অশ্বারূঢ় লোকের সহিত পলায়ন করিলেন। রোমানেরা তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিয়া রাশীকৃত স্বর্ণ রৌপ্য প্রাপ্ত হইলেন। কার্থেজিনেরা এই প্রকারে পরাজিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্ট কহিলেন যে রোমানেরা যাহা বলে তাহাতেই সম্মত হইয়া সন্ধি কর।

সিপিও এই২ নিয়মে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন—যথা কার্থেজিনেরা সমস্ত দেশত্যাগি ও পলাতক দাস এবং যুদ্ধে ধৃত রোমানদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে, কেবল দশখান ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধের জাহাজ এবং রণকৌশলার্থে শিক্ষিত হস্তি সমূহ রোমানদের হস্তে দিবেক, আফ্রিকাতে কিম্বা আফ্রিকার বাহিরে রোমানদের অনুমতি বিনা কখন যুদ্ধ করিবে না ও মেসিনিসাকে তাঁহার সমস্ত অধিকার প্রত্যর্পণ করিবে আর দশ সহস্র তালন্ত কিস্তিবন্দি করিয়া পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রোমানদিগকে দিবে।

এ সকল পণ অতি কঠিন তথাচ কার্থেজিনেরা দুর্দ্দশা প্রযুক্ত তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, এবং এই রূপে উনবিংশতি বৎসরের পর দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের শেষ হইল। সিপিও ইতালিতে প্রত্যাগমন করিয়া জয় যাত্রা করত রোম নগরে প্রবেশ করিলেন এবং আফ্রিকাতে মহা শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্তে আফ্রিকেন আখ্যা সম্ভ্রমার্থে প্রাপ্ত হইলেন।

৪ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে মাসিদনে এক সংগ্রাম উপস্থিত হইল, মাসিদন রাজ্য গ্রীশের অন্তর্গত ছিল—এখানে মহা আলেগজন্দর পূর্ব্বে রাজা ছিলেন, তিনি এস্যার পারস প্রভৃতি সকল দেশ জয় করিয়া হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, মাসিদনীয় রাজারা গ্রীশের মধ্যবর্ত্তি সমস্ত দেশও অধনা করিযাছিল—এই বর্দ্ধমান রাজ্যের ব্যাঘাত করণাভিপ্রায়ে এথিনিয়ানদিগকে উৎসাহ দিবার নিমিত্তে দিমস্থিনিস নামক মহা পণ্ডিত অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহার সে বক্তৃতা ফিলিপিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে—তিনি গ্রীকদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান উপস্থিত বক্তা ছিলেন।

মহা আলেগজন্দরের পিতা ফিলিপ পূর্ব্বে ভূপতি ছিলেন সম্প্রতি আর এক ব্যক্তি ফিলিপ নামে মাসিদনের রাজা হইলেন, ইনি সাহসে ও প্রতাপে অতি মহান, এবং দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধে হানিবলকে সাহায্য পাঠাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এই কারণে রোমানেরা তাঁহার উপর কখন পূর্ণ সন্তুষ্ট হয় নাই আর তাহারা কার্থেজিনদিগকে দমন করিয়া নিষ্কর্ম্মা থাকাতে এক্ষণে অন্যান্য দিকে আপনাদের বল বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিল—অধিকন্তু মাসিদনীযেরা পরাক্রান্ত লোক সুতরাং সুযোগ পাইলে রোমানদিগকে ক্লেশ দিতে পারিবে এই আশঙ্কায় তাহাদের পরস্পর ঈর্ষা হইয়াছিল।

কিন্তু অকারণে যুদ্ধ করা রাজধর্ম্ম নহে, অতএব রোমানেরা কলহের সূত্রান্বেষণ করত অবিলম্বে বিরোধের ছল পাইল,

বিবাদ করণে আসক্ত হইলে শত্রুতার ছল পাওয়া কথন কঠিন নহে, গ্রীক দেশীয় অন্যান্য জাতিরা এ সময়ে ফিলিপের বিপক্ষ ছিল সুতরাং এথেন্স প্রভৃতি নগরীয় লোকেরা রোমানদের সাহায্য প্রার্থনা করাতে বিবাদের উত্তম পথ হইল। রোমানেরা তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ছলে মাসিদন রাজের উপর যুদ্ধ প্রচার করিল—রোদ উপদ্বীপস্থ লোকেরা এবং পর্গেমসের রাজা আতেলসও ফিলিপের প্রতি বৈরি ভাবাপন্ন ছিল, অতএব এ সমস্ত জাতি একত্র মিলিয়া রোমানদের সাহায্যে মাসিদনে যুদ্ধ উপস্থিত করিল। ফ্লেমিনিয়স কন্সল হইয়া রোমান সৈন্য লইয়া গ্রীক রাজ্যে আইলেন এবং অনেক চেষ্টার পর ফিলিপকে পরাভব করিয়া এইরূপ পণে সন্ধি করিলেন যথা—ফিলিপ রোমানদের আশ্রিত গ্রীক জাতিদের উপর যুদ্ধ করিতে পাইবেক না, সমস্ত পলাতক ও যুদ্ধে ধৃতলোকদিগকে সমর্পণ করিবেক, কেবল পঞ্চাশ খান রাখিয়া অবশিষ্ট যুদ্ধের জাহাজ রোমানদের হস্তে দিবেক ও রোমানদিগকে এক সহস্র তালন্ত দিবেক তন্মধ্যে অর্দ্ধেক তৎক্ষণাৎ এবং অর্দ্ধেক দশ বৎসরের মধ্যে প্রদান করিবেক, আর এই সকল কথা পালনার্থে আপন পুত্র দিমিত্রিয়সকে প্রতিভূ স্বরূপ রোমানদের হস্তে সমর্পণ করিবে। রোমানেরা গ্রীক নগর সমূহ ফিলিপের হস্ত হইতে এইরূপে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

পরে ফ্লেমিনিয়স লাসিডিমনদের সহিতও যুদ্ধ করিলেন তখন নেবিস নামে অতি দুর্দান্ত নিষ্ঠুর এক ব্যক্তি লাসিডিমনের রাজা ছিল—রোমান সেনাপতি নেবিসকে পরাভব করিয়া

অত্যন্ত খর্ব্ব করিলেন ও তাহার পুত্র আর্মিনিসকে প্রতিভূ স্বরূপ লইলেন। ফ্লেমিনিয়স ইহাতে অত্যন্ত যশঃপ্রাপ্ত হইয়া পরে দিমিত্রিয়স ও আর্মিনিস এই দুই পরাজিত রাজ কুমারকে অনুচর করিযা জয় যাত্রা কবিলেন।

সম্প্রতি সিরিয়ারাজ মহা আন্তিওকসের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল—এ সংগ্রামের মুখ্য কারণ এই যে এক বর্দ্ধমান রাজ্য অন্য রাজ্যেব বৃদ্ধি দেখিলে পবস্পর ঈর্ষন্বিত হয অতএব যাহারা আফ্রিকাতে কার্থেজিনদিগকে ও ইউরোপে মাসিদনীয়দিগকে খর্ব্ব করিয়াছে ও অন্যান্য অনেক রাজাকে আপনাদের অধীনে আনিযাছে তাহাবা এস্যাতেও আধিপত্য করিতে যে বাঞ্ছা করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে, এবং আন্তিওকস রাজা এস্যাতে এতাবৎ দেশ জয় করিয়া ইউবোপের মধ্যস্থ বর্দ্ধমান বোমানদিগকে দমন করিতে যে সত্বর হইবেন তাহাও চমৎকাবের বিষয় নহে—বিশেষতঃ হানিবল এ সময়ে আন্তিওকস রাজার নিকটে শরণাগত প্রায় ছিলেন, ইনি রোমানদের হস্তে সমর্পিত হইবার ভয়ে স্বদেশ ত্যাগ কবিয়া সিরিয়াতে আসিয়াছিলেন এবং বোমরাজ্য ধ্বংস করণাভিপ্রায়ে সিরিয়ারাজকে উৎসাহী করিতে যত্নশীল হইলেন।

কর্ণিলিয়স সিপিও ও মার্কস অসিলিযসের কন্সলত্ব সময়ে আন্তিওকসের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মাসিদনের রাজা ফিলিপ রোমানদের পক্ষ হইয়া সাহায্য করিলেন। আন্তিওকস ইতোলীয় লোক কর্ত্তৃক আহূত ইহয়া গ্রীশদেশ পর্য্যন্ত আইলেন, হানিবল তাঁহাকে একেবারে ইতালিতে প্রস্থান করিতে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন কেননা তাঁহার মতে ইতালি ব্যতীত অন্যত্র

রোমানদিগকে খর্ব্ব করা অসাধ্য, কিন্তু আন্তিওকস হতবুদ্ধি হইয়া হানিবলের ঐ পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, অতএব ইতোলীয়দের নিমন্ত্রণে গ্রীশদেশে আগমন করিলেন এবং কলসিস্ নামক স্থানে শীতকাল ক্ষেপণার্থে ক্লিওপ্তলিমস নামে একজনের গৃহে প্রবাস করত তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন পরন্তু হানিবলের মন্ত্রণা অমান্য করাতে যে অবিবেচনা হইয়াছে তাহা শীঘ্রই টের পাইলেন, পরে থর্মাপলি নামক খাড়িতে অবস্থিতি করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া তথায় সসৈন্যে রহিলেন। পূর্ব্বে এই স্থলে তিন শত স্পার্টা দেশীয় মহাবীর লিওনিদস নামক অধ্যক্ষের শাসনে পারসরাজ জর্সেসের অসংখ্য সৈন্যকে বাধা দিয়াছিলেন, সম্প্রতি রোমানেরা সেই স্থানে সিরিয়ারাজকে যুদ্ধ দিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। আন্তিওকস আপনার শিবির ও সমস্ত দ্রব্য রোমানদের হস্তে ফেলিয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন। ফিলিপ এ যুদ্ধে রোমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এতদর্থে রোমানেরা তাঁহার পুত্র দিমিত্রিযসকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

পরে রোমানেরা আন্তিওকসের বিপক্ষে এস্যাতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, লুসিয়স সিপিও এ সৈন্যের অধ্যক্ষ হইলেন ইনি সিপিও আফ্রিকেনের ভ্রাতা, আফ্রিকেনও এ যুদ্ধে আপন ভ্রাতার সহকারী হইয়া আসিলেন। হানিবল এস্যাতে রোমান সৈন্যের গমনে ব্যাঘাত দেওনার্থে সিরিয়া হইতে কএক জাহাজ আনিতে ছিলেন কিন্তু রোদ উপদ্বীপস্থ লোকেরা রোমানদের সহিত মিত্রতা করিয়া পাম্ফিলিয়া দেশের অন্তর্গত সাইদা নামক গ্রামে তাঁহাকে যুদ্ধদিয়া পলাইতে বাধ্য করিলেক।

অনন্তর মাগ্‌নিসিয়া নামক নগরের নিকটে ঘোরতর সংগ্রাম হওয়াতে আন্তিওকস স্বয়ং পরাস্ত হইলেন, এই যুদ্ধে আতেলস রাজার ভ্রাতা ইউমিনিস, যিনি ফ্রিজিয়াতে ইউমিনিয়া নামক এক নগর নির্ম্মাণ কবেন, তিনি বোমানদেব সাহায্য করিয়াছিলেন। আন্তিওকস রাজা এ যুদ্ধে পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক ও চতুঃসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য হাবাইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত ভয় পাইয়া সন্ধিব প্রার্থনা করিলেন.—রোমানেরা পূর্ব্বে যে পণ চাহিয়াছিলেন তাহাতেই এক্ষণে তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন যথা—আন্তিওকস তরস পর্ব্বতের অপব পার্শ্বে থাকিয়া ইউরোপের কোন স্থান অধিকাব করিতে পাইবেন না, যুদ্ধের ব্যয পরিশোধার্থে দশ সহস্র তালন্ত রৌপ্য ও সন্ধিপত্রের নিয়ম রক্ষার্থে বিংশতি জন প্রতিভূ দিবেন, এবং যুদ্ধের প্রবর্ত্তক হানিবলকে রোমানদের হস্তে সমর্পণ করিবেন,—আন্তিওকস এ সমস্ত কথাতে সম্মত হইলেন।

আন্তিওকস যুদ্ধ কবিয়া এস্যার যে২ নগর জয় করিয়াছিলেন রোমানেরা সে সমুদয় ইউমিনিসকে দান করিলেন এবং বোদীয়েরাও রোমানদিগকে সাহায্য করাতে উত্তম পুরস্কার পাইল তাহারা অনেক নগবের অধিকার প্রাপ্ত হইল—পরে সিপিও মহা গৌরবে ইতালিতে আসিয়া সর্ব্ব প্রকার সম্ভ্রম ও আদরের সহিত আপন দেশে গৃহীত হইলেন ও জয় যাত্রার সহিত নগর প্রবেশ করিলেন এবং যেমত তাঁহার ভ্রাতা আফ্রিকা জয় করিয়া আফ্রিকেন নামধেয় হইয়াছিলেন সেইমত তিনিও এস্যা জয় করিয়া এস্যাতিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

আন্তিওকস রাজা পরাভূত হইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে হানিবলকে রোমানদের হস্তে সমর্পণ করিবেন,—হানিবল তাহা পূর্ব্বেই আশঙ্কা করিয়া সিরিয়া রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন—এবং নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইয়া অনেক দেশ ভ্রমণ করিলেন পরে বিথিনিয়ার রাজা প্রুসিয়সের নিকট উপ-নীত হইলেন—প্রুসিয়স রাজা তাঁহার বুদ্ধি ও যুদ্ধ কৌশল শুনিয়াছিলেন অতএব যথেষ্ট আদরে তাঁহার আতিথ্য করি-লেন—কিন্তু রোমানেরা তাঁহাকে নষ্ট করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে হস্তগত করণার্থে প্রুসিয়স রাজার নিকট ফ্লেমিনিয়সকে পাঠাইলেন—ফ্লেমিনিয়স হানিবলকে আপন অধীনে আনিতে চাহিলেন,—প্রুসিয়স রোমানদের বিক্রমে ভয় পাইয়া কার্থেজিন সেনাপতিকে তাঁহাদের নিকট সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন, হানিবল এক্ষণে আর কোন উপায় দেখিলেন না অতএব দারুণ শত্রুহস্তে পতন অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই রূপে প্রাচীন কালের এক অতি মহা সেনাপতির পঞ্চত্ব হইল, তিনি উপযুক্ত সৈন্য ও আবশ্যক দ্রব্যাদি পাইলে পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইতেন কিন্তু অবশেষে ঘোর বিপদে পড়িয়া যন্ত্রণা লাঞ্ছনা ও বন্ধন নিবারণার্থে আত্মহত্যার পাপ স্বীকার করিলেন, নিকমিদিয়ান দেশে লিবিসা গ্রামে তাঁহার কবর হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মাসিদনের রাজা ফিলিপ প্রথমতঃ রোম রাজ্যের বিরুদ্ধ হইয়াছিলেন পরে তাহাদের বল ও প্রতাপে ভয় পাইয়া মিত্রতা করিয়াছিলেন ও আন্তিওকসের

বিপক্ষে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে তাহাদিগকে সাহায্য দিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পুত্র পর্সিয়স রাজা হইলেন, ইনি সর্ব্বদাই মনে২ রোমানদের শত্রু ছিলেন এবং আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোমানদের প্রিয় ছিল এ কারণ পিতা বর্ত্তমান থাকিতে২ ছলদ্বারা তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজা হইয়া অনেক প্রকার আয়োজন করিয়া রোমানদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট যুদ্ধ বিস্তার করিলেন, এই সংগ্রামকে দ্বিতীয় মাসিদনীয় যুদ্ধ কহে এবং ইহা তিন বৎসর ব্যাপিয়া ছিল, এই রণে অনেকানেক রাজা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—থ্রেসদেশের রাজা কোটিস এবং ইলিরিয়ার রাজা জেনসিয়স মাসিদনীয়দের পক্ষে ছিলেন,—পর্গেমসের রাজা ইউমিনিস, কাপেদোসিয়ার রাজা আরিয়ারাথিস, সিরিয়ার রাজা আন্তিওকস, ইজিপ্তের রাজা তলমি এবং নুমিদিয়ার রাজা মেসিনিসা ইহারা রোমানদের দলস্থ ছিলেন। বিথিনিয়ার রাজা প্রুসিয়স মাসিদন রাজের ভগিনীপতি হইলেও কোন পক্ষে না আসিয়া এই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত থাকিলেন। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় রোমান সৈন্য কিছু করিতে পারে নাই, পর্সিয়স বরং একবার জয়ী হইয়া ঘোর যুদ্ধে লিসিনিয়স নামক কন্সলকে পরাভব করিয়াছিলেন কিন্তু তত্রাপি রোমানেরা ভয় পায় নাই, ও পরাভূত হইলেও এবং পর্সিয়স যুদ্ধ নিবৃত্তি করিতে চাহিলেও সম্মত না হইয়া বরং এমত২ পণ চাহিল যাহা অতি দুর্দ্দশাপন্ন না হইলে কোন শত্রু স্বীকার করিতে পারেনা এবং জয়ি ব্যতীত অন্য কাহারও চাহা সঙ্গত নহে।—তাহারা কহিল যে মাসিদনীয় রাজা যে পর্য্যন্ত রোমান সেনেটের হস্তে প্রজা-

গণের সহিত আপনাকে সমর্পণ না করেন সে পর্য্যন্ত সংগ্রাম অবিচ্ছেদে থাকিবে, অতএব ইমিলিয়স পলসকে মাসিদনে প্রেরণ করিল এবং কাইয়স আনিসিয়স ইলিরিয়াতে জেনেসিয়সের বিপক্ষে গমন করিলেন, একবার যুদ্ধ হইলেই জেনসিয়স পরাভূত হইয়া রোমানদের শরণ লইলেন এবং মাতা ভ্রাতা ও স্ত্রীপুত্রের সহিত তাহাদের হস্তগত হইলেন। ইলিরিয়াতে এইরূপে এক মাসের মধ্যে রোমানেরা সদ্য জয়ী হইল এবং যুদ্ধারম্ভের সংবাদ রোমে পঁহুছিবার পূর্ব্বে জয়েব সমাচার চতুর্দ্দিকে ব্যাপিল।

পরে সেপ্তেম্বর মাসের তৃতীয় দিবসে ইমিলিয়স পলস পর্সিয়সকে যুদ্ধ দিয়া পরাস্ত করিলেন, ইহার পূর্ব্ব রাত্রিতে এক চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল বোমান সেনাপতি জোতিষ্ গণনাদ্বারা তাহা নির্ণয করিয়া অগ্রে আপন দলস্থ লোককে তদ্বিষয়ক সংবাদ দিযাছিলেন যেন গণনা দ্বাবা নিরূপ্য এমত স্বাভাবিক ঘটনাকে কুলক্ষণ বলিয়া ভয় না পায়। এই সংগ্রামে মাসিদনীয়দের বিংশতি সহস্র সৈন্য হত হইয়াছিল কিন্তু রোমানেরা কেবল এক শত লোক হারাইলেন—ইহাতে পর্সিয়সের রাজ্য ভ্রংশ হইল এবং মাসিদনীয় সমস্ত নগর রোমানদের বশে আসিল, পর্সিয়স রাজা স্বয়ং কএক বিশ্বস্ত লোকের সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া পরে রোমান সেনাপতির হস্তে পড়িলেন,—কিন্তু ইমিলিয়স তাহাকে পরাজিত শত্রু বলিয়া অপমান না করিয়া বরং আদর ও সম্ভ্রমে গ্রহণ করিলেন এবং শরণাগত লোকের ন্যায় তিনি জয়কারির পদতলে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে ইমিলিয়স তাঁহাকে উঠাইয়া আপনার পার্শ্বে বসাইলেন।

অনন্তর মাসিদন এবং ইলিরিয়ার সমস্ত লোক রোমানদের অধীন হইলে রোমানেরা এই২ নিয়মে তাহাদের বিষয়ের নিষ্পত্তি করিলেন—যথা—তাহারা স্বাধীন হইয়া স্বজাতীয় রীতি ও ব্যবহারানুসারে শাসিত হইবে এবং রাজাকে যে কর দিত তাহার অর্দ্ধেক এক্ষণে রোমানদিগকে দিবে। রোমানদের এমত দয়া প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় এই যে তাহারা রাজ্যও ধন লুব্ধ বলিয়া নিন্দিত না হইয়া বরং ন্যায়কারী ও পর হিতৈষী বলিয়া যেন প্রশংশিত হয় কেননা যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পরাজিত শত্রুকে স্বাধীন করিল অতএব দয়ালু ও নিস্পৃহ ব্যবহারের এতদপেক্ষা মহৎ প্রমাণ কি আছে? ইমিলিয়স ঐ ব্যবস্থা ও নিয়ম অসংখ্য লোক সমাজে ঘোষণা করত প্রচার করিলেন এবং অনেকানেক রাজ্য হইতে যে সকল দূত আসিয়াছিল তাহাদের সহিত মহোৎসবে একত্র ভোজন করত কহিলেন যে যুদ্ধে জয় করা ও ভোজন সময়ে সকলের মনোরঞ্জক হওয়া উভয়ই এক মনুষ্যের ধর্ম্ম।

মাসিদনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে রোমানদের পরাক্রম সমস্ত গ্রীশ দেশে ব্যাপিল, এপিরসের সপ্ততি নগর পূর্ব্বে বিপক্ষ থাকিয়া এক্ষণে রোমান কন্সলের বশীভূত হইল, এই অঞ্চলে যে২ দ্রব্য লুঠ হয় তাহা সেনাপতি সৈন্যগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। ইমিলিয়স এমত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ মহা আড়ম্বরের সহিত রোমে যাত্রা করত পরসিয়স রাজার এক জাহাজ আরোহণ করিয়া আসিলেন, এ জাহাজ সে কালের মধ্যে এমত অসাধারণ রূপে প্রকাণ্ড ছিল যে তাহাতে ষোড়শ শ্রেণী দাঁড় থাকিতে পারিত, পরে এক স্বর্ণ রথে

আরোহণ করিয়া দুই পুত্রকে দুই পার্শ্বে রাখিয়া মহা গৌরবে জয় যাত্রা করত নগর প্রবেশ করিলেন, পর্সিয়স রাজা স্বয়ং পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক হইলেও আপনার দুই পুত্রের সহিত অগ্রে২ নীত হইলেন,—এবং আনিসিয়সও ঐরূপে ইলিরীয় রাজ জেনসিয়সকে তাহার ভ্রাতা ও পুত্রের সহিত অগ্রে চালাইয়া জয় যাত্রা করিলেন। এই জয় যাত্রার ঘটা দর্শন করিতে আতেলস ইউমিনিস প্রুসিয়স প্রভৃতি নানা দেশীয় রাজা রোম নগরে আসিয়া যথোচিত আদরের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন এবং সেনেটের অনুমতি পাইয়া নানা প্রকার দান ও উপহার কাপিতলে উপস্থিত করিলেন, প্রুসিয়স আপন পুত্র নিকমিদিসকে সেনেটের আশ্রয়ে সমর্পণ করিলেন।

পর বৎসরে স্পেনের মধ্যে লুসিয়স মেমিয়স উত্তম রূপে যুদ্ধ করিলেন এবং মার্সেলসও ঐ স্থানে কুশলে কৃতকার্য্য হইলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের একান্ন বৎসর পরে তৃতীয় পুনিক যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—নুমিদিয়ার রাজা মেসিনিসা রোমানদের প্রশ্রয়ে স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া বারম্বার কার্থেজিনদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন,—তাহাতে কার্থেজিনেরা এবিষয় অনেকবার জানাইলেও রোমানেরা তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই,—অতএব কার্থেজিনেরা অবশেষে স্বয়ং অস্ত্রধারি হইয়া আপনাদের দেশ রক্ষার্থে মেসিনিসার বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইল কিন্তু এ যুদ্ধে তাহাদের অনেক ক্ষতি হইলে রোমানেরা তাহাদের ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া এই সুযোগে তাহাদিগকে সদ্য নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন—কার্থেজের সৌভাগ্যে অনেক কালাবধি তাঁহারা ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন,

সম্প্রতি ভাবিলেন যে এমত বর্দ্ধমান নগরী সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিলে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিবেন না—অতএব রোমানদের মিত্র মেসিনিসার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিয়ম পত্রের ব্যতিক্রম করিয়াছে এই ছলে কার্থেজিনদের উপর যুদ্ধ প্রচার করিলেন কার্থেজিনেরা এমত শক্তিমান জাতির সহিত পুনর্ব্বার বিবাদের প্রসঙ্গে মহাভীত হইয়া রোমানদের হস্তে আপনাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে স্বীকার করিল,—তাহাতে রোমানেরা প্রথমতঃ তাহাদের দেশস্থ তিন শং অতি ভদ্র কুলোদ্ভব বালক প্রতিভূ স্বরূপ লইতে বাসনা করিলেন, পরে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ করিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলেন এবং এ সকল পাইলে অবশেষে কার্থেজ নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে কহিলেন—এই অসঙ্গত অন্যায় কথাতে কার্থেজিনেরা মহা ক্রোধ ও দুঃখে পূর্ণ হইল,—ফলতঃ এ ব্যবহারে অতিশয় প্রতারণা ও ক্রূরতা দেখা যাইতেছে, রক্ষা করিবার লোভ দর্শাইয়া তাহাদের সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র আপনাদের হস্তগত করিলেন, পরে তাহাদিগকে দেশত্যাগী হইতে আজ্ঞা দিয়া কার্থেজ নগর নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন এমত কর্ম্মকে কে না অত্যন্ত অত্যাচার কহিবে?

এরূপে রোমানেরা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক অস্ত্র হরণ করিয়া কার্থেজ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা শুনিয়া কার্থেজিনেরা ঘোর শোকাকুল হইল। কিন্তু অত্যন্ত নৈরাশের অবস্থাতে মনুষ্যের মন কেবল কঠিন হইয়া মরণান্তিক সাহস ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় অতএব কার্থেজিনেরা আপনাদিগকে নিরুপায় ও নিরাশ দেখিয়া যুদ্ধের জন্যে অতি ত্বরায় যতসাধ্য

প্রস্তুত করিতে লাগিল—অস্ত্র নির্ম্মাণে এমত যত্নশীল ও ব্যগ্র চিত্ত হইল যে প্রতিদিন ১৪০ ঢাল এবং ৩০০ খড়্গ ও ৫০০ বর্ষা ও ১০০০ বাণ প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং বজ্জু করিবার দ্রব্যের অভাব হওয়াতে স্ত্রীলোকেরা তন্নিমিত্তে আপনাদের কেশ ছিন্ন করিয়া দিল।

লুসিয়স মান্লিয়স সেনসোরিনস এবং মার্কস মান্লিয়স এ সময়ে রোমানদের কন্সল ছিলেন—ইঁহারা কার্থেজ ধ্বংস করণার্থে আফ্রিকাতে আইলেন—কার্থেজিনেরা আপনাদের স্বদেশীয় বীর আস্দ্রুবলকে দেশ রক্ষার্থে আহ্বান করিল, রোমানদের বন্ধু মেসিনিসার সহিত যুদ্ধে সত্বর হইয়াছিলেন একারণ তাহারা তাঁহাকে দোষী করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল এক্ষণে সে অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে স্বদেশ রক্ষার্থে পুনরাগমন করিতে অনুরোধ করিল।

সিপিও আফ্রিকেনের পৌত্র সিপিও ইমিলিএনস এ যুদ্ধে ত্রিবুন পদাভিষিক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন—ইনি অল্প বয়সে এমত পরিপক্ব যোদ্ধা ছিলেন যে সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত এবং তাঁহার বুদ্ধি ও কৌশল এমত অপূর্ব্ব ছিল যে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র মান্য হইয়াছিলেন, আর এমত সাহস ও নৈপুণ্যের সহিত যুদ্ধ করিতেন যে তিনি যেখানে থাকুন কার্থেজিন অধ্যক্ষেরা তাঁহার নিকটস্থ হইতে ভয় করিত।

তৃতীয় পুনিক যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরে নুমিদিয়ার রাজা মেসিনিসা পরলোক গত হইলেন—তিনি অনেক কালাবধি রোমানদের মিত্র ছিলেন এবং তৃতীয় পুনিক যুদ্ধের

বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করাতে যদিও কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়াছিলেন তথাপি মরণ কালে আপন পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বিভাগের ভার সিপিওকে অর্পণ করিলেন।

অপর সিপিওর নাম এক্ষণে এমত বাহুল্যরূপে বিখ্যাত হইল যে তাঁহার বয়ঃক্রমের অত্যল্পতা সত্ত্বেও রোমানেরা তাঁহাকে কন্সল করিয়া কার্থেজিনদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। তিনি সে নগর অধিকার করিয়া সদ্য ধ্বংস করিলেন—তাহাতে এমত অসংখ্য লোকের জীবন নষ্ট হয় যে মনে করিলে অত্যন্ত বিষাদ জন্মে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনেকেই হত হইল, এবং সমস্ত গৃহে অগ্নি সংযোগ করাতে সমুদয় নগর প্রজ্বলিত হইল। কার্থেজ এককালে মহা পরাক্রান্ত নগর ছিল অতএব তাহার জ্বলন দেখিয়া সিপিও অশ্রুপাত করিলেন, এমত শোকান্বিত বিষয়ের দর্শনে ত্রয় নগরের বিনাশ তাঁহার স্মরণে আইল — অতএব হোমের মহাকবির ইলিয়াদ গ্রন্থের ৬ অধ্যায়ে হেক্টরোক্ত এই বচন উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

আসিতেছে কাল দিন শুনহ নিশ্চয়।
পুণ্য ধাম ত্রয় যদা পাইবে অত্যয়॥
পঞ্চত্ব পাইবে তদা মহাশূর রাজা।
শমন ভবনে যাবে প্রায়ামের প্রজা॥

হেক্টর ত্রয় নগরের ভাবি সংহারের আশঙ্কায় বিলাপ করিতে২ একথা কহিয়াছিলেন, সিপিও তদ্রূপ কার্থেজ সংহার দেখিয়া ও পার্থিব সৌভাগ্যের অস্থৈর্য্য বুঝিয়া আপন দেশের বিষয়ে ঐ প্রকার শঙ্কা করিয়াছিলেন, ফলতঃ কার্থেজ বিনাশ হওয়াতে রোম রাজ্য নাশের এক প্রকার অঙ্কুর হইল।

রোমানেরা এই সময়াবধি অন্য কোন তুল্য পরাক্রমি জাতির ভয় না থাকাতে অত্যন্ত অহঙ্কারি ও অত্যাচারি হইতে লাগিল এবং ক্রমে২ আলস্য ও ইন্দ্রিয় রসেতে মগ্ন হইয়া এমত দুর্ব্বল হইল যে শীঘ্র দুরন্ত লোকের একাধিপত্যের অধীনে পড়িল এবং অবশেষে আর রাজ্য রক্ষা করিতে পারিল না।

কার্থেজ নষ্ট হইলে অসংখ্য রজত কাঞ্চন রত্ন অলঙ্কার ও শোভন দ্রব্যাদি তথা হইতে বাহির হইল, এ সকল কার্থেজিনেরা আপনাদের পরাজিত নগর সমূহ হইতে হরণ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিল—ইতালি ও সিসিলি ও আফ্রিকার লোকেরা তাহার মধ্যে যে২ দ্রব্য আপনাদের বলিয়া চিহ্নিত করিল তাহা সিপিও ফিরাইয়াদিলেন।

এরূপে কার্থেজ পুরী নির্ম্মিত হইবার সপ্ত শত বৎসর পরে ভূমিসাৎ হইল। সিপিও আপন পিতামহের ন্যায় সম্ভ্রমাখ্যা প্রাপ্তির উপযুক্ত হওয়াতে দ্বিতীয় আফ্রিকেনস নামধেয় হইলেন।

কার্থেজ ধ্বংস হইবার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে মাসিদনে পুনর্ব্বার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল—আন্দ্রিস্কস নামে এক ব্যক্তি আপনি ফিলিপের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই ছল করিয়া রাজ্যাধিকার লইতে চেষ্টা করিল, এ প্রবঞ্চক প্রথমতঃ এমত বিক্রমে যুদ্ধ করে যে অনেক লোক হত্যা করিয়া রোমান সৈন্যকে পরাভব করিয়াছিল কিন্তু মেতেলস কন্সল হইয়া প্রেরিত হইলে এই ভাক্ত ফিলিপ যুদ্ধে পরাস্ত হইল এবং তাহার পঞ্চবিংশতি সহস্র লোক হত হওয়াতে তাহার

বল সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইল। মেতেলস মাসিদন পুনশ্চ অধিকার করিয়া ঐ প্রতারককে হস্ত গত করিলেন।

পরে গ্রীশদেশে পুনশ্চ যুদ্ধ হইল, করিন্থীয়েরা অত্যন্ত অবিবেচনা পূর্ব্বক রোমান দূতদিগকে অপমান করিয়াছিল তন্নিমিত্তে সংগ্রাম হওয়াতে মমিয়স নামক রোমান সেনাপতি করিন্থ নগর কার্থেজের ন্যায় ধ্বংস করিলেন—করিন্থ গ্রীশ রাজ্যের মধ্যে এক অতি খ্যাত্যাপন্ন এবং প্রধান নগর ছিল।

এই সময়ে তিন জয় যাত্রার বিধান এক কালে হইল, প্রথমতঃ সিপিও কার্থেজ সংহার হেতু আপন রথের অগ্রে আস্‌দ্রুবলকে চালাইয়া যাত্রা করিলেন, দ্বিতীয়তঃ মেতেলস ভাক্ত ফিলিপের দমন হেতু তাহাকে রথের অগ্রগামী করিয়া প্রবেশ করিলেন এবং মমিয়সও করিন্থ ধ্বংসহেতু তথাহইতে হৃত পট প্রতিমূর্ত্তি ও অলঙ্কারাদি অগ্রে নীত করাইয়া নগর প্রবেশ করিলেন।

পরে মাসিদনে আর এক প্রবঞ্চক উপস্থিত হইল, এ ব্যক্তি আপনাকে পর্‌সিয়স রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজ্যাধিকার করিতে চেষ্টা করিল এবং অনেক অনুচর একত্র করিয়া সপ্তদশ সহস্র সৈন্য লইয়া রণ উপস্থিত করিল, কিন্তু রোমান শক্তিকে খর্ব্ব করিতে না পারিয়া ত্রেমেলিয়স নামক কুইষ্টর* দ্বারা পরাস্ত হইল।

---

* রোমান সৈন্যের বেতন বণ্টনকারিকে কুইষ্টর কহা যাইত, এবং যুদ্ধের লুঠ সৈন্যের মধ্যে বিতরণ না হইলে তাঁহার নিকট সমর্পিত হইত, তিনি তদ্বিষয়ে সাধারণ কোশ রক্ষকের নিকট আয় ব্যয়ের নিকাশ দিতেন।

ঐ কালে স্পেনের মধ্যেও যুদ্ধ উঠিল, তাহাতে মেতেলস সেল্টিবিরিয়াতে মহা বীরত্ব প্রকাশ করিলেন, পরে তাঁহার পরিবর্ত্তে কুইন্টস পম্পিয়স সেই স্থানে প্রেরিত হইলেন, অনন্তর লুসিতেনিয়া অর্থাৎ এক্ষণে যাহাকে পর্ত্তুগাল বলে সেখানে বিরিএতস নামক একজন রোমানদের বিপক্ষে অস্ত্রধারী হইয়া উঠিল—এ ব্যক্তি পূর্ব্বে রাখাল ছিল পরে দস্যু দলের অধ্যক্ষ হয় এবং অবশেষে এমত মহা জনতা একত্র করিয়া উৎপাত করে যে সকলে তাহাকে রোমানদের বিপক্ষে স্পেনের রক্ষক জ্ঞান করিল ইহার প্রতিকূলে রোমান আধিপত্য রক্ষা করণার্থে এবং এই উপপ্লব নিবারণার্থে কুইন্টস সিপিও প্রেরিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়া স্পেনস্থ লোকেরা এমত ভীত হইল যে বিরিএতসের আপন দলস্থ লোকেরা তাহাকে বধ করিল। বিরিএতস চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত রোমানদিগকে ক্লেশ দিয়াছিল একারণ তাহার হত্যাকারিরা প্রত্যাশা করিয়াছিল যে এমত দুর্দ্দান্ত শত্রুবধ হেতুক রোমান কন্সল তাহাদের প্রতি তুষ্ট হইবেন অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ পারিতোষিকের প্রার্থনা করিল কিন্তু সিপিও উত্তর দিলেন যে নিজ অধ্যক্ষ ঘাতক লোকের উপর রোমানেরা সন্তুষ্ট হয়েন না সুতরাং ঐ অবিশ্বাসি লোকেরা অধ্যক্ষকে হত্যা করিয়া কেবল অপ্রতিভ মাত্র হইল।

কিন্তু বিরিএতসের মৃত্যুতে স্পেনের যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না, নুমান্সিয়া নামক এক অতি ধনাঢ্য নগরের লোকেরা এখনও সংগ্রাম করিতে লাগিল, কুইন্টস পম্পিয়স তাহাদের দমন করিতে প্রেরিত হইলে তিনি রোমানদের মান রক্ষা করিতে

পারিলেন না, কেননা পরাজিত হইয়া এক লজ্জাস্পদ সন্ধি করিলেন, পরে রোমানদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করিতে কাইয়স হস্তিলিয়স মানসিনস প্রেরিত হইলেন, তিনিও কিছু করিতে না পারিয়া ঐ রূপ লজ্জাস্পদ সন্ধি করিলেন, কিন্তু সেনেটরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া এমত সন্ধি অগ্রাহ্য কবিলেন এবং মুমান্সিয়েরা যেন সন্ধি ভঞ্জনের দণ্ড সন্ধি কারককেই দেয় এজন্য মান্সিনসকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা দিলেন এইরূপ দুই বার পরাস্ত হওয়াতে যে অপযশ হইল তাহাব নিবারণার্থে সিপিও আফ্রিকেনস পুনশ্চ কন্সল হইয়া মুমান্সিয়াতে প্রস্থান করিলেন, ইনি আসিয়া দেখিলেন যে সমস্ত রোমান সৈন্য কলহ দুরাচাব ও দুঃশাসনে অতি দুর্ব্বল হইয়াছে তথাপি তাহাদিগকে দৃঢ় শাস্তি না দিয়া এবং তাহাদেব বিরুদ্ধে ক্রোধ ও কাঠিন্য প্রকাশ না কবিয়া বরং কেবল শিক্ষা চালনা ও অভ্যাস দ্বারা শোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে সুশাসন ও সংশিক্ষা দ্বাবা সৈন্যকে পুনর্ব্বার পরাক্রান্ত করিয়া সিপিও স্পেন দেশে জয়ী হইতে লাগিলেন। অনেক নগরকে কতক রণ দ্বারা হরণ করিয়া কতক শবণাগত দেখিয়া অধিকাব কবিলেন, পরে মুমান্সিযা নগব অবিরত বেষ্টন করণানন্তব দুর্ভিক্ষ্য দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহা ভূমিসাৎ করিলেন, অবশিষ্ট দেশ ক্ষমা করিবাব অঙ্গীকার করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

ঐ কালে পর্গেমসের রাজা এবং ইউমিনিসেব ভ্রাতা আতেলস প্রাণত্যাগ করত বোমান লোকদিগকে আপন বিষয়ের উত্তরাধিকারি স্থির করিলেন—এইরূপে ঐ রাজার দান পত্র দ্বারা এস্যা রোম রাজ্যে সংযুক্ত হইল।

অনন্তর দিসিমস ক্রুতস গেলিসিয়া ও লুসিতেনিয়ার যুদ্ধ হেতুক মহা গৌরবে জয় যাত্রা করিলেন, এবং সিপিও আফ্রি- কেনস নুমান্সিয়া সংহার জন্য দ্বিতীয়বার জয় যাত্রা করিলেন, আফ্রিকার সমন্ধে তাঁহার প্রথম জয় যাত্রার চতুর্বিংশতি বৎসর পরে এই দ্বিতীয় যাত্রা হইল।

ইতিমধ্যে এস্যাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল—আতেলস রাজার ভ্রাতা ইউমিনিসের জারজ পুত্র অরিস্তনিকস নামে এক ব্যক্তি পিতৃব্য কর্ত্তৃক রোমানদের প্রতি দত্ত বাজ্য অধিকার করিতে বাঞ্ছা কবিয়া ঐ রণ আরম্ভ করে, তাহার দমনার্থে পব্লিয়স লিসিনস ক্রেসস প্রেরিত হইলেন সে স্থলে অনেক রাজা তাঁহার সহায় হইল কেননা বিথিনিয়ার রাজা নিকোমিদিস এবং পন্তসের রাজা মিথ্রিদেতিস এবং কাপেদোসিয়ার রাজা আরি- য়ারেথিস এবং পাফ্লেগোনিয়ার রাজা পাইলিমিনিস ইঁহারা সকলে রোমানদের পক্ষে সাহায্য করিলেন তথাপি ক্রেসস পরাভূত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন, শত্রুরা তাঁহার শরীর স্মির্ণাতে কবর দিয়া মস্তক ছিন্ন করিয়া অরিস্তনিকসের নিকট পাঠাইল। অনন্তর পর্পেনা নামক রোমান কন্সল ক্রেসসের পদে নিযুক্ত হইলে তিনি যুদ্ধের এ দুর্গতি শুনিয়া এস্যাতে ত্বরায় আইলেন এবং অরিস্তনিকসকে রণস্থলে পরাজয় করিয়া তাহাকে পলাতক দেখিয়া ধরিবার জন্য স্ত্রেতোনিসি নগর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং সে নগর বেষ্টিত হইলে অরিস্তনিকস অনাহারে দুঃখ পাইয়া শরণাগত হইল। সেনেটরেরা তাহাকে কারাগারে গলা টিপিয়া বধ করিতে আজ্ঞা দিল কেননা পর্গেমস নগরে পর্পেনার মৃত্যু হওয়াতে তাহার বিষয়ে জয় যাত্রা হইতে পারিল না।

লুসিয়স মেতেলস ও তাইতয়স ফ্লেমিনিয়স নামক কন্সল দ্বয়ের সময়ে সেনেটের আজ্ঞাতে কার্থেজ পুনশ্চ নির্ম্মিত হইল, এবং কিছু কাল এই নূতন অবস্থাতেই রহিল, সিপিওর দ্বারা সংহার হইবার দ্বাবিংশতি বৎসর পরে এই ঘটনা হইল, ছয় হাজার রোমান লোক কাইয়স গ্রাকসের শাসনে আফ্রিকাতে যাইয়া এই নূতন নগরে বসতি করিল।

কাইয়স গ্রাকস ও তাহার ভ্রাতা তাইবিরিয়স দুই জন পরহিতৈষী লোক ছিল, তাহারা স্বদেশীয় লোক সমূহের উপকারার্থে অনেক যত্ন করিযাছিল। রোমানেরা পেত্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তাহার মধ্যে পেত্রিসিয়ানেরা কুলীন বলিয়া মান্য ও প্লিবিয়ানেরা ইতর রূপে গণ্য, ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদির রীতি প্রথমতঃ ছিল না, কুলীনেরা ইতর লোককে তুচ্ছ করিতেন ও ইতর লোকেরা কুলীনদের সৌভাগ্যে অসহিষ্ণু হইত। প্রথমতঃ রাজ্যের মধ্যে কুলীনদের আধিপত্য প্রায় সর্ব্বত্র ছিল, রাজা দের কালে কুলীনেরা অবশ্য পরাক্রান্ত ছিলেন এবং রাজগণ বহিষ্কৃত হইলে বরং আরও প্রবল হইলেন, টারকুইনকে পদ চ্যুত করা কেবল কুলীনদের চেষ্টাতে হয়। কিন্তু ইতর লোকদের শক্তি শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তাহারা নগর ত্যাগ করিয়া মন্স সেসর পর্ব্বতে পলায়ন করিলে সেনেটরেরা তাহাদিগকে আপনাদের দল হইতে কএক বিচার কর্ত্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,।

সম্প্রতি তাইবিরিয়স গ্রাকস ও কাইয়স গ্রাকস নামে উক্ত দুই ভ্রাতা ইতর লোকদের পক্ষে আত্তেলস রাজার দত্ত দেশস্থ

ভূমি বিভাগ বিষয়ে কএক ব্যবস্থা স্থাপন করিতে চেষ্টা করি-লেন—তাহাতে কুলীনেরা তাঁহাদের উপর অত্যন্ত কুপিত হইল, কিন্তু তাঁহারা সাধারণের প্রিয় এজন্যে শীঘ্র তাঁহাদের অনিষ্ট করিতে পারে নাই তথাচ অবশেষে কুলীনদের কোপে দুই ভ্রাতাই নষ্ট হইলেন, তাইবিরিয়স একদিন লোক সমাজে বক্তৃতা করিতে ছিলেন এমত সময়ে কুলীন দলস্থ কএক লোক তাঁহাকে মারিবার অভিপ্রায়ে বেষ্টন করিল, তাইবিরিয়স ভয় পাইয়া এবং অনেক লোকাবণ্য দেখিয়া কথার দ্বারা আপন শঙ্কা প্রকাশ করিতে না পারিয়া মস্তকে হাত দিয়া তাহাদের প্রতি সঙ্কেত করিলেন যে কুলীনেবা আমাব মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতে কুলীনেরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে এ ব্যক্তি রাজা হইবার জন্য আপন মস্তকে মুকুটের প্রার্থনা করিতেছে, এই বলিয়া তাঁহার উপব পড়িল, তিনি পলাইতে চেষ্টা করিলে তাহারা পশ্চাৎ ধাবমান হইল এবং কাপিতল পুণ্যস্থান সেখানে কাহাকেও মারা অকর্ত্তব্য এবং তাইবিরিয়স ত্রিবুন অতএব তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণে অত্যন্ত দোষ এ সকল কিছু বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানেই বধ করিল।

কিয়ৎকাল পরে কাইযস গ্রাকসকেও ঐ রূপে নষ্ট করিল ওপ্তিমিয়স নামক এক ব্যক্তি কন্সল হইলে গ্রাকসের কোন ২ মিত্রের অবিবেচনায় সুযোগ পাইয়া এমত প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিল যে যে ব্যক্তি কাইয়স গ্রাকসের মস্তক আনিতে পারিবে সে তৎপরিমিত স্বর্ণরাশি পাইবে, কাইয়স দেখিলেন যে তিনি নিরুপায় ও শত্রুদের হিংসা ও কোপ প্রযুক্ত আর রক্ষা

পাওয়া দুষ্কর অতএব জীবিত থাকিতে২ দুরন্ত শত্রু হস্তে পতনাপেক্ষা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ মঙ্গলের বিষয় জ্ঞান করিয়া আপনার এক দাসকে কহিলেন যে আমাকে খড়্গদ্বারা ভিন্ন কর। তাঁহার মরণানন্তর সেপ্তিমুলিয়স নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া লইল ও অধিক স্বর্ণ পাইবার আশাতে অন্তর হইতে সমস্ত মস্তিষ্ক বাহির করিয়া সীসাতে মস্তক পূর্ণ করিল পরে কন্সলের নিকট তাহার তুল্য স্বর্ণ রাশি প্রাপ্ত হইল।

পরীক্ষার্থক প্রশ্ন।

১ রোম নগর কোথায়? ইহাকে সপ্তপর্ব্বতীয় নগর কেন কহে?

২ রোমানেরা কি সত্য সকল জাতিকে জয় করিয়াছিল? কাহাকে২ জয় করিতে পারে নাই?

৩ রোমান রাজ্যের পশ্চিম খণ্ড ধ্বংস হইবার পরও কোন২ বিষয়ে রোমের প্রাধান্য কেন প্রবল রহিল?

৪ কোন্ স্থানে, কাহার দ্বারা, এবং কোন্ সময়ে রোমের নির্ম্মাণ হয়?

৫ রমুলস কে?

৬ সেনেটরেরা কে ও তাহাদের এ নাম কেন হইল?

৭ পেতৃসিয়ানেরা কে?

৮ পিতাপুত্র ভর্ত্তা ভার্য্যা সম্বন্ধে রমুলস কি২ ব্যবস্থা স্থাপন করেন?

৯ নগরের মধ্যে স্ত্রীলোক আনিবার জন্য রমুলস কি উপায় স্থির করেন?

১০ যে২ জাতির উপর অত্যাচার করিলেন তাহারা কি কুপিত হইয়াছিল?

১১ সাবিনদের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কি চমৎকারের বিষয় ঘটে?

১২ রমুলসের অবশেষে কি হইল?

১৩ নুমা পম্পিলিয়সের কি রূপ চরিত্র ছিল?

১৪ তাঁহার কোন২ কীর্ত্তি বর্ণনা কর?

১৫ টলস হস্তিলিয়সের কালে কি২ আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল?

১৬ হোরেশস ও কিউরেশস কাহাদের নাম ছিল?

১৭ টলস হস্তিলিয়সের পর কে রাজা হইল?

১৮ প্রিস্কস টার্কুইন কি রাজবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন?

১৯ কে প্রথম জয় যাত্রা করত নগরের মধ্যে প্রবেশ করে?

২০ কাপিতলের পত্তন কে করিয়াছিল?

২১ প্রিস্কস টার্কুইনের কালে কত জন সেনেটর ছিল?

২২ প্রিস্কস টার্কুইনের অবশেষে কি হইল?

২৩ কে সেন্সসের নিয়ম স্থাপন করে?

২৪ সর্বিয়স টলিয়স কি ভদ্র কুলোদ্ভব ছিলেন?

২৫ তাঁহার মৃত্যু কি প্রকারে হইল?

২৬ রোম নগরে কয় জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিল? সর্ব্ব শেষ রাজার নাম কি?

২৭ টার্কুইন সুপর্বসেব চরিত্র কেমন?

২৮ তিনি কোন্২ দেশ জয় করিয়াছিলেন?

২৯ যখন তিনি আর্ডিয়া নগর আক্রমণ করিতেছিলেন এমত সময়ে কি আশ্চর্য্য ঘটনা হয়?

৩০ লুক্রিসিয়া, কোলেতিনস, ব্রুতস্, সেক্সটস টারকুইন এই ২ লোকের বিষয়ে তুমি কি জান?

৩১ কেলতিনসকে রোম নগর ত্যাগ করিতে কেন হইল?

৩২ পোরসেনা, কাইয়স মুসিয়স, হোরেশস ককল্স এই ২ লোকের বিষয়ে তুমি কি জান?

৩৩ প্রথম দিক্তেতর কে এবং প্রথম অশ্বারূঢের অধ্যক্ষই বা কে?

৩৪ রোমান লোকেরা মন্স সেসরে কেন পলায়ন করিয়াছিল এবং ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে সেনেট হইতে কি শক্তি গ্রহণ করিল ?

৩৫ করিওলেনস, সিন্‌সিনেটস, আপিয়স এবং বর্জ্জিনিয়স এই২ লোকের বিষয়ে তুমি কি জান ?

৩৬ দিশেম্‌বিরেরা কে ? কেনই বা তাহারা নিযুক্ত হয় ?

৩৭ কমিলস কে ? তিনি কি ২ দেশ জয় করেন ?

৩৮ এই সময়ে রোম নগরী কাহা দ্বারা আক্রান্তা হয় ? কে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিল ?

---

২ অধ্যায় ।

১ কন্‌সলত্বের পরিবর্ত্তে আর কোন্ পদ স্থাপিত হইল ?

২ তাইতস মান্‌লিয়স কে ? কেনইবা তিনি তর্কোএতস উপাধি প্রাপ্ত হয়েন ?

৩ বেলিরিয়স কর্বস কে ? কেনইবা তিনি এ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন ?

৪ পিরসের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহার কারণ কি ?

৫ পিরস যখন দেখিলেন যে যুদ্ধে হত রোমানদের সমস্ত ক্ষত চিহ্ন সম্মুখে ছিল তখন উচ্চৈঃস্বরে কি কহিলেন ?

৬ পিরস রাজ্যের চতুর্থাংশ দিতে অঙ্গীকার করিয়া কাহাকে আঁপন দলস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ?

৭ ফ্রেব্রিসিয়িস যখন পিরসের সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরিত হয়েন তখন পিরসের প্রতি কি সৌজন্য প্রকাশ করেন ?

৮ প্রথম পুনিক যুদ্ধের কারণ কি ?

৯ কার্থেজ কোথায়, কিই বা ছিল?

১০ প্রথম পুনিক যুদ্ধে কার্থেজিনেরা কোন্ বিদেশি জাতির সাহায্য প্রার্থনা করে?

১১ রেগুলস কে? তাঁহার অবশেষে কি হইল?

১২ কোন্ রোমান সেনাধ্যক্ষ এ যুদ্ধের শেষ করে? কোথাই বা সন্ধি পত্রের নিষ্পত্তি হয়?

১৩ প্রথম পুনিক যুদ্ধ কত দিন ছিল?

---

৩ অধ্যায়।

১ প্রথম পুনিক যুদ্ধের অবসানে রোমানেরা কি স্বদেশে শান্তি পাইয়াছিল? আপনাদের দেশে কি ২ ক্লেশ পাইল?

২ ইলিরিয়ানদের সহিত যুদ্ধের কারণ কি?

৩ দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের কারণ কি?

৪ হানিবল কে?

৫ হানো কে? বার্কীয় দল কি?

৬ সাগুন্তম সংহার ও স্পেন অধিকার করণানন্তর হানিবল কি দুরূহ কার্য্যের প্রতিজ্ঞা করেন?

৭ গালেরা কি তাঁহার গমনে ব্যাঘাত দিয়াছিল? তিনি কিরূপে তাহাদিগকে বশীভূত করেন?

৮ আল্পস পর্ব্বত পার হওনে হানিবল কি২ বাধা পাইয়াছিলেন তাহা বল?

৯ রোমানেরা কাহাকে তাহার গমনে ব্যাঘাত দিতে পাঠাইয়াছিল, আর ঐ প্রেরিত ব্যক্তি শত্রুকে রোণ নদী পার হইতে দেখিয়া কি করিল?

১০ ইতালি প্রবেশ করিয়া হানিবল যে২ যুদ্ধে রোমানদিগকে পরাভব করেন তাহার বৃত্তান্ত কহ আর ঐ২ যুদ্ধে রোমানদের সেনাপতি কে২ ছিল তাহাও কহ?

১১ কর্ণিলিয়স সিপিও, সেম্প্রোনিয়স, ফ্লেমিনিয়স, ফেবিয়স মাক্সিমস, ইমিলিয়স, এবং বারো এই২ ব্যক্তির বিষয়ে কি জান?

১২ হানিবল রোমান বন্দিদিগকে বধ করিয়া তাহাদের স্বর্ণা- ঙ্গুরী লইয়া কি করিলেন?

১৩ স্পেনে আস্দ্রুবলের সহিত যুদ্ধ করিতে কে২ প্রেরিত হইল এবং পশ্চাৎ তাহাদের কি হইল?

১৪ রোমানেরা মাসিদনের রাজা ফিলিপের উপর এই সময়ে কেন ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিলেন?

১৫ এই সময়ে কোন রোমানাধ্যক্ষ সিরাকুস নগর আক্রমণে ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে আক্রমণ ত্যাগ করিয়া কেন বেষ্টন করিতে হইল?

১৬ আর্কিমিদিস কে? তিনি হাইরো রাজার নিকট কি চমৎকার কথা কহিয়াছিলেন?

১৭ এক জন রোমান সেনা আর্কিমিদিসকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি কি কহিয়াছিলেন তাহা বল?

১৮ নিউ কার্থেজ গ্রহণ কালে সিপিও কি মহানুভবত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন?

১৯ হানিবলের ভ্রাতা আস্দ্রুবলের পরে কি হইল?

২০ রোমানেরা শত্রুদের আপন দেশে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়া কাহাকে আফ্রিকাতে প্রেরণ করিলেন?

২১ মেসিনিসা কে ?

২২ সাইফাক্স কে ? তাহার কি হইল ?

২৩ দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সর্ব্বশেষ সংগ্রাম কোথায় হয় তাহার ফলই বা কি হইল ?

২৪ দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের অবসান হইলে হানিবল কোথায় গমন করিলেন ?

---

৪ অধ্যায় ?

১ রোমানেরা কিং কারণে মাসিদনের রাজা ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করে ?

২ মাসিদন রাজের আধিপত্য হইতে উদ্ধার করিয়া রোমা-নেরা গ্রীক জাতিদের বিষয়ে কি নিষ্পত্তি করিলেন ?

৩ সিরিয়ার রাজা আন্তিওকসের সহিত যুদ্ধ কি কারণ হইল ?

৪ এ যুদ্ধে হানিবলের কিছু হাত ছিল কি না ?

৫ আন্তিওকসের সহিত যুদ্ধের অবশেষ কি ফল হইল ?

৬ হানিবল সিরিয়া ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন এবং অবশেষে তাঁহার কি হইল ?

৭ পর্‌সিয়স কে ? দ্বিতীয় মাসিদনীয় যুদ্ধ কি কারণ হইল ?

৮ মাসিদন ও ইলিরিয়া জয় করিয়া রোমানেরা তাহাদের বিষয় কি রূপ নিষ্পত্তি করে ?

৯ তৃতীয় পুনিক যুদ্ধের কারণ কি ?

১০ এই যুদ্ধে রোমানেরা কার্থেজিনদের উপর কি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা করে ?

১১ কার্থেজের গতি কি হইল ?

১২ ইহার আর কখন কি পুন নির্ম্মাণ হয় ?

১৩ কার্থেজের ন্যায় কোন্ গ্রীক নগরের দুর্গতি হইল ?

১৪ মাসিদনে কেং প্রবঞ্চক হইয়া উঠিল ?

১৫ বিরিএতস কে ?

১৬ রোমানেরা এস্যাতে কি রূপে অধিকার প্রাপ্ত হয়েন ?

১৭ অরিস্তনিকস কে ? আর রোমানদিগকে কি ক্লেশ দিয়াছিল ?

১৮ গ্রাকস নামে দুই ব্যক্তি কে ? পেতৃসিয়ানেরা কেন তাহাদিগের দ্বেষ করিত ?

১৯ গ্রাকসদ্বয়ের শেষে কি গতি হইল ?

এগ্রন্থ মুদ্রিত করণে কএক বর্ণাশুদ্ধি [illegible] হইয়াছে পাঠক তাহা মার্জ্জনা করিবেন বিশেষতঃ ৫২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি "রুদ্ধ" এই শব্দ "মুক্ত" বলিয়া পাঠ করিবেন এবং ঐ পৃষ্ঠে পংক্তিতে "খোলা" এই শব্দ "রুদ্ধ" বলিয়া শুদ্ধ করিবেন